ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর

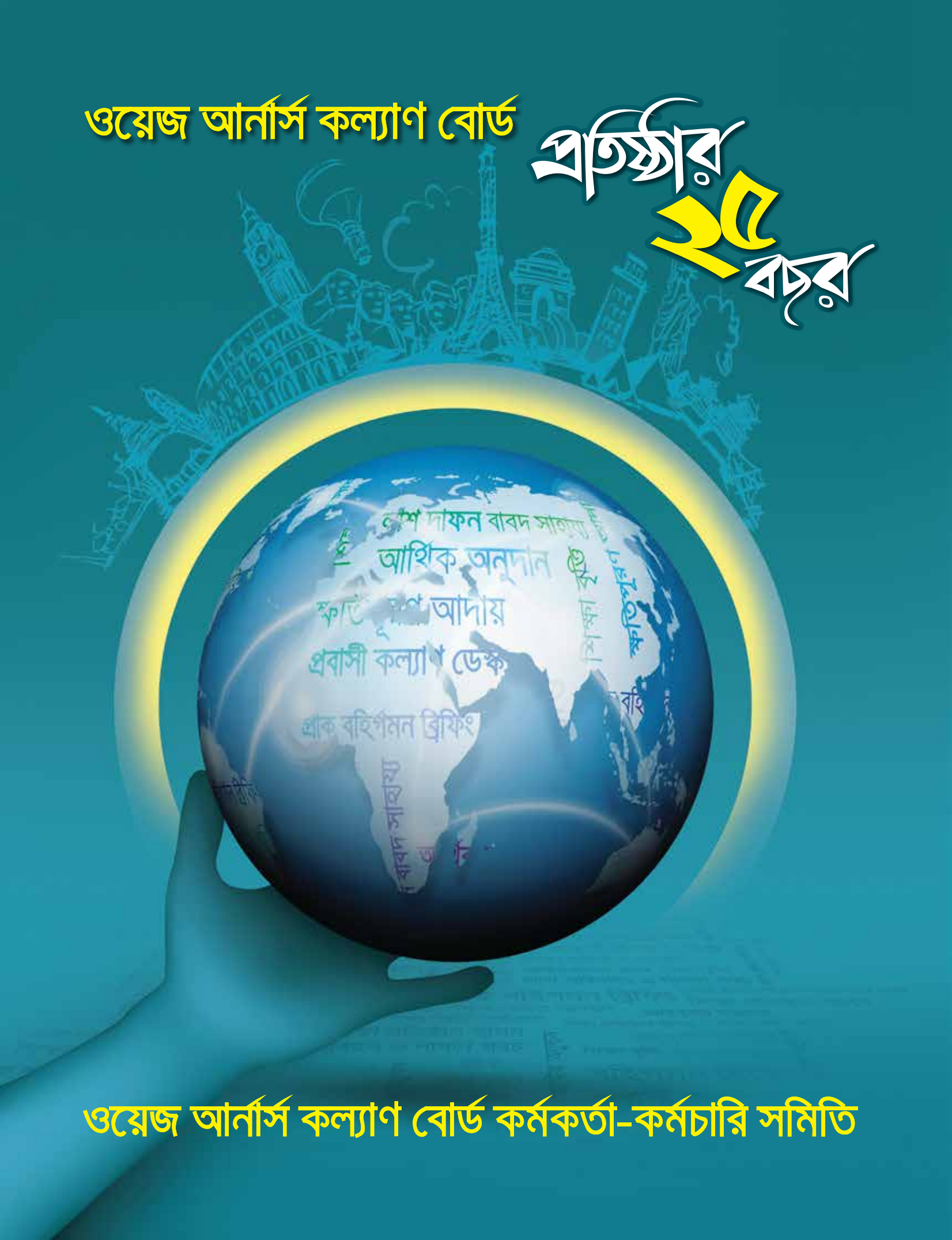

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি

আমাদের কথা

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের বহুমূখী কল্যাণ সাধনে ১৯৯০ সালের ১৫ নভেম্বর সরকার তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল সৃষ্টি করা হয়। যা আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। এ তহবিলের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্বের ১৬০ টি দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যসহ মোট ৫ কোটি মানুষের কল্যাণে নানাবিধ কাজ করা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। এ ক্ষণটিকে স্মরণীয়, বরণীয় ও আনান্দঘনময় করতে "রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন" করা হচ্ছে। আজকের এ দিনে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মী ও তাদের পরিবারকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিনন্দন। দীর্ঘ ২৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য বলার মত অনেক কিছু রয়েছে। বিশেষ করে গত ৩ বছরে প্রবাসী কর্মীদের জন্য সেবার দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সেবামূলক নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দীর্ঘ ২৫ বছরে কর্মী ও তাদের পরিবারের জীবনমানের উন্নয়নে কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেনি। এর একমাত্র কারণ প্রবাসী কর্মীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন বোর্ড গঠন করা হয়নি অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ১৩% অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের কারণে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের প্রতি প্রবাসী কর্মীদের এ অবদান কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির দাবী রাখে। নতুন বছরে প্রবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা, কল্যাণ, অধিকার ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সরকার তথা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়কে অধিক মনোযোগী হতে হবে। তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে নিতে হবে নানামূখী প্রকল্প। প্রথমতঃ প্রবাসী কর্মীদের জন্য "প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন প্রণয়ন" করে তাদেরকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। সকল প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা প্রদান, বিভাগ/জেলা পর্যায়ে প্রবাসী পল্লী স্থাপন, হাসপাতাল/ডায়গনিষ্টিক সেন্টার স্থাপন, বিদেশ গমনের পূর্বে কর্মীদের মেডিকেল পরীক্ষার ব্যবস্থা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে কোটা এবং সরকারি হাসপাতাল সমূহে শয্যা সংরক্ষণ, মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের উপার্জনক্ষম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রত্যাগত কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বোর্ডের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড, কল সেন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রকল্প পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নতুন ভোরে প্রবাসী কর্মীদের অধিকার, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও তাদের জীবনযত্রার মান উন্নয়নে নবদিগন্তের সূচনা হবে। ইতিমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমরা নতুন বছরে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন দেখতে চাই।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখি সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

বেগম হালিমা আহমেদ, উপ পরিচালক
জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লা বাহার, উপ পরিচালক
জনাব জাহিদ আনোয়ার, সহকারী পরিচালক (তথ্য ও জনসংযোগ)
জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম ভূঞা, সহকারী পরিচালক
জনাব পাপ্পু মজুমদার, প্রোগ্রামার (ওয়েব)
জনাব কামরুল হাসান, উপ-সহকারী পরিচালক
জনাব খুরশীদ আলম, উপ-সহকারী পরিচালক
জনাব আবদুল কাদের, উপ-সহকারী পরিচালক
জনাব হাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী পরিচালক
জনাব আশিক সিদ্দিকী, উপ-সহকারী পরিচালক
জনাব নবির হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর
জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, অফিস সহকারী
জনাব মোঃ আলতাব হোসেন, অফিস সহকারী
জনাব মাসুদ হাছান, অফিস সহকারী
জনাব তাজউদ্দিন, অফিস সহকারী

প্রকাশনায়

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন
রমনা, ঢাকা-১০০০
ইমেইল : wewbks@gmail.com

প্রকাশকাল

জানুয়ারি, ২০১৬খ্রি:

ডিজাইন এবং মুদ্রণ

এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এবি, বাইতুল খায়ের, পুরানা পল্টন, ঢাকা
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৫ ৩১৬৩, ৭১১৭৮৯৭
ইমেইল : info@adfairbd.com
mhasantipu@gmail.com

বাণী

নুরুল ইসলাম বিএসসি
মাননীয় মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তিতে "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এ অগ্রগতিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে যার অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। দেশের উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের এ অবদান এবং তাদের পরিবারের ত্যাগ বিশেষভাবে স্বীকৃতির দাবী রাখে। আমি বিশ্বাস করি, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী এবং তাদের পরিবারের অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। দেশের উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ২০১২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মহতি উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আমি আশা করি প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখবে। আমি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(নুরুল ইসলাম বিএসসি)

বাণী

খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তিতে "রজতজয়ন্তী" উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

প্রবাসে কর্মরত প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। প্রবাসী ভাই-বোনেরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। প্রাবাসী কর্মীদের প্রেরণকৃত রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে। অব্যাহত রেমিটেন্স প্রবাহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অগ্রযাত্রাকে সঠিক করে তুলেছে। এজন্য প্রবাসী ভাই-বোনদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বদ্ধপরিকর। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি কর্তৃক বোর্ডের "রজতজয়ন্তী" উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হবেন এই প্রত্যাশা করছি।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি কর্তৃক "রজতজয়ন্তী" উৎসবের আয়োজন করায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং উক্ত উৎসবের সফলতা কামনা করি।

(খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার)

বাণী

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে ‘রজত জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালায়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৯৯০ সাল থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান, বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক-বর্হিগমন ব্রিফিং প্রদান, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান, প্রবাসে আটকেপড়া কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন, পঙ্গু-অসুস্থ্য কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রবাসী মৃত কর্মীর লাশ দেশে আনয়ন, লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিদেশ গমনকারী মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায় করে তা মৃতের ওয়ারিশদের নিকট বিতরণ করছে। প্রবাসী কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সদা তৎপর। ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ‘রজত জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি

বাণী

বেগম শামছুন নাহার
মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বিএমইটি
ও
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে প্রায় ৯৫ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছেন। তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স (বৈদেশিক মুদ্রা) দেশের উন্নয়ন তথা অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। প্রবাসী কর্মীদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের এবং দেশে-বিদেশে কর্মীর পরিবার পরিজনকে সহযোগীতা ও সার্বিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। বর্তমানে তা "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড" নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বহুমূখী সেবা প্রদান করছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিদেশে কর্মস্থলে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্য অধিকার/পাওনা আদায় অথবা বৈধ ডকুমেন্টসের অভাবে অবৈধ হয়ে পড়া কর্মীদের প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদান, বিদেশে দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোন কারণে অসুস্থ কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং চিকিৎসা সহায়তা দেয়া, বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা, মৃতদেহ পরিবহন ও দাফনে সহায়তা প্রদান, পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান, বিদেশী নিয়োগকর্তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ও ইন্সুরেন্সের অর্থ আদায় ইত্যাদি কাজে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং বিএমইটির মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিবেদিতভাবে তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাদের সকলের সাফল্য কামনা করছি।

আমি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

বেগম শামছুন নাহার

বাণী

মোহাম্মদ আবুল বাসার
সভাপতি
বায়রা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে বোর্ডের "রজত জয়ন্তী-২০১৫" উদ্‌যাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বেকারত্ব এদেশে একটি বিরাট সমস্যা। বায়রা এ বেকার জনগোষ্ঠীকে বিদেশে প্রেরণ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। অভিবাসী কর্মীগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের অবদানকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড" নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রবাসী কর্মীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ আরও বেশী দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপনের আয়োজন করায় কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতিকে বায়রা'র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ আবুল বাসার

সভাপতির কথা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ১৫ নভেম্বর, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ দিনের পথ পরিক্রমা পেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সময়ে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারির মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে এটি আজ এ-পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত। দেশে ও বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের কল্যাণে যারা কাজ করছে তাদের কল্যাণে কিছু করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি বার বার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে কিছু করার জন্য বোর্ডের সাবেক পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী মহোদয় আমাদেরকে তাগিদ দিতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম শামছুন নাহার মহোদয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আন্তরিক সহযোগীতা সত্যিই বিরল। এছাড়া সময়ে সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দিক নির্দেশনা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে বিশেষ সহায়তা করেছে। আমরা তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। প্রবাসে কর্মরত প্রায় ১ কোটি প্রবাসী কর্মী ও দেশে তাদের পরিবারের গড়ে ৩ জন নির্ভরশীল সদস্য হিসাবে প্রায় ৪ কোটি (দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুথাংশ) মানুষের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড তথা এর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কাজ করছে। এ বিপুল পরিমাণ প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সেবায় কাজ করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। বোর্ডের "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা সবাই আরও উদ্যোগী ও সচেষ্ট হব। অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে আনয়নের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

স্মরণিকায় লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। "রজত জয়ন্তী" উদ্‌যাপন উপলক্ষে সার্বিক বিষয়ে আমার সহকর্মী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে বিভিন্ন সময়ে যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের অবদানকে আমি শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করছি।

শরিফুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদকের কথা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশে বেকার যুব শক্তির কর্মসংস্থানের উদ্যোগের পাশাপাশি বর্তমান সরকার বহিঃবিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছে। বিদেশে কর্মরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। যাদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা, চেতনায় সেদিন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের ''রজত জয়ন্তী'' অনুষ্ঠানে তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং কল্যাণ বোর্ডকে স্বকীয় অস্তিত্ব নিয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ার পিছনে যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী কর্মীদের বহুমূখী সেবা- রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট, প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং, বহির্গমন ছাড়পত্র (স্মার্ট কার্ড) একই স্থান হতে (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) প্রদানের উদ্দেশ্যে "প্রবাসী কল্যাণ ভবন" উদ্বোধন করেন। যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

যে সকল প্রবাসী কর্মীগণের প্রেরিত কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সর্বদা সচল রাখছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বহুমূখী কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রবাসী কর্মীদের অধিকতর সেবা প্রদান এবং তাদেরকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করতে ''প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন'' প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ঢাকাস্থ গুলশান-ভাটারায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জমিতে সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্থায়ী আবাসনের (ষ্টাফ কোয়ার্টার) ব্যবস্থা, পদোন্নতি প্রদান, স্থানীয় ভিত্তিতে দূতাবাস/মিশনে পদায়ন প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে আরও গতিশীলতা আসবে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। এ সমিতি প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম বৃদ্ধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণে পারস্পারিক সু-সম্পর্ক ও সৌহাদ্যের এক অভূতপূর্ব সেতু বন্ধনে কাজ করে আসছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের রজত জয়ন্তী-২০১৫ অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছাতে সক্ষম হ'ব। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মোঃ নাজমুল হক

মিশন

- প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ভিশন

- প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তাসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।
- বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের Social Re-integration এর আওতায় আনা।
- প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের
সেবা সমূহ

- বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন আইন-কানুন, ভাষা-সংস্কৃতি, আবহাওয়া-পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান;
- বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান;
- দূতাবাস/হাইকমিশন এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসে আটকেপড়া কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন;
- পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আনয়ন;
- বিমানবন্দর হতে মৃতের স্বজনদের নিকট লাশ হস্তান্তরের সময় লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- বৈধভাবে বিদেশ গমনকারী মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায় এবং ওয়ারিশদের নিকট বিতরণ;
- প্রবাসী কর্মীদের সম্পদ রক্ষা এবং নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারকে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান।

আঞ্চলিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

জাবেদ আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা ঃ

বিকাশমান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিক বিস্তৃতি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এই ছোট দেশকে একটি বড় ও সাম্প্রতিক সময়ের স্থিতিশীল অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি উর্বর সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র যা যথাযথভাবে পরিচালন প্রয়োজন। মাঝারি মানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। এশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই স্বর্ণসময়ে আন্ত-এশীয় বানিজ্য ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দ্বার উন্মোচন করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যা কোন একটি দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন মানের উন্নয়ন বা কল্যাণ বৃদ্ধিকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ায় কোন একটি দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান ও অংশগ্রহণ মূখ্য ভূমিকা পালনকারী উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আমাদের মতো মিশ্র অর্থনীতির দেশে সরকার অনুঘটকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। কখনও আবার সরকারের ভূমিকা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। এর অন্যতম উদাহরণ সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা বা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা। কোন সরকার রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম না হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিগত চার দশকের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিখাতে সাধারণ জনগনের ভূমিকাই মূখ্য।

বাংলাদেশের অর্জন ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ ঃ

বাংলাদেশ একটি স্বল্পন্নোত দেশ হলেও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো আলাদা। ক্রমবিকাশমান কৃষি, রাপ্তানীতে শিল্প পণ্যের আধিপত্য, বিশাল সক্ষম মানব সম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদে মানব সম্পদের স্থিতিশীল প্রবাহের নিশ্চয়তা, নারী শিক্ষার উচ্চহার ও এর অতিদ্রুত বিকাশ, সামাজিক সূচকে অগ্রগতি, অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের গতিশীল ও সরব উপস্থিতি ইত্যাদি সবই বাংলাদেশের অর্থনীতির বিগত দিনের অর্জন ও অর্থনীতির আভ্যন্তরীন শক্তির নিয়ামক।

পোষাক শিল্পর সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল। আই টি, ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, উড়োজাহাজ ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীন ও আঞ্চলিক পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের সম্ভাবনাও ভাল। পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতি মন্দা অবস্থা থেকে পুনরায় প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের অথনীতির উপর একটি ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হবে। এখানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অপার সম্ভাবনা রয়েছে সামনের বছরগুলিতে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ

বাংলাদেশ কেবল একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ নয়, একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশও বটে। জি.ডি.পি ও আমদানী রপ্তানীর আকার বিবেচনা করলে এ চিত্র ফুটে উঠে। একটি সরকারের সাফল্যের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হচ্ছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফলতা। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০ লক্ষাধিক শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এই বিশাল শ্রম শক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য অর্থনীতিতে এখন বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণের সময় এসেছে।

আঞ্চলিক বৈষম্য ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালনকারী উপাদান। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি নানাবিধ কারণে এক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। সরকার এ সমস্ত পিছিয়েপড়া এলাকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করলে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্রারিদ্রের মাত্রা হ্রাস ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদে অতি দ্রুত অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারণী ৫.৪.১: জেলা ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৪ - ২০১৩)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান		ক্রমিক নং	জেলার নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	
		সংখ্যা	%			সংখ্যা	%
১	কুমিলা	৫২৩,৮৮৮	১১.১৪	৩৩	জামালপুর	৩৭,২১৮	০.৮০
২	চট্টগ্রাম	৪৮২,৫৭৯	১০.২৭	৩৪	সিরাজগঞ্জ	৩২,৭৪৮	০.৭০
৩	ব্রাম্ভণবাড়িয়া	২৪২,৯৯৫	৫.১৭	৩৫	মেহেরপুর	৩০,১৬৩	০.৬৫
৪	টাঙ্গাইল	২৩৮,১৭৮	৫.০৭	৩৬	রাজবাড়ী	৩০,৪৩২	০.৬৫
৫	ঢাকা	২১৫,৭৬৭	৪.৫৯	৩৭	নওগাঁ	২৯,৫৪৯	০.৬৩
৬	চাঁদপুর	২০০,০৮১	৪.২৬	৩৮	গোপালগঞ্জ	২৮,৪২৯	০.৬১
৭	নোয়াখালী	১৯৭,১৬৮	৪.২০	৩৯	পিরোজপুর	২৬,৬১৩	০.৫৭
৮	মুন্সিগঞ্জ	১৪৭,৪৫৯	৩.১৪	৪০	নাটোর	২০,৯৮৫	০.৪৫
৯	ফেনী	১৩৭,৯৪৯	২.৯৪	৪১	রাজশাহী	২০,৬৫১	০.৪৪
১০	নরসিন্দি	১৩২,৯৮২	২.৮৩	৪২	মাগুরা	২০,০৪২	০.৪৩
১১	লক্ষীপুর	১১৯,০১৮	২.৫৪	৪৩	চুয়াডাংগা	১৯,৪০৩	০.৪২
১২	নারায়নগঞ্জ	১১৬,২৬২	২.৪৮	৪৪	বাগেরহাট	১৯,২৪৯	০.৪১
১৩	সিলেট	১১৫,৮২৬	২.৪৭	৪৫	সাতক্ষীরা	১৯,১৯০	০.৪১
১৪	গাজীপুর	১০৯,৪০৮	২.৩৩	৪৬	খুলনা	১৮,৬২৭	০.৪০
১৫	কিশোরগঞ্জ	১০১,৫৬৮	২.১৬	৪৭	গাইবান্ধা	১৭,৯৭২	০.৩৯
১৬	ময়মনসিংহ	৯৮,২১৪	২.০৯	৪৮	নড়াইল	১৭,৫৯২	০.৩৮
১৭	মানিকগঞ্জ	৯৭,৭৬৮	২.০৮	৪৯	নেত্রকোনা	১৭,১৭৫	০.৩৭
১৮	মৌলভীবাজার	৯৭,৫১৪	২.০৮	৫০	পটুয়াখালী	১৬,৯৯৯	০.৩৭
১৯	ফরিদপুর	৮৯,৪১৩	১.৯১	৫১	ঝালকাঠি	১৬,৫৩৫	০.৩৬
২০	হবিগঞ্জ	৭৩,৭৫৩	১.৫৭	৫২	বরগুনা	১৫,৯৩৬	০.৩৪
২১	বরিশাল	৬৪,৫৮২	১.৩৮	৫৩	রংপুর	১৫,৭০৫	০.৩৪
২২	শরিয়তপুর	৬৪,৭৪৭	১.৩৮	৫৪	দিনাজপুর	১০,৭৫৬	০.২৩
২৩	মাদারীপুর	৬১,৫৭৬	১.৩১	৫৫	জয়পুরহাট	৯,৪০২	০.২০
২৪	যশোর	৫৮,৬৮২	১.২৫	৫৬	শেরপুর	৮,৪৭০	০.১৯
২৫	বগুড়া	৫৫,৫৭৮	১.১৯	৫৭	কুড়িগ্রাম	৮,২১৬	০.১৮
২৬	কক্সবাজার	৫৩,৬০১	১.১৪	৫৮	নীলফামারী	৬,৫৩৯	০.১৪
২৭	পাবনা	৫১,৭৫৪	১.১১	৫৯	ঠাকুরগাঁ	৫,১৮০	০.১২
২৮	সুনামগঞ্জ	৪৯,৯৭৯	১.০৭	৬০	খাগড়াছড়ি	৩,৮৯৯	০.০৯
২৯	নবাবগঞ্জ	৪৭,৪৩৭	১.০১	৬১	লালমনিরহাট	৩,৩২৮	০.০৮
৩০	কুষ্টিয়া	৪৫,৬৯৫	০.৯৮	৬২	রাংগামাটি	২,৩৮১	০.০৬
৩১	ভোলা	৩৯,৮৮৮	০.৮৫	৬৩	পঞ্চগড়	২,০৮৬	০.০৫
৩২	ঝিনাইদহ	৩৮,৫৮২	০.৮৩	৬৪	বান্দরবান	১,৬৪৭	০.০৪

উৎস ঃ বিএমইটি-২০১৩।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে কর্মমূখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আয় বৈষম্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রয়োজনে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর জন্য বিশেষ কোটা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে অমুলক ভয় ও সংশয় দূর করার জন্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহে বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীও হাতে নেয়া যেতে পারে।

Stray Thoughts on the Wage Earners' Welfare Board

M Azharul Huq
Joint Secretary
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment

1. Introduction

The 'Wage Earners' Welfare Fund' was created by the Government of Bangladesh in 1990with the contributions of migrant workers, bank interest on deposited registration fees of recruiting agencies, and welfare and attestation fees obtained from Bangladesh Missions abroad. Aiming to protect and promote the welfare of the overseas Bangladeshi workers and their dependents, the Wage Earners' Welfare Board (WEWB) was organized from this Fund and the Board now functioning as an attached agency of the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment. Today, the WEWB is the sole organization under the Ministry that looks after the welfare of almost 94 million Bangladeshi migrant workers located in 160 countries. Since its inception, the organization has been providing valuable services to both the potential and the returnee migrants and their family members. Hence, the services of the WEWB are becoming an essence of the migrants' welfare management of the Government.

2. Core Objectives and Services of WEWB

Providing various pre departure services including briefing to the departing migrant workers, assistance to the overseas workers families, and to the returning workers are the main objectives of the WEWB. Keeping these objectives in mind WEWB providing various services including death and accidental compensation, airlifting of dead bodies, medical treatment of injured workers, repatriation of vulnerable workers, burial grants to the deceased families, and scholarship to the dependents of the migrants.

While the WEWB has been rendering above services regularly with extended coverage each year, the Board may focus more and more with

the new welfare initiatives to the migrant workers and their families. Ideally, the services of the WEWB should be covering the three stages of migration i.e. pre-departure, on-site and upon arrival from overseas. More emphasis should be given on training especially on pre departure briefing, training on the realities of overseas work, social services and family welfare assistance.Insurance against death, disability and health, language training before departure and livelihood training after arrival should be the integral part of the services of the WEWB. It is observed that WEWB is far from focusing on some of these vital services.

3. New Social Benefits to Consider

The WEWB should offer wide range of benefits to the migrant workers. More resources need to be poured into the following benefits and services:

a) Contributory Pension Scheme for Migrant Workers

To ensure maximum welfare of the families of the migrant workers, a Pension Scheme can be created for overseas Bangladeshi workers. The pension scheme will enable the returned worker stability in the latter part of their lives. From the welfare perspective, this will be a sort of recognition of their contribution toward the economic and social development of the country. Such scheme may provide a monthly pension from the age of 60 until his or her death when the subjected migrant Workerhad contributed to the scheme regularly. If the beneficiary dies before certain age, let's say 70, his spouse or dependant will continue to receive benefits from the scheme.

b) Interest on Non Resident Foreign Currency Accounts

To recognize migrant's contribution and encourage them to send more foreign currency through official channels, rates of interest on the Non Resident Foreign Currency Accounts maintained by the migrant workers should be a bit more than the market rate. There will also not be any service charge applicable.

c) Social Insurance Schemes

Insurance scheme is another important program that the WEWB may undertake for the greater welfare of the migrant workers. Under the scheme, migrants and their families are entitled to receive an array of benefits and services when families are left behind and various contingencies faced by migrant workers during the course of their employment abroad. Under this scheme, no worker will be allowed to leave the airport without registration for the insurance scheme.

Insurance benefits may include compensation to the family in case of death, compensation for total disablement, partial disablement and a reasonable amount for travel expenses. A standard insurance policy for migrant workers may be designed employing qualified consultants. Sri Lanka is a good example of a sending country successfully managing an insurance scheme for the migrant workers.

d) Loan Schemes

The WEWB can launch various loan products at different stages of migration. Such products will let them pay the pre departure expenses, self-employment, housing and on developing entrepreneurial activities. Such loan products can be developed and maintained in cooperation and collaboration with the Probashi Kallyan Bank as well.

e) Saving Schemes

To encourage Bangladeshi workers and expatriates in voluntary savings, the WEWB may launch various saving scheme like Wage Earners' Welfare Bond, Dollar bond, fixed deposits etc. It will serve the twin objective of building financial capital for the Board as well as savings by the migrants that they will be able to utilize upon returning home.

f) Repatriation Program and Workers Protection

For an ideal Migrants Welfare Organization like WEWB, repatriation program should be the backbone of the organization. This program necessarily includes facilitating the immediate repatriation of distressed and physically ill workers, addressing issues of vulnerable domestic house maids, sending the remains of those who die while working abroad, negotiation with the employers/brokers and other host-country authorities; clearances, monetary claims, and medical or police reports; and coordination with the Bangladesh Missions for other necessary administrative actions and airport assistance.

4. Community Welfare Section at the Mission:

A community Welfare section can be established in important Missions to provide 'on site' welfare services to the Bangladeshi workers in the destination countries who are in dire distress. These services may include emergency medical care, legal assistances, rescuing workers from the unscrupulous intermediaries, emergency assistance to the runaway house maids in trouble, airlifting of dead bodies, management of safe homes etc. It may be mentioned that already number of local based staffs are working in various Missions from the Wage Earners Welfare Board. It would be better if those staffs are brought under the proposed Welfare section of the Missions. They would report to the Board through the Labour Attaches and the Head of the Mission. One of their prime responsibilities would be to ensure proper collection and regular remittance of the fund generated in the Mission. Such a section may function under the Labour Wing of the Mission. No new creation of posts or office for that matter would be required in the Mission because already numbers of officials are employed by the Head of the Mission in these countries as mentioned before. Only rearrangement of functions and responsibilities would be required. India's Community Welfare Fund in various Missions is an appropriate example in this regard.

4. Community Welfare Section at the Mission:

A community Welfare section can be established in important Missions to provide 'on site' welfare services to the Bangladeshi workers in the destination countries who are in dire distress. These services may include emergency medical care, legal assistances, rescuing workers from the unscrupulous intermediaries, emergency assistance to the runaway house maids in trouble, airlifting of dead bodies, management of safe homes etc. It may be mentioned that already number of local based staffs are working in various Missions from the Wage Earners Welfare Board. It would be better if those staffs are brought under the proposed Welfare section of the Missions. They would report to the Board through the Labour Attaches and the Head of the Mission. One of their prime responsibilities would be to ensure proper collection and regular remittance of the fund generated in the Mission. Such a section may function under the Labour Wing of the Mission. No new creation of posts or office for that matter would be required in the Mission because already numbers of officials are employed by the Head of the Mission in these countries as mentioned before. Only rearrangement of functions and responsibilities would be required. India's Community Welfare Fund in various Missions is an appropriate example in this regard.

1) Membership to the Workers

For the migrants going abroad against a particular job contract, the membership is compulsory and automatic on payment of certain fees fixed by the BMET. Currently, with 3500 Taka contribution, a worker becomes a member during the processing of his clearance at the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). The potential migrant worker is given a smart card where all his personal data is stored. A smart card holder is therefore, entitled to various benefits and services offered by the Board.

A smart card holder should be considered as member of the WEWB. Such membership ideally should be valid until the expiry of the job contract. For on site, voluntary members abroad, this can be either against one off payment or renewed every after two years. The details of a WEWB member should be included in the database that should be updated regularly. Upon payment of the membership fees, an e-Card should be issued from the WEWB that will be distributed from the Mission to the on-site members.

2) Membership to the Diaspora

So far, WEWB is concentrating on the well being of the Bangladeshi workers in overseas. But the issue of Diaspora membership has grossly been ignored.I believe, Diaspora can play a significant role in the nation building through financial and knowledge remittances, and by making investment in the home country. They should be offered WEWB membership with one off payment of a reasonable amount. They should be given a readable membership card (e-Card) where all their basic data will be stored. To convince the Expatriates' Community in taking the membership, a list of benefits and services should be identified and the concerned Bangladesh Missionsabroad will be requested to circulate the membership forms with the benefits and services information. It may also be mentioned that the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment may not provide any service to any member of Bangladeshi Diaspora or their families in Bangladesh without being a member of the WEWB. This will not only create a database of the Bangladeshi Diaspora in different fields, it will also strengthen the financial capability of the WEWB.

7. A Welfare Project – Vatara Housing

Welfare oriented housing projects like 'Vatara' was taken up for considering the benefits of Bangladeshi expatriates' community that was abandoned later. While the abandonment of the housing project was appreciated by all, yet it is an irony that 167 Katha land located in Gulshan, the most lucrative area of Dhaka City is lying unutilized for more than a decade.

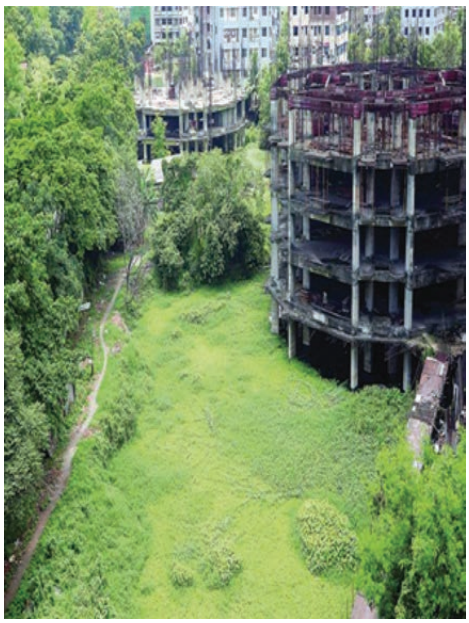

The abandoned housing project is stuck up with the legal complications. Had it been a private property, we would be working day and night to settle the disputes to make it an income generating source. One will wonder to see the amount of money already spent to settle the legal dispute. An arbitration verdict in one case out of two has recently been issued after almost 80 hearings with a fee of Taka one lac per hearing. On the other hand, payment of Taka 280.84 million was paid as mobilization money in advance (20 % of the total project cost) to both the agents (Borak and Eastern) in 2004 with the target that the housing project would be completed in 2007.

Immediately after the cancellation of the housing project both the contractors went into the legal dispute and the WEWB has been struggling to recover the balance of the mobilization money given to the two contractors in 2004. Although the mobilization money was given against Bank Guarantees, but failure to cash the Bank guarantees again questions the use of Bank guarantees in any financial contract. Things perhaps, would have been different, had these Bank Guarantees been issued from a government owned bank instead of private banks.

Top most effort from the WEWB should be given to settle the legal dispute. This piece of land could be the most important financial fund-generating asset under the WEWB for the greater benefits of the migrant workers. The WEWB may explore the possibility of ADR, since such an out of the court settlement has been successful in many cases recently. Any further delay in taking concrete and all out initiatives from the WEWB to free the land might createa chance for probable encroachment by the land grabbers.

8. Reconstitution of the Managing Board

The current Managing Board comprised members mainly from the Government Ministries BAIRA (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies) President is the lone member from the private sector. Like the OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) of Philippines, representation from the private sector may be increased. A member from womensector, a representative from the migrant workers, and a member from the civil society may be considered keeping total members in the Board same.

9. Usage of Welfare Fund

Creation of "Wage Earners' Welfare Fund" was a timely initiative of the government that was appreciated by different corners being an innovative policy for the welfare of the migrant population. The sole objective of this fund was to extend welfare services to the migrant workers and their families. Meanwhile, the Probashi Kallyan Bank has been set up with funding from the WEWF. It is expected that for the interest of the wider welfare services to the migrant workers, this fund may not be used for the regular activities of migration governance.

10. Motivation of the WEWB Employees

Wage Earners' Welfare Board employees should be motivated with the timely sanctioning of the benefits they are entitled to. It has been observed that currently the WEWBemployees lack motivation and havea sense of deprivation and dominance. Their promotion case is pending, some officials are on current charge for years but no real initiative for confirmation isbeing taken. Recently, 3157 unsettled grant/compensation files have been listed out that clearly indicates the lack of initiatives and motivation by the employees of the WEWB.

11. WEWB Logo

Logo is, in fact, a graphical representation of the services an organization provides. A well designed logo is considered as a unique identity of a service organization. It is however, surprising to see that the WEWB yet to have a logo. In line with the theme of welfare activities and services being rendered, WEWB should have a meaningful logo that would be the symbol of welfare services by the Board.

12. Conclusion

The Wage Earners Welfare Board under the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment has become an important organization responsible for catering the welfare needs of the migrant workers and their families. It is good to see that the managing Board of the WEWB has recently approved an organogram of the Board that has been designed to make the WEWB more functional. The proposed organogram has obviously given due emphasis on the capacity building of the WEWB itself. If fair recruitment and promotion policies are practiced, the organization would stand as an ideal welfare service providing agency for the migrants in Bangladesh. The proposed automation of the WEWB should be completed as soon as possible. To ensure direct benefits to the migrant workers, the fund should be used in a prudent and transparent way. Auditing of the fund should be done regularly by the qualified Auditors nominated by the managing board.

অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ ও সুশাসন

কাজী আবুল কালাম
যুগ্মসচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ কর্মক্ষম জনশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এ বিপুল সংখ্যক জনশক্তির কর্মসংস্থান দেশে সম্ভব নয়। ফলে বিদেশে কর্মসংস্থানে আগ্রহী কর্মীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। যেহেতু বিদেশে যাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর কর্মীরা উন্মুখ হয়ে রয়েছে সেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত মধ্যস্বত্বভোগীরা সত্য মিথ্যার ফানুষ সহযোগে স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প দক্ষ এবং বিদেশ যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর তরুণদের সহজেই প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয়। বিদেশে চাকুরি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, কর্মে নিয়োগের সঠিক পদ্ধতি, সরকারি দপ্তরে চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই ইত্যাদি আবশ্যকীয় শর্তগুলো অনেকেই অনুসরণ করে না। মূলতঃ এ সকল কারণেই প্রবাসী কর্মীরা তাঁদের কর্মস্থলে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়।

মানুষ তাঁর বর্তমান অবস্থান থেকে উন্নততর জীবন ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য বিদেশে গমন করে থাকে। এ উত্তরণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা অথবা অন্য যে কোনো কারণেই ঘটে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বল্প মেয়াদে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য চুক্তিভিত্তিক অভিবাসনেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীরা প্রতি বছর বিদেশে গমন করছেন। স্বল্প মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অভিবাসনের সময় যে যে অনুসঙ্গগুলো প্রাধান্য পায় তা হলো - অভিবাসন ব্যয়, বেতন-ভাতা, কর্ম-পরিবেশ, যার মাধ্যমে একজন কর্মী বিদেশে যাচ্ছেন তাঁর ভূমিকা, রিক্রুটিং এজেন্সির সম্পৃক্ততা এবং সর্বোপরি সরকারের ভূমিকা। সরকারের অভিবাসন ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম সংগঠন হলো ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীকে প্রদেয় সেবা।

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে বিলুপ্তকৃত 'বহির্গমন অধ্যাদেশ, ১৯৮২' -এর ১৯ (ক) নং ধারার আওতায় ১৯৯০ সালে 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল' গঠিত হয়। এ তহবিল গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো - বিদেশগামী কর্মীদের গন্তব্য দেশ সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান, বিমানবন্দরে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা, বিদেশে অসুস্থ, পঙ্গু ও আটকে পড়া কর্মীকে দেশে ফেরত আনা, প্রবাসী কর্মীকে আইনগত সহায়তা প্রদান, মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি। এ বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীরা বিদেশ গমনের প্রাক্কালে কল্যাণ বোর্ড হতে যে সেবা গ্রহণ করেন তার বিনিময়ে তাঁদেরকে কল্যাণ তহবিলে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট কর্তৃক নিবন্ধকের অনুকূলে নগদ জামানতের উপর সুদ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ, বিদেশগামী কর্মীর নিকট হতে প্রাপ্ত ব্রিফিং ফি, বিদেশস্থ মিশন সমূহ হতে প্রাপ্ত কনস্যুলার আয়ের ১০%, শ্রম উইং হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জমাকৃত চাহিদা পত্র সত্যায়ন ফি, বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত আয়বর্ধক উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলের আয়ের অন্যতম উৎস।

২০০২ সালে 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২' প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালার আওতায় কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড রয়েছে, যার মাধ্যমে এ তহবিলের অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে একাধিক অনুবাদক, কল্যাণ কর্মকর্তা, কল্যাণ সহকারীসহ সহায়ক কর্মচারি নিয়োজিত আছেন। এ তহবিল হতে প্রদত্ত আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের যে সকল দেশে শ্রম উইং রয়েছে সে সকল দেশসমূহে কল্যাণমূলক সেবার বিস্তৃতি ব্যাপক এবং শ্রম উইং ব্যতিরেকে মিশনসমূহে স্বল্প পরিসরে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রদেয় সেবার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা, বেতন-ভাতা প্রাপ্তির অসুবিধা দূরীকরণ, তাঁর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সহায়তা প্রদান, প্রবাসে অসুস্থ কর্মীকে সহযোগিতা প্রদান, প্রবাসে মৃত কর্মীর

পরিবারের মতামতের প্রেক্ষিতে মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা, ক্ষতিপূরণ আদায়, মৃত বা প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীর পাওনা আদায়ে সহযোগিতা প্রদান, রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান, কর্মীর আদায়কৃত অর্থ দেশে প্রেরণ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য বর্ণিত কাজের চাহিদার তুলনায় সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদানের হার ও গুণগত মান অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ নয়।

বাংলাদেশ হতে অধিকাংশ কর্মীরাই মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে গমন করছেন। এ সকল কর্মীদের মূল সমস্যা হলো বিদেশে কাজ নিয়ে যাওয়ার সময়ে কাজের প্রকারভেদ, কর্ম পরিবেশ, গমনকৃত দেশের আবহাওয়া, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, নিয়োগের শর্তাবলী, চুক্তিপত্র ইত্যাদি বিষয়াদি সঠিকভাবে জেনে না যাওয়া। কর্মস্থলে অনেক কর্মীরই চুক্তির শর্তানুযায়ী বেতন না পাওয়া, অনিয়মিত বেতন পাওয়া, নিয়োগকর্তা কর্তৃক মানসম্মত আবাসস্থল প্রদান না করা, অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধা, বীমার সুযোগ না থাকা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী নিয়োগকর্তার নিকট থেকে পালিয়ে অন্যত্র অধিক উপার্জনের আশায় অবৈধভাবে কাজ করেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে অনৈতিক কার্যকলাপ, অপরাধমূলক কাজ বা অবৈধ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। যে কোনো কারণেই কর্মী অবৈধ হয়ে পড়লে সে দেশে ফেরত আসাসহ একজন কর্মীর যে সকল মৌলিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আইনগত অধিকার রয়েছে, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হন। এ সকল ক্ষেত্রে দূতাবাসের শ্রম উইংয়ের পক্ষে অনেক সময়ই কর্মীর চাহিদা মোতাবেক সহযোগিতা প্রদানে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। কখনও কখনও জনবল, দূরত্ব, যানবাহন বা অন্যবিধ সীমাবদ্ধতাও সেবা প্রত্যাশীকে চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী, প্রবাসে কর্মরত কর্মী, দেশে অবস্থানরত কর্মীর পরিবার এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অংশীজনদেরকে কী সেবা প্রকৃতপক্ষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দিতে পারছে এ বিষয়টি মূল্যায়ন করা আবশ্যক। কল্যাণ কার্যক্রমের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন রয়েছে কি না সে বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিকভাবে যদি বিবেচনা করা হয় তবে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সহযোগে সেবা প্রদানের কার্যক্রম হলো একটি আদর্শ ব্যবস্থাপনা। যে কোনো সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রত্যাশীরা যাতে তাঁর চাহিদা, আকাংখা ও নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে সেবা পেতে পারে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আর এ সকল বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন একদল সুশিক্ষিত, দক্ষ ও নির্মোহ প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক। প্রতিষ্ঠান সেবা প্রত্যাশীর কল্যাণার্থে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি, ব্যাখ্যা, অনুশাসন প্রণয়ন করে, আর সে সকল নীতিমালার অনুসরণে প্রশাসক/ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এর বাস্তবায়নে নিজেদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করবেন। এখন প্রশ্ন হলো প্রতিষ্ঠান যে সকল নিয়ম বা নীতি প্রণয়ন করেছে সে সকলের মধ্য হতে সেবা প্রত্যাশীগণ কতটুকু সুফল পাচ্ছেন। এ সূত্র ধরেই মূলতঃ সুশাসনের প্রসঙ্গটি চলে আসে। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে যে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে কার্যক্রমে সুশাসন কতটুকু রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যে পরিমান কর্মী বিদেশে কাজের জন্য যাচ্ছেন তার সিংহভাগ স্বল্প-দক্ষ কর্মী। এ সকল কর্মীরা স্বল্প শিক্ষিত, দেশ বা বিদেশের আইন-কানুন, নীতি সম্পর্কে ততটা জানেন না। ফলে, তাঁদেরকে এখনও নির্ভর করতে হয় স্থানীয় পর্যায়ে 'দালাল' দের উপর। বিদেশে যাওয়ার নিয়মের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারের তরফ হতে একাধিক কার্যক্রম নেয়া হলেও 'দালাল' নির্ভরতা এখনও কমেনি। সরকারের উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হলো ৪২টি জেলায় অবস্থিত জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বিদেশ গমন সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যাদি প্রদান করে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদেশ গমনের জন্য বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বেসরকারি সংগঠনও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিক অভিবাসন ব্যয় এখনও দুষ্টক্ষতের মত বিরাজমান। রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট ইচ্ছেমত এ ব্যয় নির্ধারন করছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো কর্মী বিদেশে যাওয়ার পর যে বেতন পাবেন তা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অভিবাসনের জন্য যে অর্থ খরচ হয়েছে তা তোলা যাবে না। ফলে, বাধ্য হয়ে কর্মীরা ব্যয়িত অর্থ তোলার জন্য ও দেশে অবস্থিত তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারকে অর্থের যোগান দিতে অতিরিক্ত কাজ বা অবৈধ কাজে লিপ্ত হন। অধিক অভিবাসন ব্যয়ের দুষ্টক্ষত হতে বের হওয়ার জন্য সরকার বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। এ কারণে বিদেশে যাওয়ার পর কর্মীরা প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হচ্ছে এবং দূতাবাসের নিকট তাঁদের এ সমস্যা থেকে পরিত্রানের উপায় খোঁজা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশে যাওয়ার পূর্বে কর্মীরা যদি সচেতন হন এবং এ বিষয়গুলো যাচাই করে নেন তাহলে কর্মস্থলে তাঁদের সমস্যার পরিমাণ হ্রাস পাবে। এ জন্য প্রয়োজন বিদেশগামী কর্মীদের মাঝে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে ব্যাপকভাবে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সরকার ইতোমধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের আওতায় বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট সংরক্ষণসহ 'স্মার্ট কার্ড' প্রদান, বিমানবন্দরে 'প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক' এর মাধ্যমে সেবা প্রদান, বিদেশগামী সকল কর্মীর তথ্যাদি বিএমইটি'র ডাটাবেইজে সংরক্ষণ, অনলাইনে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা, অনলাইনে ভিসার সত্যতা যাচাই এবং বিভিন্ন দূতাবাস হতে ভিসা সত্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই ইত্যাদি। তবে সুশাসনের যে সকল উপাদান অর্থাৎ একজন বিদেশগামী কর্মী কোনো কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এলে তার কাজটি হচ্ছে কিনা বা না হলে তার প্রতিকার কি প্রক্রিয়ায় হবে অথবা বিদেশ হতে প্রতারিত হয়ে ফেরত আসার কতদিন পর সে প্রতিকার পেতে পারে, অভিবাসন ব্যয় বাবদ অর্থ দিয়েও বিদেশে যেতে না পারা ইত্যাদি বিষয়গুলো 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের ন্যায় দ্রুততার সাথে একই স্থান হতে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থাপনা এখনও হয়নি। তবে এ লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কর্মীর সচেতনতা অর্থাৎ কর্মী সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে জেনে বুঝে করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের রশিদ বা তথ্য সংরক্ষণ করা এবং সর্বোপরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্মীকে রিক্রুটিং এজেন্সির আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করা। কেবলমাত্র তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা একজন কর্মীর কল্যাণে প্রকৃত অর্থে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে।

যে কোনো ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব, স্বচ্ছতা, সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা। যে কোনো কাজের জবাবদিহিতা একটি অন্যতম উপাদান সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। কোন ব্যবস্থাপক যে কাজের জন্য নিয়োজিত তিনি সে কাজটি যথাসময়ে করছেন কিনা, সেবা প্রদানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ কিনা, না করে থাকলে প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সে বিষয়গুলো বিবেচ্য হওয়া উচিত। কোন কর্ম প্রক্রিয়ায় উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্তদের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীন বা কত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিষয়টি উপস্থাপিত হচ্ছে, বক্তব্য শ্রবণ করা হচ্ছে এবং কত দ্রুত ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন এ বিষয়গুলো সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বা অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা, বাস্তবায়নের স্বচ্ছতাও একটি অন্যতম নিয়ামক। পক্ষান্তরে ব্যবস্থাপককে সর্বদাই সহায়তাকারীর ভূমিকায় থাকা, সমতা বা ন্যায়ভিত্তিক বিচার করা, সমঅধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও লক্ষ্য রাখা জরুরি। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রেক্ষাপটে প্রবাসে কর্মীদের প্রদেয় সেবা, মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়ের হালনাগাদ তথ্য প্রদান, মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানসহ অন্যান্য সেবা প্রদানে কত সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, কল্যাণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়াবলী মূল্যায়ন করা হলে এ ক্ষেত্রে সুশাসনের অবস্থান কোথায় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

সুশাসন বা ভালো শাসন ব্যবস্থা সকলেরই কাম্য। ভালো শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চাই ভালো সমাজ, চাই ভালো নেতৃত্ব, ভালো মানুষ। এরাই প্রণয়ন করবে সুনীতি। ভালো নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে দক্ষ, নিরপেক্ষ, প্রশিক্ষিত, প্রভাবমুক্ত ব্যবস্থাপকের কর্ম ব্যবস্থাপনায় প্রণয়নকৃত সুনীতিসমূহ দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়ে অভিবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় বর্তমানে আলোচিত হচ্ছে। শুধুমাত্র সরকারই কি প্রার্থিত সকল সেবা প্রদান করবে, নাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে? আজকাল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি বা সুশীল সমাজ সকল ব্যবস্থাপনার অংশীদার হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির বা আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে সেবার পরিধি যেমন বিস্তৃত হচ্ছে তেমনি সেবার মান ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রমও অতশী কাঁচের তলে নিয়ত পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ হলে তা কখনই সুফল বয়ে আনবে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সরকারকে বাস্তবতা ও চাহিদার নিরিখে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ কার্যক্রমকে বিস্তৃতভাবে সাজাতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে, বিদেশ গমন বিষয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা, প্রবাসী কর্মীর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রমের অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করাসহ বিবিধ কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য যোগ্য ব্যবস্থাপক তৈরী করে সঠিক কর্মীকে সঠিক স্থানে পদায়ন, কর্মে প্রণোদনা প্রদান এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত বিদেশগামী কর্মীর প্রার্থিত সেবা প্রদান, প্রবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় কল্যাণে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, এটি এখন সময়েরও দাবী।

Ensuring Safe Migration for Female: Bangladesh Perspective

Md. Mohsin Chowdhury
(Deputy Secretary)
Private Secretary to Hon'ble Minister
Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
Email: mohsin5805@gmail.com

Introduction

Bangladesh is a resource-limited and overpopulated country. Human Development Index of the nation mostly depends on the utilization factor of the human resources through appropriate employment arrangement. Half of the population of the country constitutes female with an equal potential to contribute towards the economic development of the country. It is definitely essential to engage them in the mainstream of development activities to ascertain the progress of the country. It is indispensible to eliminate the disparity between male and female to ensure alleviation of poverty. Bangladesh is one of the countries, which ratified the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against women (CEDAW). The Constitution of Bangladesh also grants equal rights to female and male in all spheres of public life. It also keeps an obligation for the state to ensure female's active and meaningful participation in all spheres of public life. Bangladesh's Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) also incorporated some noteworthy issues to ensure female's participation in social and economic life. Safe migration of female workers considered as the development alternative to the family level of female workers particularly the illiterate and un-skilled workforce. There are so many issues to be addressed relating to the female migration involving building awareness, processing migration safety, protection of rights at the destination countries, security against the possible exploitation and vulnerabilities to violation, utilization of remittances, social and economic re-integration, etc.

BMET Data Source: 2014 **(www.bmet.gov.bd)** shows that the important aspect of female migration is the cost of migration. In arranging this money 60% migrant worker borrowed the money with a high interest rate, 12% sold land, 8% mortgaged land, and some used other sources. 23% of the migrant workers arranged their migration cost from their savings. Normally it has become difficult to repay the loan if it is taken with very high rate of interest.

Procurement of visa has been done mainly through brokers which were 65.4%. The workers have procured visa through their relatives were 31% and only 5% through government channel.

Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment Annual Report 2014 shows that present system of sending remittance is growing popularly through banking channel. It was observed that 72% of the workers send their money through bank. Rest of the workers used informal media like 'Hundi' or broker in sending money to the family.

Bangladeshi workers are employed in 160 countries of the world but recruitment of female migrant workers confined to a few countries only. The major destination was Lebanon, which is about 24% followed by UAE as 21%, KSA 9.3%, Oman, Jordan, Kuwait, Mauritius, Bahrain, Malaysia around 3-5% each. Presently Kuwait, Malaysia and KSA have slowed down the recruitment of manpower from Bangladesh.

Female Migration Scenario of Bangladesh

In 2004 total overseas employment was 172,958 where female migration was only 11,259 (6.96%). On the other hand in 2014 it was 425,684in which female migration was 76,007 (17.86%). The trend of female migration is increasing day by day. In the year 1991 it was only 2,189, but in 2014 it was 76,007. UAE (23,214), Lebanon (11,990) is the main recruiting country of female migrant workers from Bangladesh. On the other, in 2015(Up to Oct.) total overseas employment was 427,306 where female migration was 81,924 (19.17%).

Year	Male	Female	Total	%(Male)	%(Female)
2000	222232	454	222686	99.80	0.20
2001	188401	659	189060	99.65	0.35
2002	224040	1216	225256	99.46	0.54
2003	251837	2353	254190	99.07	0.93
2004	261699	11259	272958	95.88	4.12
2005	239132	13570	252702	94.63	5.37
2006	363471	18045	381516	95.27	4.73
2007	813515	19094	832609	97.71	2.29
2008	854213	20842	875055	97.62	2.38
2009	453054	22224	475278	95.32	4.68
2010	362996	27706	390702	92.91	7.09
2011	537483	30579	568062	94.62	5.38
2012	570494	37304	607798	93.86	6.14
2013	352853	56400	409253	86.22	13.78
2014	349677	76007	425684	82.14	17.86
2015	**452,163**	**103,718**	**555,881**	**81.34**	**18.66**

The female workers mainly confined in traditional and unskilled jobs like Cleaner, House-maid, Garments and Factory worker. Doctors, Nurses and Medical Technician are also working in abroad. But they are a few in numbers. Though it's a significant growth in female migration sector it is yet to be enhanced considering the figure of countries like Indonesia, Srilanka and Philippines (70-90%). Previously there were sixteen labour wings in abroad. It is increased by another twelve. At present the total number of labour wings is twenty eight which will help in ensuring safe migration and welfare of the migrant workers.

Problems Faced by the Female Workers

The female workers in general face the following problems:

- Cultural shock
- Food habit
- Lack of Physical/mental fitness
- Home-sickness (children/family/beloved one)
- Overwork
- Lack of concentration in training
- Inability to speak in Arabic
- Abuse by the employer
- Inability to use the home appliances and understanding of the instruction given by the employer.

Challenges in Recruitment Process and in Destination Countries

The female workers have to face the following challenges in recruitment process as well as in destination countries

- Employer's ability to pay wages on regular basis
- Information regarding the number of family members of the employer
- Track record of the employer
- Employment contract
- Abuses by the recruitment agencies in the country of destination
- Runaway cases
- Domestic workers are not covered by the labour law in Gulf countries
- Dispute settlement
- Migration cost
- Employers attitude (specially for Hong Kong)-cultural adjustment, time to settle in new environment, food habit, home sickness etc.
- Protection of the rights of the female migrant workers

Findings

After analyzing the various aspects on safe migration of female the findings are :

- The burden of the family compelled the female worker in migration for better livelihood.
- Most of the female migrant workers are illiterate or less educated. Lack of education associated them more vulnerability of exploitation.
- Concentration of employment opportunities in a few low paid and unskilled conventional jobs and slowed down of the recruitment of manpower from Bangladesh limits female workers' opportunity for overseas employment.

- Economic exploitation by recruiting agents as well as the money lenders and other service providers.
- The major portion of procurement of visa has been done through brokers. It seriously hampered the safe migration of female workers.
- Female migrants are usually facing restriction on freedom of movement and contact over telephone which seriously hindered the safe migration.
- The lack of social and economic security of the left children of migrant workers is an important issue in considering safe migration of female workers.
- Sometimes the female workers faced physical and sexual harassment at three stages i.e recruitment, employment and on return at home country of their migration.
- According to the contracts, the domestic workers did not get free medical treatment. As one of the high-risk group of HIV vulnerability the female migrant workers are not covered by national response not undertaken by any other appropriate interventions.

Conclusion

Promotion of female migration is encouraging now. At the same time the issue of reducing migration cost, awareness on migration procedure and utilization of remittance are to be given preference. Exploitation and vulnerabilities to the abuse in the country of destination need to be addressed by government, NGOs and other related bodies. It is necessary to make migration a win-win-win situation- for host countries, source countries, and the migrant themselves.

সেবাই আমাদের লক্ষ্য

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ-সচিব
পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
d.fw@wewb.gov.bd

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, সেবাই যার একমাত্র লক্ষ্য। প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এর অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে তা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামে কাজ করছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০ টি দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যের কল্যাণ সাধিত হয় এ বোর্ডের মাধ্যমে। ১১ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) বোর্ডের সদস্য সচিব।

উল্লেখযোগ্য সেবা কার্যক্রম

প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী মৃত কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রতি পরিবারকে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। মৃতের কোন পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর হতে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের প্রতি পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়।

পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় যে সব কর্মী গুরুতর অসুস্থ/পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে সে সকল কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে অসুস্থতার গুরুত্ব বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রবাসে অসুস্থ/পঙ্গু হলে দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়। এক্ষেত্রে কর্মীকে বিমানবন্দর হতে গ্রহণ, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত (প্রবাসে মৃত কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে জিপিএ-৪) প্রবাসী কর্মীর সন্তান, যারা দেশের বিভিন্ন স্কুল/কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতি বছর নতুন ৭০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা

যে সব বাংলাদেশি কর্মী পরিবার-পরিজন নিয়ে বিদেশে বসবাস করছেন তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিভিন্ন দেশে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে আবুধাবী, বাহরাইন, ওমান, ও সৌদি আরবে (রিয়াদ ও জেদ্দা) অবস্থিত এ ধরণের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন থাকলে তাদের দেশে ফেরত আনয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ৩৬,৬৫৬ জন কর্মীকে সফলভাবে দেশে ফেরত আনা হয়। প্রত্যেক কর্মীকে বিমানবন্দর হতে যাতায়াত বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকারের পক্ষ হতে প্রত্যাগত প্রতি কর্মীকে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

প্রবাসে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা

প্রবাসে বিভিন্ন কারণে বিপদগ্রস্ত মহিলা কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়দানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দূতাবাস/হাইকমিশন/কন্স্যুলেট এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বতমানে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, ইউএই এর দুবাই ও আবুধাবী এবং ওমানে সেইফ হোম রয়েছে।

আটক কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ ফেরত আনয়ন

প্রবাসে কর্মীরা বিভিন্ন কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে আটক থাকে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। এ সব কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে মুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশে ফেরত আনা হয়।

বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন

কর্মীদের নিরাপদ বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. অবৈধভাবে বৈদেশিক চাকুরীতে গমনরোধকল্পে বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে বিএমইটি কর্তৃক ইস্যুকৃত বহির্গমন ছাড়পত্র (স্মার্টকার্ড) রিডারের সাহায্যে পরীক্ষা করে নিরাপদ বহির্গমন নিশ্চিত করা হয়।

২. বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীর ইমিগ্রেশনসহ যে কোন সমস্যায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩. বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণপূর্বক তাদের স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৪. মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় কর্মীর পরিবারকে বিমানবন্দর হতে তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়।

৫. কর্মীর বিদেশ গমন এবং প্রত্যাগমনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিমানবন্দরে ২৪ ঘন্টা প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা প্রদান

বিদেশগামী অস্বচ্ছল কর্মীরা সহায় সম্পদ বিক্রি করে বিদেশ গমনের জন্য অর্থের সংস্থান করে থাকে। আবার অনেকে উচ্চ সুদে এনজিও/ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে অর্থের ব্যবস্থা করে। এসব অস্বচ্ছল কর্মীদের বিনা জামানতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তহবিল গঠনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

বিদেশগামী কর্মীদের বহুমুখী সেবা (One Stop Service) একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে প্রবাসী কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এছাড়া বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান

প্রবাসী কর্মীর পরিবার অনেক সময় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। সমস্যাগ্রস্ত এসব পরিবার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

সুপারিশ

প্রবাসে কর্মরত প্রায় ১ কোটি কর্মী এবং দেশে তাদের পরিবারের প্রায় ৪ কোটি সদস্যের বহুমূখী কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড স্বল্প জনবল নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশের জাতীয় অর্থনীতি তথা উন্নয়নে কর্মীদের কাঙ্খিত অবদান থাকলেও দীর্ঘ ২৫ বছরে তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ২৫ বছর পূর্তি তথা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কর্মীদের জীবন মানের উন্নয়নে যদি বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যায় তাহলে তাদের প্রতি সম্মান জানানো হবে। আমরা বিশ্বাস করি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও তাদের জীবনমানের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ডিজিটাল ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

মোঃ নুরুজ্জামান
(উপ-সচিব)
পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি, গবেষণা ও পরিকল্পনা)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
d.irp@wewb.gov.bd

বাংলাদেশ সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দক্ষতার সাথে তার ডিজিটাইজেশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আই.টি বিভাগ যৌথভাবে বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাকরাইলস্থ বিএমইটি'র পুরাতন ডাটা সেন্টার এবং প্রবাসী কল্যাণ ভবনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অত্যাধুনিক নুতুন ডাটা সেন্টার এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পর আই.টি বিভাগের সামগ্রিক কাজের পরিধি ও গতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আই.টি বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ পরিচালনা করছে ঃ

- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন ও তাদের তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত ডাটাবেইজ হতে চাহিদা অনুযায়ী কর্মীর তথ্য প্রদান করা হয়।
- বিদেশগামী সকল কর্মীর ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ ও স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছাড়পত্র প্রদান।
- ক্রমিক নং ১-২ এর মাধ্যমে গৃহীত তথ্যাদিসহ বিদেশগামী কর্মীদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ।
- বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর লাশ হস্তান্তর এবং লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা বিতরনকালে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ডাটাবেইজে এন্ট্রি করা হয়।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ফাইল ট্রাকিং সিস্টেমে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে এন্টিকৃত মৃত কর্মীর তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডাটাবেইজে সংরক্ষিত হয়। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। পূর্বের মতো মৃত কর্মীর পরিবারকে আর নতুন করে আবেদন করতে হয় না।
- মৃত্যুবরণকারী কর্মীর নিয়োগকর্তা/অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃতের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ (বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট ও ইন্স্যুরেন্স) আদায়ের সকল তথ্যাদি ডেথ মডিউল সফ্টওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয়।
- ডেথ মডিউল সফ্টওয়্যারে আর্থিক অনুদান/বকেয়া বেতন/ক্ষতিপূরণ/লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ এর চেক নম্বার সংরক্ষণ করা হয়।
- একাউন্টস সিস্টেম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান/বকেয়া বেতন/ক্ষতিপূরণ/লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ এর চেক ইস্যু করা হয়।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল টেন্ডার CPTU এর e-GP সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।
- Digital File Record System Software এর মাধ্যমে বোর্ডের সকল শাখার ওপেনিং নথি সমূহের তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়।
- File Sharing Software এর সাহায্যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি নিজ ডেস্কে বসেই বোর্ডের পরিচালকদের সাথে উপস্থাপিত চিঠিপত্র পরিবর্তন/পরিমার্জন করতে পারেন।
- wewbcomplain.wewb.gov.bd এর সাহায্যে কর্মী ও তাদের পরিবারের অভিযোগ অনলাইনে দাখিল করার পর একটি ট্রেকিং নাম্বার পেয়ে থাকেন প্রাপ্ত ট্রেকিং নাম্বার দ্বারায় তার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন।

- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.wewb.gov.bd) ও ওয়েবমেইল সার্ভার (mail.wewb.gov.bd) BCC এর জাতীয় ডাটা সেন্টারে ফ্রি তে হোস্টিং করা হয়েছে।
- বোর্ডের ওয়েবসাইটের (www.wewb.gov.bd) মাধ্যমে সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতি মাসে প্রকাশ, সেবা সমূহের নমুনা ফরম, বোর্ড সদস্যের পরিচিতি, শ্রম উইং সমূহের ফোন ও ই-মেইল ঠিকানা এবং বোর্ডের সকল কর্মকর্তার নাম, ফোন ও ই-মেইল ঠিকানা পাওয়া যায়।
- আর্থিক সাহায্য/ ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতনের চেক স্বাক্ষরের পর মৃত কর্মীর পরিবারকে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং দোরগোড়ায় কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও a2i এর যৌথ উদ্যোগে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড "কল সেন্টার" স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বহির্গমন শাখার সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ভবন হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম হতে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা ঢাকায় না এসে সরাসরি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্তমানে বোর্ডের আই.টি বিভাগ ও বুয়েটের সহযোগিতায় কাজটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। পর্যায়ক্রমে কুমিল্লাসহ অন্যান্য অঞ্চলেও উক্ত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। এছাড়া বহির্গমন ছাড়পত্র ব্যতীত বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত কর্মীদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশীপ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে বৈধভাবে কর্মরত (বহির্গমন ছাড়পত্রহীন) কর্মীরা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বার হয়ে বোর্ডের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রমকে অটোমেশনের/ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি ERP Software তৈরীর কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যার মাধ্যমে অচিরেই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি পরিপূর্ণ ডিজিটালাইজড অফিসে পরিণত হবে। এর ফলে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং নথির সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আই.টি বিভাগ প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে ডিজিটাল যুগের সকল সেবা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামীর স্বপ্ন অগ্রগতি ও উন্নয়নের

নুরুন আখতার
(উপ-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
d.ad@wewb.gov.bd

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি প্রতিষ্ঠান নয়। একটি বিশাল পরিবার। বিশ্বের ১৬০ টি দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি কর্মী ও তাদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মতো গুরুদায়িত্ব দায়িত্ব পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি আজ ২৫ বছর পূর্ণ করে ২৬ এ পদার্পন করছে। প্রতিষ্ঠানটির আগামী ভবিষ্যত হবে অগ্রগতি আর উন্নয়নের।

১৯৯০ সালের ১৫ নভেম্বর প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। যা আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানটির কলেবর ২৫ বছরে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যাও আবির্ভূত হচ্ছে।

২৫ বছর আগে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সৃষ্টি হলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ বোর্ডে রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে তাদের কল্যাণ ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সেবামূলক কার্যক্রমের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২৫ পেরিয়ে ২৬ এ পা রাখা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ সময়ে কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে না পারলেও ইতোমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে নানামূখী প্রকল্প গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী এ তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সেবা প্রদান ঃ

- প্রবাসী কর্মীরা বিদেশ গমনের পর যেন কোন বিপদে না পড়ে এজন্য গমনেচ্ছু সকল কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রবাসী কর্মীদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার তৈরী করা হয়েছে। এর ফলে সেবা প্রদানের হয়রাণি ও দীর্ঘ সূত্রিতা কমে আসবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্রুত ও হয়রাণি মুক্তভাবে সেবা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রবাসে মৃতের পরিবার/পঙ্গু/অসুস্থ কর্মীদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সময়সীমা ২ মাসের মধ্যে নিস্পত্তির জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আর্থিক সাহায্য গ্রহণের নিমিত্ত প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে;
- লাশ দেশে আসার ৭ দিনের মধ্যে সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মৃতের পরিবার বরাবর আর্থিক সাহায্যের পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বের মতো মৃতের পরিবারের সদস্যদের আর আবেদন করতে হয় না;
- বিদেশ হতে কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্সুরেন্স আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে লাশ দেশে আসার ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মিশন সমূহে পত্র দেয়া হয়;
- দূতাবাস/হাইকমিশন হতে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতেনের অর্থ প্রাপ্তির ২ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়;
- প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আনয়নের জন্য পরিবারের মতামত তাৎক্ষণিকভাবে দূতাবাস/হাইকমিশনে প্রেরণ করা হচ্ছে;

- মৃতের লাশ বিমানবন্দর হতে পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- বিদেশে মহিলা কর্মীদের যে কোন সমস্যায় তাৎক্ষণিকভাবে দূতাবাস/হাইকমিশনে পত্র প্রেরণ এবং তাদের উদ্ধারসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবারের নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ইউএনও বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।
- প্রবাসে কর্মীর যে কোন সমস্যায় ২ কর্মদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দূতাবাস/হাইকমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

বোর্ডের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

স্বল্প মেয়াদী-

- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন;
- a2i এর সহায়তায় প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল সেন্টার স্থাপন;
- প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ১৯ ও ২০ তলায় করপোরেট আদলে বোর্ডের অফিস স্থাপন;
- প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংরক্ষণ;
- প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের জন্য দেশের সরকারী হাসপাতালগুলিতে শয্যা (বেড) কোটা সংরক্ষণ;

মধ্য মেয়াদী-

- প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা;
- প্রবাসী কর্মীদের জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন;
- বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের ডাটাবেজ তৈরি;
- প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা;
- বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট/জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমী এর ন্যায় প্রশিক্ষণ ধর্মী প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

দীর্ঘ মেয়াদী-

- প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডায়গনিস্টিক সেন্টার/হাসপাতাল স্থাপন;
- প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিভাগ/জেলা পর্যায়ে হাউজিং প্রকল্প (প্রবাসী পল্লী) গ্রহণ;
- গুলশান-ভাটারায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের জমিতে নিজস্ব আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ;

গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বোর্ড আইন প্রনয়ন

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর একটি অর্থবহ নামকরণসহ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বোর্ডে রুপান্তর করতে আইন প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই "প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড" আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে আইগতভাবে একটি শক্তিশালী বোর্ড প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ

স্বল্প জনবল নিয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিশ্বের ১৬০ টি দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি কর্মী ও তাদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যসহ মোট ৫ কোটি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। বোর্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং কর্মীদের দ্রুত সেবা প্রদানে ইতিমধ্যে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে বোর্ডের জনবল সংকট দূর করা সম্ভব হবে। একই সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রবিধানমালা যুগপোযোগী করা হচ্ছে। যা চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

করপোরেট অফিস স্থাপন

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে করপোরেট আদলে আধুনিকমানের একটি অফিস স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ১৯ ও ২০ তলায় এ অফিস স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। আশা করা যায়, অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আধুনিক মানের অফিস স্থাপনের কাজটি ২০১৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

কল সেন্টার স্থাপন

প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে করে দেশ-বিদেশ হতে ঘরে বসেই সেবা পেতে পারে এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর সাথে কল সেন্টার স্থাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে কল সেন্টার স্থাপনের কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংরক্ষণ

প্রবাসী কর্মীর অধিকাংশেরই পরিবার অস্বচ্ছল। বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ১৩% অবদান রাখছে। এজন্য তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংরক্ষণের জন্য একাধিকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ করা হয়। কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জীবনমানের উন্নয়নে বিভাগ/জেলা পর্যায়ে প্রবাসী পল্লী স্থাপন, হাসপাতাল/ডায়গনিস্টিক সেন্টার স্থাপন, বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট/জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমীর ন্যায় প্রশিক্ষণধর্মী আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ নানামূখী প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ করা হচ্ছে।

আমরা আশা করছি এবং বিশ্বাস করি, প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ভবিষ্যতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমরা সকলের সহযোগিতায় প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে ২০১৬ সালেই দৃশ্যমান প্রকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হব।

প্রবাসী কর্মীর কল্যাণে ‘প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড’

মোঃ হাসান মারুফ
(উপ-সচিব)
সাবেক পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড
উপ-প্রকল্প পরিচালক
ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওরেস্ট প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ

“তিন বেলা ডাল-ভাত, মাথার উপরে ছাদ-
পরনে মোটা তাঁত, নিশ্চিন্ত ঘুমের রাত-
সাথে যদি থাকে-
অসুখে ঔষধ-পথ্য, সন্তানের সুস্থ্যজীবন-
চাইনে আর কিছুই, জগতে সুখী সে জন।”

বর্তমানে বিশ্বের ১৬০ টি দেশে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মী প্রতি বছর ১৬ থেকে ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ দেশে প্রেরণ করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে শতকরা ১৩ ভাগ অবদান রাখছেন। প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ বংলাদেশি কর্মী বিভিন্ন কাজ নিয়ে অভিবাসী হচ্ছেন। কর্মীদের বিদেশ যাত্রার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয়ের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স আর তৈরী পোষাক রপ্তানী বাবদ আয়ের বদৌলতে দেশে কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি। তাই এদেশের আপামর জনগন তাদের প্রবাসী স্বজনদের কাছে ঋণী। এ সকল প্রবাসী কর্মিরা আমাদের অর্থনীতির মুক্তি সংগ্রামের বীর যোদ্ধা- তাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা।

সকল প্রবাসী শ্রমিক, যাদের কঠোর পরিশ্রম ও ঘামের বিনিময়ে অর্জিত রেমিটেন্সের অর্থে আমরা দেশে সুখে-শান্তিতে জীবনধারন করি- সে সকল প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের সার্বিক কল্যাণে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে “প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড”। কল্যাণমুখী এ সেবা কার্যক্রমকে লেখার সূচনালগ্নে উৎকলিত চরণসমূহের আলোকে আরো কল্যাণমুখী ও প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়।

বিগত শতাব্দীর ৮০’র দশকের শেষ ভাগে বিবিসি’র এক জরিপে বাংলাদেশের মানুষকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এর মূল কারণ এ দেশের মানুষের চাহিদা সীমিত। তিন বেলা খাবার, পরণ ভদ্রস্থ পোষাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই, অসুখে চিকিৎসা-পথ্য আর সামাজিক শান্তি তথা রাতের নিশ্চিন্ত ঘুম ছাড়া ৯০ভাগ মানুষের বেশী কোন চাহিদা নাই। অল্পতেই তুষ্ট হওয়ার মানসিকতাই এ দেশের মানুষকে সুখী মানুষের পরিচিতি এনে দেয়।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ সমস্যাসংকুল এ সময়েও বাংলাদেশের মানুষের সীমিত চাহিদা আর অল্পে তুষ্ট হবার মনটি নষ্ট হয়ে যায়নি । তাইতো দেশ ও সরকারের নানা সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে তারা নিজ উদ্যোগেই বিভিন্নভাবে অভিবাসী হয়ে কঠোর পরিশ্রম ও ঘামের বিনিময়ে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে নিজের জন্য যৎসামান্য রেখে প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশে অবস্থানরত স্বজনদের সুখের জন্য প্রেরণ করছেন, আর তাতে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি। তাদের এ ঋণ অপরিশোধ্য ।

প্রবাসী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন আরো মর্যাদা সম্পন্ন, আর্থিকভাবে লাভজনক ও মানসিকভাবে স্বস্তিদায়ক করার লক্ষে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আরো বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সমগ্র অভিবাসন প্রক্রিয়াটিকে ৩ পর্যায়ে ভাগ করা যায়- ক) প্রস্তুতিকাল ও বিদেশযাত্রা, খ) বিদেশে অবস্থান ও কর্মকাল এবং গ) দেশে প্রত্যাবর্তন ও সামাজিকভাবে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণকাল। এই প্রতিটি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জানা বিদেশ গমনেচ্ছু, বিদেশ অবস্থানরত ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীর জন্য অত্যাবশ্যক।

বিদেশ যাত্রার পূর্বেই বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে গন্তব্যদেশের ভাষা, ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, খাদ্যাভাস, প্রচলিত শ্রম আইনসহ বিদেশী শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্পর্কে জেনে নেয়া, যে কাজ করতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে সরকারি বা সরকার অনুমোদিত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, দেশে অন্ততঃ দুটি ব্যাংক হিসাব খোলা (একটি নিজ নামে ও অন্যটি নির্ভরযোগ্য কোন অভিভাবকের নামে), এম আর পি (যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট) গ্রহণ, ভিসা, কাজের মজুরিসহ কর্মঘন্টা ও প্রাসঙ্গিক শর্তাদি ভালমত জেনে বুঝে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর, দালাল পরিহার করা, চুক্তিপত্র ব্যতীত কাউকে কোন অর্থ না দেয়া, আবহাওয়া উপযোগী প্রয়োজনীয় পোষাক সংগ্রহ, বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা, বিমানে আরোহন ও অবস্থানকালীন আচরনবিধি, গন্তব্যদেশের বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা, প্রবাসে অবস্থানকালীন স্থানীয় বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রাক-বহির্গমন অবহিতকরণ বা প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রোগ্রাম বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীর মনকে প্রস্তুত করে দেয়। তাই সকল বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীকে এই প্রাক-বহির্গমন অবহিতকরণ বা প্রাক-ব্রিফিং প্রোগ্রামের আওতায় আনতে হবে। এই ব্রিফিং গ্রহণকারী কর্মী বিদেশ গমনাগমনে বিদেশে স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এভাবে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা ক্ষমতায়ন করা সম্ভব।

বিদেশগমনেচ্ছু, বিদেশে অবস্থানরত এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সার্বিক অবস্থার কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষে "প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড" কতৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১) 'প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন' প্রণয়নের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ;

২) বিভাগীয় শহর পর্যায়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ অফিস স্থাপন;

৩) প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং সেন্টার ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন;

৪) প্রতিটি ব্যাচকে অন্তঃত ৩ দিন ব্যাপী মাল্টিমিডিয়া সহযোগে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান;

৫) জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'মানসম্মত অভিবাসন' বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৬) প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক'কে বিদেশ গমনকারী ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বয়ং সম্পূর্ণকরন;

৭) প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ককে পূর্ণাঙ্গ শাখায় রূপান্তরের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে 'One Stop Service' সেবা সম্প্রসারন;

৮) জেলা/বিভাগীয় শহরে বহুতল বিশিষ্ট এ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মানের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীগণের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট বা ফার্ম নিয়োগদানের মাধ্যমে বোর্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ;

১০) বৃহত্তর জেলা শহরে প্রবাসী কল্যাণ হাসপাতাল ও Diagnostic Center স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

১১) প্রবাসী কর্মীদের স্বয়ং সম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরী;

১২) সরকারী সহায়তায় প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা;

১৩) প্রবাসী কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের জন্য বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টিকরণ;

১৪) প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর লাশ পরিবহনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা;

১৫) প্রবাসী কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২৪/৭ কলসেন্টার স্থাপন;

১৬) প্রবাসী কর্মীদের সুবিধার্থে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে হাজী ক্যাম্পের আদলে "প্রবাসী কল্যাণ হোস্টেল" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৭) দেশের প্রতিটি জেলা সদরে, সম্ভব হলে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা" স্থাপনের মাধ্যমে One Stop Service প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮) প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড এর তহবিলে প্রতি বছর সরকার থেকে থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

১৯) বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে লেবার এ্যাটাশেগণের অধীনে পূর্ণাঙ্গ 'প্রবাসী কল্যাণ সেল' গঠন করা যেতে পারে।

মান সম্মত, নিরাপদ ও লাভজনক অভিবাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের পাশাপাশি বিদেশ ফেরত কর্মীদের Social Re-integration প্রক্রিয়ায় তাদের কর্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'প্রবাসী আউট সোর্সিং কোম্পানী (Outsourcing Company) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদানের দ্বারা সমগ্র কর্মী অভিবাসন প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করার ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশের উপন্যাসে জনপ্রশাসন: একটি সার সংক্ষেপ

ড. মোঃ জিয়াউদ্দিন
উপ-সচিব
(সাবেক পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রশাসনের বলয়ে বন্দী জনগণকে নিয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিলো প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস থেকে। জনপ্রশাসনের সঙ্গে জনগণের মিথস্ক্রিয়ার বেগ এই নক্শার মাধ্যমে পরিস্ফূট হলেও রবীন্দ্রনাথের গোরায় সাংঘর্ষিক রূপের সৃষ্টি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন পর্যন্ত এই বেগ সম্মুখে পরিচালিত হয়ে শরৎচন্দ্রের সময় থেকে গ্রামীণ জীবনমুখী হয়ে পড়ে। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ তাঁদের রচনায় সর্ব-ভারতীয় জীবনবেদের অনুসন্ধানে থেকে যান। তারাশঙ্কর গ্রামীন জীবনে ভূমি ও পুলিশ প্রশাসনের নিবর্তনমূলক কর্মকান্ডের চিত্র এঁকেছেন। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রশাসনের মতো কৃত্রিম অথচ অনিবার্য প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ ও চিরন্তন ভারতবর্ষীয় জীবনধারার ব্যতিক্রম বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে সকল মানুষের জীবন রূপায়িত করেছেন তারা নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে সংগ্রামশীল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের চেতনা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করলে জনগণ এবং প্রশাসন বিপরীত মেরুতে চিত্রিত হয় বিভাগপূর্বকালের উপন্যাসগুলোতে।

উনিশ শ' সাতচলিশে দেশবিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানী উপনিবেশে প্রবেশ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের যা বৈশিষ্ট্য: নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, পাকিস্তান পর্বেও তাই পরিলক্ষিত হয়, প্রশাসনকে শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জনগণ যেহেতু পাকিস্তানী উপনিবেশের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে চেয়েছে সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের রচনায় জনগণকে অনুসরণ করে চলতে হয়েছে। তাই ব্রিটিশ আমলের মতোই বিভাগোত্তর বাংলাদেশে প্রশাসন ব্যবহৃত হয়েছে জনগণের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। পাকিস্তান পর্বে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের রচনায় কাহিনীর সময় পরিমন্ডলের প্রেক্ষাপট প্রধানত চলিশ দশকের গ্রামবাংলা। অগণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং সামরিক শাসনের কারণে জনপ্রশাসন অগণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসকের প্রেতচ্ছায়ায় পরিণত হলে জনজীবনে যে নিবর্তনক্রিয়ার সূচনা ঘটে তাতে ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সমকালীন সমাজ-সত্যকে সরাসরি প্রকাশ করা মুশকিল হয়ে পড়েছিলো। ফলে ঔপন্যাসিকদের অনেকেই ইতিহাস, পুরাণ অথবা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে স্বৈরাচার ও জনবিরোধী প্রশাসনের চিত্র রূপায়িত করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক শাসকের নিষেধাজ্ঞার তর্জনি যখনই দৃশ্যমান হয়েছে তখনো ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণের সাহায্যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

গণতান্ত্রিক সরকারের অগণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং উপর্যুপরি সামরিক শাসনের অভিঘাত হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা। ফলে সামরিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে জনগণের সঙ্গে জনপ্রশাসনও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত নয়। এছাড়া সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষায় প্রশাসনে এসকল হস্তক্ষেপের কারণ হয়ে দেখা দেয়। রাজনৈতিক, সামরিক হস্তক্ষেপের শিকার প্রশাসন জনসেবার পরিবর্তে পদগৌরব উপভোগ, পদোন্নতির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থেকেছে। আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত, মঞ্জু সরকারের তমস, হুমায়ুন আজাদের মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ, রাজনীতিবিদগণ, পাক সার জমিন সাদ বাদ, জুলফিকার মতিনের সাদা কুয়াশার পাখী, বাড়ীর নাম পান্থশালা, আনিসুল হকের আয়েশামঙ্গল, ফাল্গুনের রাতের আঁধারে উপন্যাসে রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের অভিঘাতের চিত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

জনপ্রশাসনে কর্মরত বা কর্মকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে একাধিক জনপ্রশাসক উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রশাসনযন্ত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, আত্মঘরানা বোধ থেকে তাঁরা জনপ্রশাসনের অন্দরমহলের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন। প্রশাসনিক সংস্কৃতিকে উপন্যাসের গভীতে চিত্রায়িত করে সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন। শাসনকারী ও সেবাদানকারী –দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা গেলেও শাসন প্রয়োগকারী প্রশাসনের কর্মের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনার পরিমাণই অধিক। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জনপ্রশাসকদের রচনার সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রশাসনের উপর তলার কর্মপ্রক্রিয়া থেকে মাঠপর্যায়ে জনপ্রশাসকদের কর্মকান্ড ও তাদের মনোবৃত্তি তুলে ধরে জনপ্রশাসনকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে জনপ্রশাসক ঔপন্যাসিকগণ প্রশাসনের ময়নাতদন্ত করেছেন।

আলোচিত উপন্যাসগুলোতে প্রায় সর্বত্রই জনপ্রশাসনকে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অনাচারের শিকার হতে দেখেছি। রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপে প্রশাসন রাষ্ট্রীয় অনাচারের লিপ্ত হয়। বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে লাভবান করার জন্য বা অগণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে প্রশাসনকে জনগণের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় অনাচারের সহযোগী হয়ে প্রশাসনকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রশাসনের জবাবদিহিতা যখন কমে আসে তখন জনপ্রশাসনে সামাজিক অনাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, প্রভুত্বসুলভ মনোভঙ্গি, হয়রানি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করে যে সরকার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে, জনগণের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সে সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করে। ফলে সরকারের সঙ্গে জনপ্রশাসনও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসন তার উৎপত্তিগতভাবেই জনবিচ্ছিন্ন চরিত্র লাভ করলেও উন্নত দেশগুলোর মতো জনগণের সঙ্গে দূরত্ব মোচনের দৃষ্টান্ড় বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে কম। এর পেছনে রয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। জনগণের সঙ্গে জনপ্রশাসনের দূরত্ব যখন অনতিক্রম্য হয়ে পড়ে তখন জনগণ নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। হরিপদ দত্তের ঈশানে অগ্নিদাহ, অন্ধকূপে জন্মোৎসব, অজগর, সেলিনা হোসেনের কাঁটাতারে প্রজাপতি, আবুবকর সিদ্দিকের জলরাক্ষস, বারুদপোড়া প্রহর, হুমায়ুন আজাদের ১০,০০০, এবং আরো ১টি ধর্ষণ উপন্যাসে জনগণকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে দেখি।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণ প্রতীকসমূহের মধ্যে একটি জাতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো নিবদ্ধ থাকে। প্রশাসনের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের উপাদানগুলোও আমরা ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণ ও প্রতীকের মধ্যে লাভ করি। প্রাচীন বাংলার সামন্ড়প্রধান সমাজব্যবস্থায় প্রাচ্যের সমরপ্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার সমন্বয় ঘটে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউরোপীয় শাসকদের ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থা। শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসি, রাজা উপাখ্যান, সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত, পুরুষ মেধ, সেলিনা হোসেনের নীল ময়ূরের যৌবন, কালকেতু ও ফুলরা, শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন, হরিপদ দত্তেরস্বর্গের প্রেতাত্মা উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যীয় রাষ্ট্র ও প্রশাসনের জীবনবেদ চিত্রিত হয়েছে। এবং এতে যুক্ত হয়েছে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জনবিচ্ছিন্নতা ও শাসকদের স্বৈরাচারী মনস্তত্ত্ব।

শাসক ও শাসিতের শ্রেণী বিভাজনের সঙ্গেই প্রশাসনযন্ত্রের উদ্ভব। জনপ্রশাসন শাসিতগোষ্ঠীর সেবার লক্ষ্যে কাজ করলেও মূলত শাসকগোষ্ঠীর একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষমতার দিক থেকে যারা দূর্বল তাদের ওপর শাসন প্রয়োগে প্রশাসন যতটা তৎপর সেবা প্রদানে তার বিপরীত। ঔপন্যাসিকেরা সমাজের ক্ষমতাহীনদের দৃষ্টিতে প্রশাসনকে তুলে ধরে জনপ্রশাসনের জনবিরোধী রূপ চিত্রিত করে দেখিয়েছেন। নতুন আইন ও প্রশাসনব্যবস্থাও জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা, সুবোধ লাহিড়ীর ভস্তার বিল, হুমায়ুন আহমদের ফেরা উপন্যাসে নতুন আইন ও প্রশাসনের দ্বারা দরিদ্র পেশাজীবীদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হতে দেখি।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় জনপ্রশাসন একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সমাজ গ্রামভিত্তিক এবং প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সভ্যতার বিবিধ প্রাযুক্তিক উন্নয়ন, পুঁজির বিকাশ মানব জীবন-রহস্যের বিভিন্ন মতাদর্শগত বিশেষণ বিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রভাব রাখলেও গ্রামীণ জনগণ নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে চায়। তাই তারা প্রশাসনের প্রভাব বলয় থেকে দূরে থাকতে চায়। শিক্ষিত ব্যক্তি ও জনপ্রশাসকদের 'অপর' মনে করে তাদের স্পর্শ থেকে জীবনধারা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কেননা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই গ্রামীণ জীবনে প্রশাসনের উপস্থিতি দরিদ্র কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হয়নি।

বাংলাদেশের উপন্যাসে জনপ্রশাসনের সকল বিভাগের উপস্থিতি নেই। নেই সমরেশ মজুমদারের সাতকাহন উপন্যাসের মতো প্রশাসনের উপর মহল থেকে মাঠ পর্যায়ের প্রত্যন্ত কর্মকর্তার জনপ্রশাসক জীবনের শিল্পিত আলেখ্য। হুমায়ুন আজাদের মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ, শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা, মির্জা আবদুল হাইয়ের যমনিস সংবাদ উপন্যাসে কেবল প্রশাসনের উচ্চ স্তরের পরিচয় লাভ করি। কিন্তু এ পরিচয়ও খন্ডিত। অপর দিকে মাঠ প্রশাসনের নিম্নস্তরের জনপ্রশাসকদের চরিত্র সামষ্টিক চরিত্রের প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। কোনো জনপ্রশাসক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায় না।

ক্রমাগত নগরায়ণ জনজীবনে জনপ্রশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা, রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ একটি অস্থির-অসহিষ্ণু পরিবেশের সৃষ্টি করেছে ফলে জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষিত কাল প্রবাহ অতিক্রম করতে পারছে না জনপ্রশাসন। তাই জনপ্রশাসনের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সেবা লাভের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য।

Keeping our migrants safe

International Organization for Migration, Dhaka

The unfortunate trend of young overseas labour migrants returning home deceased, continues unabated in Bangladesh. According to the Wage Earners' Welfare Board of the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment (WEWB) as many as 6 or 7 bodies arrive at the airport every day, mostly from Middle Eastern countries. This trend has been observed for quite a long time.

The story first made headlines in 2009 when two of the leading English newspapers in the country carried stories about the irregular nature of migrants' deaths, with one of them citing, "around 44 percent of Bangladeshi migrant deaths between January 1 and May 9th of this year (2009) were due to cardiac arrests". The report was titled 'Bodies of 904 Workers Arrived in 5 Months', which is an alarmingly number when one considers the international uproar that was caused by reports of Nepali migrant deaths in Qatar in 2014, which at its height saw one death every two days, a figure much lower than this. Not surprisingly, the causes of death in the case of the Nepali workers was also the generic 'cardiac arrest.'

According to an IOM report also from 2009, the rise in deaths may have partly been due to the global economic recession, since employers may have decreased their spending on labour migrant welfare, such as accommodation standards, quality of food and availability of medical services, to cut costs. However, the fact that the trend continues means that the problems is much more systemic. The IOM study also found that while, at the time (2007 -2008), Saudi Arabia was in third position in terms of the number of Bangladeshi labour migrants it received, it was ranked number one in terms of reported death cases for that year, suggesting there are questions to be asked about the living and working conditions of labour migrants in Saudi Arabia.

Even today, some seven or eight years later, many of the conditions remain the same. According the WEWB, most of the bodies are of young males between the ages of 30-40 and the causes of death are cardiac arrest or accidents, with no specifications about the type of accident. When asked what they thought could be done to prevent this, the Boards recommendations included bilateral or international pressure on the employer or the host government to ensure a good working environment, accommodation and health facilities for the workers. It was suggested that the migrants should be given enough skill & language training, and a pre-departure orientation about what to expect in terms of environmental factors.

The IOM's recommendations include:

Access for migrants to medical care in case of accidents and serious diseases- provision of health insurance- is one of most critical issues in migrant protection. Bangladesh should exert pressure on receiving countries independently or better yet, group together with other labour sending countries in Asia as an organized group to ensure access to healthcare for workers including mandatory health insurance for migrants by employers through legislation, stricter enforcement and other possible measures.

Strengthening pre-departure training – the pre-departure orientation should include education on possible **health threats or accidents** that could lead to death.

Strengthening support through Bangladeshi missions - Missions could be equipped and prepared to supply direct intervention to help migrant workers in distress or suspected to be living or working under

poor conditions. Direct intervention could mean emergency health care assistance, emergency psychological care, and emergency housing assistance and of course free legal advice/counsel. Missions could also set up an 'Emergency Assistance Fund' in order to provide quick financial relief and free legal aid to workers in extreme cases of work place or heath related danger in order to support them while they either look for another job or recover from a medical condition suffered in the workplace.

Working with the governments of host countries to promote migrant protection policies and initiatives. Minimum living and working standards should be devised by both the home and destination countries working together. An agreement should be reached on how standards will be upheld (inspection, reports, etc) and how costs will be borne should be created so that both parties share in the investment of worker protection.

Exploring bilateral and multilateral labour agreements to address concerns about migrant protection as well as for development of orderly and legal migration system as opposed to irregular migration.

The Wage Earners' Welfare Board provides some degree of support to the families of the bereaved. At the airport, the family members receive BDT 35,000/- for burial and afterward the government gives compensation to the regular migrant's families. While this is commendable, it will prove to be insufficient and ultimately expensive, not to mention inhumane, if workers continue to die is such large numbers simply for going overseas in search of work.

Life Insurance and Health Insurance for Bangladeshi Migrant Workers

Nisha
Chief Techncial Advisor
Decent work and Labour Migration, ILO

The Wage Earners' Welfare Fund, made of the contributions of migrant workers, investment and interest income on these funds, and income from other sources is managed by the Wage Earners' Welfare Board. The WEWB's main purpose is to ensure the welfare of migrant workers by financing various activities through the fund. The funs started in 1990 as an office under the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) and has remained so until this year when it began to move out of BMET and directly under the jurisdiction of the MEWOE.

A membership-driven welfare fund like WEWF can benefit migrants in a number of ways. First, it allows the government to raise sufficient revenue to finance inherently expensive needs of migrants in destination countries. Without private funding from overseas workers, cash-strapped governments like Bangladesh would be hard pressed to allocate sufficient resources from the national budget. Second, a welfare fund also enables a government to provide critical on-site services, especially repatriation, in emergency situations. Finally, a welfare fund, if managed effectively, has the potential to financially support activities that can leverage migrant resources for development, such as business entrepreneurship and career development among returning migrants.

The fund by itself may be managed well to be adequate for welfare of the workers and their families, particularly, those in distressed situations. However, it is not adequate, nor as a fund can be managed in manner that would provide contribution based insurance to the workers and potentially their families too. This is because the fund collection and management, including risk management modalities and functions vary. It is with this in mind and realizing also the scope of life and health insurance that the Wage Earners' Welfare Board, under the auspices of the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MEWOE).

The above-mentioned analysis and dialogues concerning the fund and the workers life and health insurance has been undertaken the ILO executedprogrammefor "Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh"which received financial assistance from the Swiss Agency for Development Cooperation (SDC).The programme has been providing support to the MEWOE the BMET, the Wage Earners' Welfare Board, and other institutions to improve policy frameworks, operational efficiency and effectiveness and social protection of the workers in a phased manner. The ongoing phase-1, specific thrust has been on assisting the government in the application of labour standards to the migrant workers through a range of actions including governance reform, pilots and collaboration. The programme also works with the other two constituents – workers organizations and employers and several other stakeholders. With the trade unions, the phase I has supported them examine the nature and avenues for social dialogue and workers' organizing in Bangladesh and at the South Asia level. Alongside, the phase-1 has engaged with the association of the recruitment agents in Bangladesh through law and policy negotiation processes and independently about their role in ensuring job-seekers and workers' rights, self-regulation and industry stewardship, and building constructive relationship with the government. The phase-I is also working with the employers to explore that stakes that employers may have in labour migration from South Asia, both in terms of positive and negative factors and role they could play in professional reintegration of the

returning workers. There is significant emphasis on improving social protection indicators across the normative work as well as to identify in practical ways, which actions the government may take that would have positive results for workers.

In the course of implementation of the Phase-1, ILO conducted a System-wide review of the BMET and of the Wage Earners' Welfare Fund in 2013-14. ILO also conducted 12 different research on priority topics concerning labour migration to inform policy and planning. It produced needed training and training manual to support the government, workers and employers' organizations, recruitment agents and civil society organizations ensuring that they are part of knowledge production. The work on code of conduct for the recruitment agents and development of the classification system to categorize them based on their conduct and performance brought a range of ministries, NGOs, trade unions, Bangladeshi Employers Organizations, research organizations, community based organizations and women's rights organizations. One of the recommendations from all these initiatives has been to develop low-cost life and health insurance for Bangladeshi workers migrating overseas for employment, which could be used by them while they are abroad. ILO, therefore, is seeking a national partner organization who could organize a seminar on the issue and bring together relevant stakeholders on the issue.

The MEWOE and the WEWB's request to support this work has been gladly accepted by the ILO as its mandate to support and promote social security of workers. ILO, under the project Phase-1, brought up the issue of contribution based life and health insurance for both experts and non-experts to bring them closer in their views on its relevance to a short-term migrant worker's life. Through this debate, the ILO and its constituents have been maintaining clear connection of the issue to social protection of less-skilled and low income workers. This process brought to attention the issue of women workers, especially, those who are migrating for domestic and care work in countries which do not offer insurance.

While there is no dispute about the need for insurance for the less-skilled and low income Bangladeshi migrant workers, and also for protecting assets and improving resilience of their households, as of now there are no known products offering such support to this group. Two efforts were made in the past but one was not continued and the second one couldn't continue to reach out to the workers.

The migrant workers who do not necessarily have positive outcomes from labour migration, suffer most in absence of insurance. A sad return from abroad, whether due to termination of the employment contract for no fault of the worker, occupational disease, general ill health, and sometime, death brings further shocks to the household. Many, already indebted, lose whatever little resources they may have had. Therefore, ILO felt that it is important that the issue is debated by both those who offer insurance, those who regulate as well as those are supposed to use insurance. Without this process, benefits, access, understanding and uptake of insurance will continue to be affected by an absence of products for less-skilled and low-income.

With the above in view the ILO supported the WEWB develop a proposal that would identify concretejustificationsfor investing in protecting life and health of the Bangladeshi migrant workers who migrate for short-term employment and prospective outcomes of such investment in economic and social well-being of Bangladesh. A comprehensive proposal is essential for convincing relevant the authorities concerned to set up a public sector insurance organization to offer two distinct insurance products – life and health.

Prior to supporting the work on proposal preparation, the ILO assisted in an actuarial valuation of a life insurance product and a health insurance product. This undertaking was in collaboration with a private sector entity.

This work responds to questions, which are generally raised in context of feasibility. It looks at economic, demographic, governance context, legal provisions provides possible product options, etc. The report presents findings based on sensitivity tests and recommends the legal provision required.

The proposal used this report to establish a business case for the products needed by the workers and their families. It also advises on phases for developing the products, in case the number of products identified are more than life and health related or workers families are also to be included.

The proposal goes deeper into the capital and solvency issues and other technicalities such as net written premium, etc.

The proposal advocates for fitness and properness of the proposed directors and controllers of the proposed public sector insurance organization ensuring workers' representation. There is emphasis on public disclosure policy as per the government of Bangladesh regulations, including concerning actuarial justification of premium rates, authorizations, etc.

In the phase-2 of the project, as per its commitment, the ILO plans to continue assisting the MEWOE and WEWB to put the report and proposal to use. The MEWOE and WEWB move in this direction, they are advised to keep the channels of communication with the worker and employers' organizations, civil society organizations, recruitment agents, the insurance regulatory bodies and other government bodies open. Any public initiative of this nature needs to receive a substantial part of their support from governmental resources and should have sound support of the public and political functionaries.

The efforts to garner public support would be essential for lending credibility to the proposed public sector insurance organization. It will ensure that the initiative is backed up by the recommendationsof the stakeholders about the issue that needs to be addressed. The efforts would have more probability of materializing if the critical mass which is so firmly recommending it continues to take part in deliberations and decision-making.

প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠন ও এর প্রয়োজনীয়তা

মোঃ মনজুর রহমান
সাবেক পরিচালক (কল্যাণ)
বিএমইটি

১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম বেকার যুব শক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৬ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো' (BMET) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীর জন্য শ্রম বাজার অন্বেষণ প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারিভাবে জনশক্তি ব্যুরোর মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ শুরু হয় । এ সময় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ইলেকট্রিশিয়ান মেশন, কার্পেন্টার ইত্যাদি দক্ষ-আধা দক্ষ কর্মী চাকুরী নিয়ে বিদেশ গমন করতে থাকে।

প্রবাসে কর্মরত কর্মীরা নিয়োগকর্তা কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন, সময়মত বেতন-ভাতা না পাওয়া, চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে কম বেতন-ভাতা প্রদান, নিম্নমানের বাসস্থান ও চিকিৎসা সেবা না পাওয়া, দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণসহ কর্মস্থলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। কিন্তু তাদের এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ খরচে বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা থাকায় প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের সমস্যা দেখায় দেয়। ফলে ওয়েজ আর্নার্স তহবিল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দারুন ভাবে অনুভূত হয়। উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করে। প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি এবং দেশে তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন 'ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল' গঠন করা হয়। যা আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে সমূহ ঃ

ক) হোস্টেল কাম ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন;

খ) বিদেশগামী কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন ও ব্রিফিং প্রদান;

গ) বিমানবন্দরে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন;

ঘ) প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) পঙ্গু/অসুস্থ এবং আটকেপড়া বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা;

চ) দূতাবাসের মাধ্যমে কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান;

ছ) বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দূতাবাসে বিনোদন ক্লাব ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;

জ) তহবিল সংগ্রহ;

উল্লেখযোগ্য সেবা সমূহ

তহবিলের কার্যক্রম শুরুর পর প্রবাসে কর্মরত কর্মীর লাশ দেশে ফেরত আনয়ন, লাশ দাফনের জন্য নগদ ২০ হাজার টাকা প্রদান, নিয়োগকর্তার হতে ক্ষতিপূরণ আদায় ও তার ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথ ভাবে বিতরণ, বিদেশগামী কর্মীদের নিয়োগকারী দেশের আইন, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, নিয়োগকর্তার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রাক বহির্গমন ব্রিফ্রিং প্রদান, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম এর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন এবং এর মাধ্যমে বিদেশগামী এবং বিদেশ ফেরত কর্মীদের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হতো। যা বর্তমানে বিস্তৃর্ত পরিসরে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া দেশে বসবাসকারী প্রবাসী কর্মীদের সন্তান ও তাদের পোষ্যদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল হতে স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে প্রায় ২ শত ৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ প্রবাসে কর্মরত কর্মীর সন্তানদের জন্য বাহারাইন, আবুধাবী, লিবিয়া, ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা, কাতার ইত্যাদি দেশে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহিবলের অর্থায়নে স্কুল ও কলেজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে প্রত্যাগত কর্মীদের সহায়তা ঃ

ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সময় প্রায় ৯০,০০০ বাংলাদেশি কর্মীকে IOM এর তত্বাবধানে ও অর্থায়নে দেশে ফেরত আনা হয়।। বিমানবন্দরের কল্যাণ ডেস্কের সহায়তায় এ সমস্ত কর্মীদের গ্রহণ বাড়ী পৌছার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে IOM কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপরণের অর্থ ফেরত আসা এবং ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের মধ্যে দক্ষতার সাথে বিতরণ করা হয়।

লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কর্মীদের দেশে ফেরত আণয়ন ঃ

লিবিয়ায় রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সে দেশে আটক কর্মীদের আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) এর অর্থায়নে ৩৬,৬৫৮ জন ফেরত আসা কর্মীকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহায়তায় দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের Emergency Repatriation & Livelihood Restoration for Migrant Workers প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০/- টাকা করে অনুদান দেয়া হয়। এছাড়া কল্যাণ তহবিল হতে মৃত কর্মীর প্রতি পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

One Stop Service প্রদান ঃ

বিদেশগামী কর্মীদের যাবতীয় সেবা (One Stop Service) একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবন হতে প্রবাসী কর্মীদের সকল প্রকার সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসী কর্মীর কল্যাণে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ

- যে সমস্ত জেলার বেশী সংখ্যক কর্মী প্রবাসে সমরত হয়েছে সে সব জেলায় কর্মীদের বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ‘‘ওয়েজ আর্নার্স হাউজিং প্রকল্প” গ্রহণ করে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা ।
- জেলা, উপজেলায় হাসপাতাল, ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা।
- প্রত্যাগত কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা।

আমি আশা করি প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

রজত জয়ন্তীর সোনালী আভায় আলোকিত আমাদের প্রিয় ‘কল্যাণ বোর্ডের’ অনন্তপ্রবাহ পথ চলা

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার
উপ-পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

‘কল্যাণ’ মানবতার সেবায় ও কল্যাণে নিবেদিত একটি নাম, যার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কল্যাণ বোর্ড, দাপ্তরিকভাবে ‘ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড’ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত প্রবাসীর সার্বিক কল্যাণে যার পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৫ নভেম্বর ১৯৯০ হতে। কল্যাণ ও সেবার মহান ব্রত নিয়ে ১৫ নভেম্বর ১৯৯০ এ কল্যাণ বোর্ড সৃষ্টির শুরু থেকে ২০১৫ এ ২৫ বছরে পদার্পন করে আজ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড শ্বেতশুভ্র সৌন্দর্য মন্ডিত আলোকোজ্জ্বল শুভ ‘রজত জয়ন্তীর’ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ক্রমান্বয়ে কল্যাণ বোর্ড সোনালী আভায় উদ্ভাসিত হয়ে তার উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে ২৫ বছর পূর্তির এ শুভ রজত জয়ন্তীর দোর গোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। রজত জয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতি অত্যন্ত আন্তরিক ও আনন্দের সাথে তা উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কল্যাণ বোর্ডের সদাশয় কর্তৃপক্ষ রজতজয়ন্তী উদযাপনের জন্য অনুমতি প্রদানসহ এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। অসহায় ও অভিভাবকহীন মানুষদের সরাসরি কল্যাণ সাধন করা একটি মহৎকাজ। এ কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থাকতে পেরে আমরা মহান ও দয়ালু আল্লাহপাক সুবহানতা’লার প্রতি লাখ কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

তবে কল্যাণ বোর্ড গঠনের একটু গোড়ার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তার সৃষ্টির পথ চলা শুরুর পটভূমি জানার জন্য। সরকার কর্তৃক বহির্গমন অধ্যাদেশ- ১৯৮২ জারী হওয়ার পর ১৯৮৯ এ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি তহবিল ও বোর্ড গঠনের ব্যাপারে জনশক্তি ব্যুরোর তৎকালীন উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মন্‌জুর রহমান চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। বহির্গমন অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ধারা-৬ এ নাগরিকদের অভিবাসন উন্নতি সাধন , দেশে এবং বিদেশে অভিবাসীদের স্বার্থ ও কল্যাণ তদারকি এবং ধারা-১৯ এ প্রবাসীদের নিরাপত্তা কল্যাণ ও হেফাজতের বিষয় উল্লেখ থাকার প্রেক্ষাপটে উক্ত অধ্যাদেশের ১৯-(১) মোতাবেক দেশে বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ, অভিবাসী কর্মীদের দেখাশুনা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল অতঃপর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে জনাব মোঃ মন্‌জুর রহমানের ভাবনার বিষয়টি পর্যায়ক্রমে বিএমইটির সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। তাঁকে এ বোর্ডের রূপকার হিসেবেও গণ্য করা যায়। অবশেষে তাঁর গতিশীল কর্মকান্ডে ব্যুরোর তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম.আর চৌধুরী ও পরিচালক মেজর বদরউদ্দিন আহমেদ (অবঃ) একাগ্রতা প্রকাশ করে দাপ্তরিকভাবে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, নিরাপত্তা বিধান ও কল্যানার্থে একটি কল্যাণ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে বিএমইটি হতে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়।

তৎকালীন মাননীয় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫/০৩/১৯৯০ হতে ০৭/০৩/১৯৯০ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপি বাহরাইনে অনুষ্ঠিত “মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ও শ্রম এ্যাটাচীদের সম্মেলন” এ প্রবাসীদের কল্যাণের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রবাসীদের কল্যাণে একটি তহবিল গঠনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

সম্পর্কে সকলে একমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে এ ধরণের বোর্ড গঠন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় আর্থিক দিক জড়িত থাকায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন ও তৎসংক্রন্ত বিধিমালা প্রণয়নকল্পে খসড়া বিধিমালা সম্পর্কে ২৫/১০/১৯৯০ তারিখে অনাপত্তি চাওয়া হয়। অর্থ বিভাগ ০৬/১১/১৯৯০ তারিখে এ সম্পর্কে অনাপত্তি প্রদান করে। অবশেষে সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বিগত ২৩/০৪/১৯৯০ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব কাজী শামছুল আলমের স্বাক্ষরে একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সার-সংক্ষেপে একই দিন ও তারিখে তৎকালীন মাননীয় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী জনাব সিরাজুল হোসেন ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে উক্ত তহবিল গঠনের বিষয়, তহবিল গঠন, তহবিলের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং পরিচালনা বোর্ড গঠন ও বোর্ড কে আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে ২৬/০৪/১৯৯০ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক ১৫/১১/১৯৯০ তারিখের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের দেশে ও বিদেশে প্রবাসীদের কল্যাণার্থে 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল' অতঃপর 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যণ বোর্ড' গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা'র প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম-সচিব (জনশক্তি) জনাব মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ এ প্রজ্ঞাপন জারীর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে তাঁর স্বাক্ষরেই উক্ত বিধিমালা জারী হয়, যা বাংলাদেশ গেজেটের ১ম খন্ডে ২৩ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। তিনি ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ এ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। তিনি সব সময় কল্যাণ বোর্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং পরম করুনাময় আল্লার কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাতের প্রার্থনা করছি।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠন ও তদসংক্রান্ত বিধিমালা ১৫/১১/১৯৯০ এ জারীর তারিখ হইতে চালু হয়েছে মর্মে এ প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। এভাবেই এ বিধিমালা জারীর সাথে সাথেই বিএমইটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হিসেবে কল্যাণ শাখার সৃষ্টি হয়, যা সাধারণত 'কল্যাণ' নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে এ কল্যাণই আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। নানাবিধ কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের ডাল-পালা বিস্তার করে তা আজ এক বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। বিএমইটি যেমন একদিকে বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা ও তাদের বৈদেশিক চাকুরীতে গমনের সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে- তেমনি অপরদিকে কল্যাণ বোর্ড বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন সর্তকতা মূলক ব্রিফিং প্রদান, বিএমইটির স্মার্টকার্ড প্রদানে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান এবং জীবিত ও মৃত প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ ও সেবা প্রদান করে দুটি সংস্থায় এক অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। সেভাবে বিএমইটি ও কল্যাণ বোর্ডের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও সৌহার্দপূর্ণ যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। দুটি সংস্থা প্রবাসী কর্মী প্রেরণ ও প্রবাসী কল্যাণে একে অপরের সাথে আন্তরিক সেতু বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। মন্ত্রী মহোদয় ও মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএমইটি, কল্যাণ বোর্ড ও অধীনস্থ সংস্থা সমূহ নিবিড় ও সৌহার্দপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যমে সবাইকে আন্তরিকভাবে একত্রে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ ডিসেম্বর ২০০১ এর প্রজ্ঞাপন মোতাবেক সরকার কর্তৃক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সৃজন করা হলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল অতঃপর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিকসহ যাবতীয় কার্যক্রম ও দায়িত্ব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে ন্যস্ত করা হয়।

পরবর্তীতে প্রবাসী কর্মীদের সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আরো ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে এস.আর. ও নং ৩৭২-আইন/২০০২ এর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্টপতির আদেশক্রমে ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন মন্ডল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২' জারী করা হয়। তিনি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে তা অনুমোদনসহ আইন মন্ত্রণালয়ের

ভেটিং গ্রহণ ও এস আর ও এর মাধ্যমে এ প্রজ্ঞাপন জারীতে আন্তরিকতার সহিত নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁর এ মহতী উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার জন্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইলো। বিএমইটিতে এ বিধিমালা-২০০২ এর খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুতকালে কল্যাণ বোর্ডের অধীনে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বোর্ড কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন ভাতা নির্ধারনের বিষয়টি উল্লেখ না থাকার ব্যাপারে বোর্ডের বর্তমান উপ-সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ খুরশিদ আলম আমাকে অবহিত করলে তাৎক্ষণিকভাবে লেখক কর্তৃক এ বিষয়টি বিধিমালায় অর্ন্তভূক্ত করার জন্য বিএমইটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান) জনাব মাহবুবুর রহমানকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলে তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে উক্ত বিধিমালার খসড়া প্রস্তাবে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা ব্যবস্থা করেণ। এভাবেই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এ সর্বপ্রথম বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বোর্ড কর্তৃক কর্মকর্তা নিয়োগ ও বেতন-ভাতা নির্ধারণের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এজন্য ব্যুরোর তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মাহবুবুর রহমানের প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বিএমইটির পরিচালক (কল্যাণ) ও কল্যাণ বোর্ডের সদস্য-সচিব আলহাজ্ব সফিকুর রহমান চৌধুরী উক্ত বিধিমালা-২০০২ এর খসড়া প্রণয়নসহ তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রজ্ঞাপন জারীর কাজে নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁর প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। অতঃপর প্রয়োজনীয়তার আলোকে ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন মন্ডল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে এ বিধিমালা ১০ এপ্রিল ২০০৩ সনে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. জাফর আহমেদ খান স্বাক্ষরিত হয়ে ০২ জুন ২০১০ এ বিধিমালা পুনরায় সংশোধন করা হয়। উক্ত বিধিমালা ২০০২ এর- (৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২৪/০১/২০০৪ তারিখে সর্বপ্রথম ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা, ২০০৪ জারী করে। অতঃপর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিধিমালা-২০০২ এর বিধি-৬ (জ) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষে চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. জাফর আহমেদ খান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৪ ২২ এপ্রিল ২০১০ তারিখে সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২৭ অক্টোবর ২০১৩ সনে জারীকৃত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে বহির্গমন অধ্যাদেশ-১৯৮২ রহিত করা হলেও এ আইনের অধীনে ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন কে হেফাজত করা হয়েছে। বিধিমালা-২০০২ হতে শুরু করে পরবর্তীতে সংশোধিত বিধিমালা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চাকুরী প্রবিধানমালা আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং শাখা হতে প্রজ্ঞাপন জারীর সকল পর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং শাখার তৎকালীন যুগ্ম সচিব ও বর্তমান সচিব জনাব মোঃ শহিদুল হক অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ড্রাফটিং শাখার বর্তমান যুগ্ম-সচিব বেগম সালমা বিনতে কাদির এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করেন। তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক কল্যাণ বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য-

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখের স্মারক পত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে মন্ত্রণালয় স্থানান্তরের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে চালু-

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এর নির্দেশনায় কল্যাণ বোর্ডের ২১১, ২২০, ২২৫, ২৩৬ ও ২৪০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় অত্র মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের লেভেল-৮ গত ২৯/০৯/২০১১ তারিখে, লেভেল-৬ ০১/১০/২০১২ তারিখে এবং লেভেল-৭ ১০/০৮/২০১৪ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করা হয়। এভাবে বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ভবন কে সত্যিকারভাবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে চালু করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতোপূর্বে প্রবাসীদের বিদেশ গমনাগমন কার্যক্রম ও সার্বিক কল্যাণ এবং সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে একই ভবন হতে

পরিচালনার জন্য ২১০ ও ২১১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের লেভেল-১ এ বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনরোলমেন্ট, ডাটাবেজের নাম রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্টকার্ড প্রদান, ২২০ ও ২৩৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে লেভেল-৩ এ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২২০ ও ২৩৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে লেভেল-৫ এ বোয়েসেল, ১৬৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে লেভেল-এম এ ঢাকা ডিইএমও এবং বোয়েসেল এর আওতায় কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা কেন্দ্র (সিবিটি), ২৩০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে লেভেল-৯, ১০ ও ১২ এ ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ডের সদর দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক লেভেল-১১ এ বিএমইটির বহির্গমন শাখা ও বিএমইটির কর্মসংস্থান শাখা স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও বোর্ডসভার সিদ্ধান্তক্রমে ভবনের কয়েকটি ফ্লোরে কিছু সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থার কার্যালয় হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিদেশগামী কর্মীদের বিএমইটিতে সম্পাদিত বিভিন্ন বিদেশ গমনাগমন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও কর্মীদের দূর্ভোগ লাঘবে লেভেল-২ এ বিএমইটির বহির্গমন শাখা স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৩০/১১/২০১৫ তারিখে লেভেল-২ এ বিএমইটির বহির্গমন শাখা স্থানান্তর পূর্বক দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি'র **দায়িত্ব গ্রহণ-**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন মাননীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, জনদরদী ও বীর প্রসবিনী চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান জনাব নুরুল ইসলাম বি এসসি কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তিনি মাননীয় মন্ত্রী হিসাবে ১৬/০৭/২০১৫ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অত্র মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর মাননীয় মন্ত্রী ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়কালে উল্লেখ করেন যে, প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মন্ত্রণালয়ের নামের মধ্যেই তা প্রতিভাত হয়। "প্রবাসী কল্যাণ" এর গুরু দায়িত্ব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পরিবার পরিজন আত্মীয়-স্বজন মাটি ও মানুষের মায়া ছেড়ে/ত্যাগ করে বিশ্বের ১৬০টি দেশে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি কামী কাজ করছেন। দেশে রয়েছে তাদের পরিবারের আনুমানিক ৩ কোটি সদস্য। এই ৪ কোটি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করণের পবিত্র/গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে যে কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন তাদের উপর ন্যস্ত। এ মহান পবিত্র দায়িত্ব সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা, সর্বোপরি দ্রুততার সাথে পালনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএমইটি, কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বিদেশস্থ শ্রম উইং সমূহের সাথে নিবিড় ও সৌহার্দপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যমে সবাইকে আন্তরিকভাবে একত্রে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং সে কাজে তিনিও একজন সক্রিয় অংশীদার মর্মে জানান। তিনি জরুরী ভিত্তিতে কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্গানোগ্রাম, সার্ভিস রুল ও কল্যাণ বোর্ডের জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেন। তিনি বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্ম পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদেশ গমনেচ্ছু একক কিংবা দলীয় নির্বিশেষে সকল কর্মীদের প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করা, মৃত প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ এর অর্থ দ্রুত মৃতের পরিবারকে পরিশোধ নিশ্চিত করা, সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি আয় বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং যাবতীয় তথ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপারেটর দিয়ে দ্রুত কল সেন্টার স্থাপন এর নির্দেশ প্রদান করেন। দূর দূরান্তের বিদেশগামী কর্মীদের ঢাকায় আসার কষ্ট/দূর্ভোগ লাগব ও দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহারের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান এবং স্মার্টকার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশক্রমে প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলা ডিইএমও হতে স্মার্টকার্ড প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তা অন্যান্য স্থানেও সম্প্রসারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিকেটিটিসিতে বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান শুরু হয়েছে।

প্রবাসীদের কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিটেন্স প্রেরণ) দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সাহায্য করছে।

বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় এ গতিশীলতা বৃদ্ধির পুরোভাগে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। মাননীয় মন্ত্রীর মত একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক, জন দরদী, শিল্প উদ্যোক্তা ও শিক্ষানুরাগী এ মহান ব্যক্তিকে অত্র মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অধিদপ্তর ও সংস্থা সমূহ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ সফলভাবে এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি সকলের আন্তরিক মোবারকবাদ ও বিনম্র শ্রদ্ধা।

পরিমার্জিত ও সংশোধিতভাবে নতুন অর্গানোগ্রাম এবং কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সার্ভিস রুল প্রণয়ন-

২০/০২/২০১২ তারিখে ২২৪তম বোর্ড সভায় কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় কল্যাণ বোর্ডকে একটি পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় পৃথক ব্যবস্থাপনায় আনার লক্ষ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তনসহ বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম, নিয়োগ ও চাকুরি প্রবিধানমালা যাচাই বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হজরত আলী, বেগম মাফরূহা সুলতানা (যুগ্ম-সচিব) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থন) বিএমইটি, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এনডিসি যুগ্ম-সচিব (কল্যাণ ও মিশন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব আঃহাঃমোঃ জিয়াউল হক, উপ-সচিব পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বিএমইটি, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপ-সচিব, পরিচালক (বর্হিগমন) বিএমইটি, জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী উপ-সচিব, পরিচালক (কল্যাণ) ও সদস্য-সচিব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ২৯/০৪/২০১৩ তারিখে এ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করে। ১৩/০৪/২০১৩ তারিখে ২৩২তম বোর্ড সভায় উক্ত কমিটি প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় ও ২৪/০৯/২০১৩ তারিখে ২৩৭তম বোর্ড সভায় তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। ২৫/০৯/২০০৯ তারিখের বিশেষ বোর্ড সভায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে উক্ত অর্গানোগ্রাম ও সার্ভিস রুল অধিকতর যাচাই বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মোঃ আজহারুল হক যুগ্ম-সচিব (কল্যাণ ও মিশন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আহবায়ক এবং ড. মোঃ মোজাফ্ফর আহমেদ উপ-সচিব (কল্যাণ ও মিশন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী উপ-সচিব ও মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সচিব পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) কল্যাণ বোর্ড, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান উপ-সচিব পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি, গবেষণা, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ) কল্যাণ বোর্ড ও নুরুন আক্তার উপ-সচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) কল্যাণ বোর্ড উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে আন্তরিকতার সহিত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে সর্বসম্মতভাবে ১৮/০৮/২০১৫ তারিখে কল্যাণ বোর্ডের অর্গানোগ্রাম ও চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করেন। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ও চাকুরী প্রবিধানমালা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে ২৫১ ও ২৮/১০/২০১৫ তারিখে ২৫২তম বোর্ড সভায় বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেন। এজন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরবর্তী কার্যার্থে ০৮/১২/২০১৫ তারিখে কল্যাণ বোর্ড হতে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্তমান মাননীয় মন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার এ বিষয়টি আন্তরিকতার সহিত ও নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করছেন এবং এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সচিব মহোদয়ের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অবশেষে বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী এ নতুন অর্গানোগ্রাম ও চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ সার্ভিস রুল ও প্রবিধানমালা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং শাখার ভেটিং ও এসআরও জারীর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সুদীর্ঘ ২৫ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করেছে, যা এখনো অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে। বর্তমান মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী (উপ-সচিব) বিএমইটিতে পরিচালক (কল্যাণ) হিসেবে যোগদানের পর কল্যাণ বোর্ডকে একটি আধুনিক বোর্ডরূপে প্রতিষ্ঠা, পৃথক

সাংগঠনিক পরিচিতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তৎকালীন সচিব ড. জাফর আহমেদ খাঁনের আন্তরিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তিনি কল্যাণ বোর্ডের কাজকে ডিজিটাইজেশন, অটোমেশন, আধুনিক কর্পোরেট আদলে ১৯ ও ২০ তলায় কল্যাণ বোর্ডের সদর দপ্তর সংস্কার করে স্থানান্তর, নতুন অর্গানোগ্রাম ও চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়ন, মৃত প্রবাসীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স বকেয়া বেতন ও আর্থিক অনুদানের নথি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি ও বিতরণসহ আরো নতুন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অসহায় প্রবাসীদের কল্যাণে তাঁর অন্তরে সৃষ্ট মনোবেদনা ও চিন্তা ভাবনায় কল্যাণ বোর্ডকে আলাদা মর্যাদায় বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার একজন সাহসী যোদ্ধা ও বীর পুরুষ। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী এ কর্মবীর প্রবাসীদের সাথে সাথে প্রবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতার সাথে কাজ করে গেছেন। তিনি সততা ও আন্তরিকতার সাথে এসব কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন, যা এখনো চিন্তা, কর্মে তাঁর নির্মোহ অন্তরে সর্বদা জাগরিত আছে। তাঁর এ অবদান কল্যাণ বোর্ডের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকলের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

ওয়েজ কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান (সভাপতি) ও সদস্য-সচিববৃন্দ কল্যাণ বোর্ডের শুরু হতে অদ্যাবধি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান (সভাপতি) ও সদস্য-সচিববৃন্দ ঃ

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১	০১/০৭/১৯৯২	ডাঃ শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	জনাব মেজর বদরউদ্দিন আহমেদ (অবঃ) পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
২	০৬/০৮/১৯৯২		
৩	৩০/০৯/১৯৯২	”	”
৪	২৯/১০/১৯৯২	”	”
৫	১৪/১২/১৯৯২	”	”
৬	২০/০১/১৯৯৩	”	জনাব এ.আর.এম আনোয়ার হোসেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ, বিএমইটি)
৭	১০/০৩/১৯৯৩	”	”
৮	০৫/০৫/১৯৯৩	”	”
৯	০৫/০৯/১৯৯৩	”	”
১০	২৩/১০/১৯৯৪	”	”
১১	০৯/০২/১৯৯৪	”	”
১২	০৬/০৩/১৯৯৪	”	”
১৩	০৭/০৩/১৯৯৪	”	”
১৪	১৩/০৪/১৯৯৪	”	”
১৫	১৭/০৫/১৯৯৪	”	”
১৬	১৮/০৫/১৯৯৪	”	”
১৭	০৯/০৬/১৯৯৪	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১৮	০৬/০৭/১৯৯৪	”	”
১৯	১৯/০৭/১৯৯৪	”	”
২০	০৪/০৮/১৯৯৪	”	”
২১	০৭/০৯/১৯৯৪	”	”
২২	১৪/০৯/১৯৯৪	”	”
২৩	২২/০৯/১৯৯৪	”	”
২৪	০৪/১০/১৯৯৪	”	”
২৫	০২/১১/১৯৯৪	”	”
২৬	০৫/১১/১৯৯৪	”	”
২৭	০৩/১২/১৯৯৪	”	”
২৮	১৮/১২/১৯৯৪	”	”
২৯	২৬/১২/১৯৯৪	”	”
৩০	২৫/০১/১৯৯৫	”	জনাব আব্দুর রউফ
৩১	১৪/০২/১৯৯৫	”	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৩২	২৭/০২/১৯৯৫	”	”
৩৩	১৮/০৩/১৯৯৫	”	”
৩৪	২৫/০৩/১৯৯৫	”	”
৩৫	০৫/০৪/১৯৯৫	”	”
৩৬	০৬/০৫/১৯৯৫	ডাঃ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ	”
৩৭	৩০/০৫/১৯৯৫	সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	”
৩৮	২২/০৬/১৯৯৫	”	”
৩৯	০৫/০৭/১৯৯৫	”	”
৪০	২৩/০৭/১৯৯৫	”	”
৪১	৩০/০৮/১৯৯৫	”	”
৪২	৩০/০৯/১৯৯৫	”	জনাব মাহবুবুর রহমান পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৪৩	৩০/১০/১৯৯৫	”	জনাব মীর মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ
৪৪	৩০/১১/১৯৯৫	”	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৪৫	২৩/১২/১৯৯৫	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
৪৬	৩১/০১/১৯৯৬	জনাব মোঃ মাহে আলম	জনাব মাহবুবুর রহমান
৪৭	১৫/০৪/১৯৯৬	সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৪৮	২৬/০৫/১৯৯৬	”	”
৪৯	৩০/০৬/১৯৯৬	”	”
৫০	১৩/০৮/১৯৯৬	”	”
৫১	১৫/১০/১৯৯৬	”	”
৫২	৩০/১১/১৯৯৬	”	”
৫৩	০৫/০১/১৯৯৭	”	”
৫৪	২৮/০১/১৯৯৭	”	”
৫৫	২৭/০২/১৯৯৭	”	”
৫৬	০৭/০৪/১৯৯৭	”	”
৫৭	০৭/০৫/১৯৯৭	জনাব মুহাম্মদ আহ্সান আলী সরকার	”
৫৮	০৫/০৬/১৯৯৭	সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	”
৫৯	০৭/০৭/১৯৯৭	”	”
৬০	২৪/০৯/১৯৯৭	”	”
৬১	০৮/১২/১৯৯৭	”	”
৬২	১৫/০১/১৯৯৮	”	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল আলম
৬৩	০৪/০৩/১৯৯৮	”	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৬৪	০৫/০৪/১৯৯৮	”	”
৬৫	১৫/০৭/১৯৯৮	”	”
৬৬	১১/০৮/১৯৯৮	জনাব মুহাম্মদ আহ্সান আলী সরকার	জনাব আজিজুল হক
৬৭	০২/১২/১৯৯৮	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৬৮	১৫/১২/১৯৯৮	”	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল আলম পরিচালক, (প্রশাসন ও অর্থ, কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৬৯	০৪/০৫/১৯৯৯	”	জনাব আজিজুল হক
৭০	০৫/০৫/১৯৯৯	”	পরিচালক (কর্মসংস্থান ও কল্যাণ, বিএমইটি)
৭১	২৭/০৫/১৯৯৯	”	”
৭২	১৭/০৬/১৯৯৯	”	”
৭৩	২৮/০৬/১৯৯	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদদ (মহাপরিচালক, বিএমইটি- সচিব মহোদয় অসুস্থ থাকায়)	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
৭৪	১৭/১০/১৯৯	জনাব মুহাম্মদ আহসান আলী সরকার সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
৭৫	২৩/০১/২০০০	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
৭৬	২৯/০৬/২০০০	”	জনাব সফিকুর রহমান চৌধুরী পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
৭৭	০৪/১০/২০০০	”	”
৭৮	১৯/১২/২০০০	”	”
৭৯	১১/০২/২০০১	”	”
৮০	১৪/০৫/২০০১	”	”
৮১	২৪/০৬/২০০১	”	”
৮২	১৮/১০/২০০১	”	”
৮৩	৩১/১০/২০০১	”	”
৮৪	২৯/১১/২০০১	”	”
৮৫	০৫/০১/২০০২	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
৮৬	০৩/০৬/২০০২	জনাব হেলাল উদ্দিন খান সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
৮৭	০৯/০৬/২০০২	”	”
৮৮	০৮/০৭/২০০২	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন মন্ডল সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
৮৯	১৬/০৯/২০০২	”	”
৯০	২২/০৮/২০০২	”	”
৯১	৩০/০৯/২০০২	”	”
৯২	১৬/১১/২০০২	”	”
৯৩	০৫/০১/২০০৩	”	”
৯৪	০৬/০২/২০০৩	”	”
৯৫	১৩/০৩/২০০৩	”	”
৯৬	১৭/০৪/২০০৩	”	”
৯৭	১৯/০৬/২০০৩	”	”
৯৮	২৯/০৬/২০০৩	”	”
৯৯	০৯/০৮/২০০৩	”	”
১০০	২৯/০৯/২০০৩	”	”
১০১	১১/১২/২০০৩	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১০২	২০/১২/২০০৩	”	”
১০৩	২৮/১২/২০০৩	”	”
১০৪	০৮/০১/২০০৪	”	”
১০৫	২২/০১/২০০৪	”	”
১০৬	১৮/০২/২০০৪	”	”
১০৭	৩১/০৩/২০০৪	”	”
১০৮	২২/০৫/২০০৪	”	”
১০৯	০৬/০৬/২০০৪	”	”
১১০	৩০/০৬/২০০৪	”	”
১১১	০৭/০৭/২০০৪	”	”
১১২	০৭/০৮/২০০৪	”	”
১১৩	১৪/০৮/২০০৪	”	”
১১৪	০৭/১২/২০০৪	”	”
১১৫	১১/১২/২০০৪	”	”
১১৬	০৪/০১/২০০৫	”	”
১১৭	১৮/০১/২০০৫	”	”
১১৮	৩০/০১/২০০৫	”	”
১১৯	০৭/০২/২০০৫	”	”
১২০	২৮/০২/২০০৫	জনাব এ.কে.এম শামসুদ্দীন	”
১২১	১৬/০৩/২০০৫	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
১২২	২৭/০৩/২০০৫	”	”
১২৩	১১/০৪/২০০৫	”	”
১২৪	২৩/০৪/২০০৫	”	”
১২৫	০৯/০৫/২০০৫	”	জনাব মোঃ মনজুর রহমান পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
১২৬	১৪/০৬/২০০৫	”	
১২৭	২৮/০৬/২০০৫	”	”
১২৮	০৫/০৭/২০০৫	”	”
১২৯	৩০/০৭/২০০৫	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১৩০	২৪/০৮/২০০৫	”	”
১৩১	২৬/০৯/২০০৫	”	”
১৩২	০৪/১০/২০০৫	”	”
১৩৩	১২/১০/২০০৫	”	”
১৩৪	২০/১০/২০০৫	”	”
১৩৫	২৬/১০/২০০৫	”	”
১৩৬	২১/১১/২০০৫	”	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
১৩৭	২৬/১২/২০০৫	জনাব আশফাক হামিদ সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
১৩৮	২৫/০১/২০০৬	”	”
১৩৯	২২/০২/২০০৬	”	”
১৪০	২০/০৩/২০০৬	”	”
১৪১	১৫/০৪/২০০৬	”	”
১৪২	৩০/০৪/২০০৬	”	”
১৪৩	০৮/০৫/২০০৬	”	”
১৪৪	২৯/০৫/২০০৬	”	”
১৪৫	১৪/০৬/২০০৬	”	”
১৪৬	০৩/০৭/২০০৬	”	”
১৪৭	১৯/০৭/২০০৬	”	”
১৪৮	১৪/০৮/২০০৬	”	”
১৪৯	০৪/০৮/২০০৬	”	”
১৫০	২৭/০৯/২০০৬	”	”
১৫১	০৫/১০/২০০৬	”	”
১৫২	১১/১০/২০০৬	”	”
১৫৩	২২/১০/২০০৬	”	”
১৫৪	০৯/১১/২০০৬	জনাব মোঃ দিদারুল আনোয়ার সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
১৫৫	২৩/১১/২০০৬	”	ড. মোঃ কাওসার পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
১৫৬	৩০/১১/২০০৬	”	
১৫৭	১২/১২/২০০৬	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১৫৮	০৪/০১/২০০৭	”	”
১৫৯	২৮/০১/২০০৭	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন আহমদ সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
১৬০	২২/০২/২০০৭	”	”
১৬১	০১/০৩/২০০৭	”	”
১৬২	২৭/০৩/২০০৭	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
১৬৩	১৫/০৪/২০০৭	”	”
১৬৪	১৪/০৫/২০০৭	”	”
১৬৫	০৩/০৬/২০০৭	”	”
১৬৬	২৫/০৬/২০০৭	”	”
১৬৭	১৬/০৭/২০০৭	”	”
১৬৮	১২/০৮/২০০৭	”	”
১৬৯	২১/০৮/২০০৭	”	”
১৭০	০৬/০৯/২০০৭	”	”
১৭১	২৭/০৯/২০০৭	”	”
১৭২	২৯/১০/২০০৭	”	”
১৭৩	১৯/১১/২০০৭	”	”
১৭৪	০২/১২/২০০৭	”	”
১৭৫	৩১/১২/২০০৭	”	”
১৭৬	১০/০১/২০০৮	”	”
১৭৭	১৭/০১/২০০৮	”	”
১৭৮	০৬/০২/২০০৮	”	”
১৭৯	১৪/০২/২০০৮	”	”
১৮০	২৭/০২/২০০৮	”	”
১৮১	২০/০৩/২০০৮	”	”
১৮২	২০/০৪/২০০৮	”	”
১৮৩	০৬/০৫/২০০৮	”	”
১৮৪	২১/০৫/২০০৮	”	”
১৮৫	০৯/০৬/২০০৮	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
১৮৬	১০/০৭/২০০৮	”	”
১৮৭	১৭/০৭/২০০৮	”	”
১৮৮	০৪/০৮/২০০৮	”	”
১৮৯	১৪/০৮/২০০৮	”	”
১৯০	০৪/০৯/২০০৮	”	”
১৯১	২৫/০৯/২০০৮	”	”
১৯২	০৮/১০/২০০৮	”	”
১৯৩	১৯/১০/২০০৮	”	”
১৯৪	২৮/১০/২০০৮	”	”
১৯৫	১৩/১১/২০০৮	”	”
১৯৬	৩০/১২/২০০৮	”	”
১৯৭	২২/০১/২০০৯	”	”
১৯৮	২২/০৪/২০০৯	জনাব ইলিয়াছ আহমেদ সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
১৯৯	১০/০৫/২০০৯	”	”
২০০	২৮/০৫/২০০৯	”	”
২০১	০৫/০৮/২০০৯	”	”
২০২	২০/১০/২০০৯	”	”
২০৩	২৫/০১/২০১০	”	”
২০৪	২২/০২/২০১০	”	”
২০৫	২৫/০৩/২০১০	ড. জাফর আহমেদ খান সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
২০৬	১২/০৪/২০১০	”	”
২০৭	২৫/০৫/২০১০	”	”
২০৮	২৯/০৫/২০১০	”	”
২০৯	১৪/০৬/২০১০	”	”
২১০	১২/০৮/২০১০	”	বেগম মাফরূহা সুলতানা পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
২১১	২০/০৯/২০১০	”	”
২১২	২০/১০/২০১০	”	”
২১৩	২৩/১১/২০১০	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
২১৪	১২/০১/২০১১	”	”
২১৫	০৮/০৩/২০১১	”	”
২১৬	২৬/০৪/২০১১	”	জনাব ইকবাল মাহমুদ পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
২১৭	২২/০৫/২০১১	”	”
২১৮	৩০/০৬/২০১১	”	”
২১৯	২৭/০৭/২০১১	”	”
২২০	২৫/০৯/২০১১	”	”
২২১	০২/১১/২০১১	”	”
২২২	১১/০১/২০১২	”	জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী পরিচালক (কল্যাণ, বিএমইটি)
২২৩	২৩/০১/২০১২	”	”
২২৪	২০/০২/২০১২	”	”
২২৫	০৪/০৪/২০১২	”	”
২২৬	২৮/০৫/২০১২	”	”
২২৭	২০/০৬/২০১২	”	”
২২৮	০১/১০/২০১২	”	”
২২৯	১৮/১১/২০১২	”	”
২৩০	৩০/১২/২০১২	”	”
২৩১	০৭/০৪/২০১৩	”	”
২৩২	১৩/০৪/২০১৩	”	”
২৩৩	৩০/০৪/২০১৩	”	জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড
২৩৪	২২/০৫/২০১৩	”	ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোড
২৩৫	১৩/০৬/২০১৩	”	জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড
২৩৬	৩০/০৭/২০১৩	”	”
২৩৭	২৪/০৯/২০১৩	”	ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড
২৩৮	১৫/১২/২০১৩	”	জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড
২৩৯	০৬/০২/২০১৪	”	”
২৪০	২৩/০৩/২০১৪	ড. খোন্দকার শওকত হোসেন সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
২৪১	১১/০৫/২০১৪	”	”

বোর্ড সভার সংখ্যা	তারিখ	চেয়ারম্যান (সভাপতি)	সদস্য-সচিব
২৪২	১৬/০৬/২০১৪	”	”
২৪৩	২৩/০৭/২০১৪	”	”
২৪৪	০৮/০৯/২০১৪	”	”
২৪৫	১৩/০১/২০১৫	খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
২৪৬	১৮/০২/২০১৫	”	”
২৪৭	০৭/০৪/২০১৫	”	”
২৪৮	৩১/০৫/২০১৫	”	বেগম নুরুন আখতার পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোড
২৪৯	৩০/০৬/২০১৫	”	মুঃ মোহসিন চৌধুরী পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোড
২৫০	২৮/০৭/২০১৫	”	”
২৫১	১৬/০৯/২০১৫	”	জনাব শফিকুল ইসলাম পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ, ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড)
২৫২	২৮/১০/২০১৫	”	”
২৫৩	২৪/১২/২০১৫	”	বেগম নুরুন আখতার পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড)

বিএমইটির মহাপরিচালক হিসেবে কল্যাণ বোর্ডে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)-

সর্ব জনাব এম.আর. চৌধুরী, ফসিউল আলম (যুগ্ম-সচিব), এম.এ.এম জিয়াউদ্দীন (অতিরিক্ত সচিব), আব্দুস সাত্তার খান (যুগ্ম-সচিব) ভারপ্রাপ্ত, আব্দুর রউফ (যুগ্ম-সচিব) ভারপ্রাপ্ত, আলহাজ্ব ডাঃ জোয়ারদার আবুল কাশেম (অতিঃ সচিব), এম.এন.এম হাফিজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব), কাজী আব্দুল বায়েস (অতিঃ সচিব), শেখ নুরুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) ভারপ্রাপ্ত, আবুল কালাম আজাদ (অতিরিক্ত সচিব), মোমেনুল হক, মোশারফ হোসাইন (অতিরিক্ত সচিব), উলফ্রেড রড্রিগস (যুগ্ম-সচিব) ভারপ্রাপ্ত, শহুদুল হক (অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক), মোঃ নুরুল ইসলাম (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাহবুবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত), মোঃ মতিউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব), এস.এম ওয়াহিদুজ্জামান (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ আমির হোসেন (যুগ্ম-সচিব) অতিরিক্ত দায়িত্ব, মোঃ আব্দুল মালেক (অতিরিক্ত সচিব), মাসুদ আহমেদ (অতিরিক্ত সচিব), খোরশেদ আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), মোঃ হজরত আলী (যুগ্ম-সচিব) দায়িত্বপ্রাপ্ত, বেগম শামছুন নাহার (অতিরিক্ত সচিব)।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক-

৩১/১২/২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব) কে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি তিনি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রথম মহাপরিচালক হিসাবে যোগদান করেছেন। তাঁকে স্বাগতম ও পুষ্পিত শুভেচ্ছা

কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-

কল্যাণ বোর্ডের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বিএমইটির মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বেগম শামছুন নাহার সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কল্যাণ বোর্ডের উন্নয়নে ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-

কল্যাণ বোর্ডের প্রথম ভারপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন। পরবর্তীতে কল্যাণ বোর্ডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মতিয়র রহমান (যুগ্ম-সচিব)। তিনিও সার্বিক ভাবে কল্যাণ বোর্ডের উন্নয়ে অবদান রেখেছেন। তাঁকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

কল্যাণ বোর্ডে যাঁরা উপ-পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেছেন (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)-

সর্ব জনাব মোঃ হুমায়ুন খান, এম. কামাল উদ্দিন খান, মোঃ রকিবুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, বেগম আয়েশা আক্তার, মোঃ আব্দুল মজিদ, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ ওয়াজিউল্লাহ, মোঃ ফিরোজ কবির, বেগম ফাতেমা হোসেন, বেগম জুবাইদা মান্নান (সিনিয়র সহকারী সচিব), মোঃ জিয়াউল হক (সিনিয়র সহকারী সচিব), বেগম সাবরিনা শারমিন জামান (উপ-সচিব), খাঁন মোঃ রেজাউল করিম (উপ-সচিব), মুক্তাদির আজিজ (সিনিয়র সহকারী সচিব), ড. মোঃ জিয়াউদ্দিন (উপ-সচিব), শামসুল ইসলাম মেহেদী (সিনিয়র সহকারী সচিব), মোঃ জসিম উদ্দিন (সিনিয়র সহকারী সচিব) ও মোঃ শহিদুল ইসলাম (উপ-সচিব)।

কল্যাণ বোর্ডে যাঁরা সহকারী পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেছেন (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)-

সর্ব জনাব মোঃ শাহআলম আকন্দ, জনাব মোঃ ইছহাক আলী, বেগম ফেরদৌস বানু, জনাব এ.টি.এম আনোয়ারুল কবির, বেগম জাহেদা খাতুন, জনাব এ কে এম কামাল।

রজত জয়ন্তীর এ আনন্দঘন মুহূর্তে কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন এমন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। কল্যাণের কাজে তাদের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুর সাথে সাথে পরপারে চলে গেছেন, পরম করুনাময় আল্লাহ তা'লার কাছে তাঁদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করছি। যাঁরা বেচে আছেন তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও সাফল্যের বিবরণীঃ-

১. ০১/০৭/১৯৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম বোর্ড সভায় কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিদেশগামী কর্মীদের প্রতারণার হাত হতে রক্ষা, বিদেশ গমনাগমনে বিভিন্ন আইন-কানুন, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে সর্তকতা মূলক ওরিয়েন্টেশন/ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান ও ব্রিফিং সেন্টার চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যান তহবিল বিধিমালা-২০০২ এর বিধি- ৭ (ক) ও ৭ (খ) এ কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন এবং নিয়োগকর্তার দেশের নিয়ম-কানুন, প্রচরিত বিধি নিষেধ, সামাজিক রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভাষা, শ্রম আইন এবং চাকুরীর চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য বিদেশগামী কর্মীদের ওরিয়েন্টশন বা ব্রিফিং প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত

(ডিসেম্বর/১৫) ১২,৫৪,৪০০ জন বৈদেশিক চাকুরীতে গমনকারী বাংলাদেশী কর্মীকে কল্যাণ বোর্ডের ব্রিফিং সেন্টারে সতর্কতা মূলক প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে ,

২. কল্যাণ বোর্ডের ১ম সভায় ঢাকা আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের উপর ও নীচ তলায় প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" এর কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও সরকার কর্তৃক জারীকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যান তহবিল বিধিমালা-২০০২ এর বিধি- ৭ (গ) এ কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিমান বন্দরে ওয়েজ আর্নার্সদের আগমন ও বহির্গমন সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিমান বন্দর কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন বা ওয়েজ আর্নার্স চ্যানেল তৈরীতে সহায়তা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এ বিধিমালা-২০০২ সংশোধন করে ১০ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে জারীকৃত সংশোধিত বিধিমালায় বিমান বন্দরে কল্যাণ ডেস্কের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও বেতন নির্ধারণ এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে সিলেট ও চট্টগ্রামস্থ আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক চালু করা হয়, যা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে বিদেশগমণকালে ও প্রত্যাবর্তন কালে একনিষ্ঠভাবে বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের সেবা প্রদানে তৎপর রয়েছে,

৩. ০২/১১/১৯৯৪ তারিখের ২৫ ও ২৬তম বোর্ড সভায় প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের ভাল স্কুলে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ভবন নির্মাণের অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৩৫২টি স্কুল ও মাদ্রাসায় আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে ১৯/১২/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮তম বোর্ড সভায় আর কোন স্কুল-মাদ্রাসায় অনুদান প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ,

৪. ২৭/০২/১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৫তম বোর্ড সভায় প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক অনুদান ১০,০০০/- টাকা হতে ১৫,০০০/- টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ,

৫. ১৫/০৭/১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৫তম বোর্ড সভায় প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে লাশ পরিবহন বাবদ আর্থিক অনুদান ১৫,০০০/- টাকা হতে ২০,০০০/- টাকা সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ,

৬. ২৯/০৬/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৬তম বোর্ড সভায় বৈধভাবে বিদেশ গমনের পর মৃত্যুবরণকারী কর্মীদের মধ্যে যারা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হতে কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে কল্যাণ তহবিল হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যা বৈধভাবে বিদেশ গমনকারী কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ,

৭. ৩০/০৯/২০০২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯১তম বোর্ড সভায় বৈধভাবে গমনকারী কর্মী অথবা দুতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত বৈধতার সনদের উপর ভিত্তি করে মৃত কর্মীর পরিবারকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ,

৮. ১০/০৫/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯৯তম বোর্ড সভায় মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান ১,০০,০০০/- হতে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/- টাকা প্রদানের গৃহীত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে কার্যকর হয়। এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/১৫) ১৩,২৯১ জন প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে সর্বমোট = ২৮৪,৩৮,২২,৩৩৭/- (দুইশত চুরাশি কোটি আটত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত সাইত্রিশ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ,

৯. ০৫-০৮-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১তম সভায় লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক অনুদান ২০,০০০/- টাকা থেকে ৩৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয় ,

১০.০৮/০৩/২০১১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১৫তম সভায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো হতে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে বিদেশে গমনের পর সেখানে বৈধ বা অবৈধভাবে কর্মরত সকল মৃত কর্মীর ক্ষেত্রে লাশ দাফন ও পরিবহন খরচ প্রদানের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। তবে বিএমইটি'র রেকর্ড বা সার্ভার হতে বহির্গমন ছাড়পত্রের সঠিকতা যাচাই

করা সম্ভব না হলে মৃত্যুবরণকারী কর্মী বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত ছিলেন মর্মে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস প্রত্যয়ন করলে মৃত কর্মীর পরিবার এ অনুদান প্রাপ্তির সুবিধা পাবেন,

১১.২৫/০৯/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২০তম বোর্ড সভায় কোন বাংলাদেশী কর্মী বিদেশ হতে ছুটিতে দেশে আসার পর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সাহায্য/অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ২০১৩ সালে অথবা এর পরবর্তী সময়ে মৃত্যু বরণকারী কর্মীর পরিবারকে ৩,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে ,

১২.প্রবাসী কর্মীদের দরিদ্র অথচ মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে ১১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখের ২২২ ও ২০/০২/২০১২ তারিখের ২২৪তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিবাসন দিবসে প্রতি বছর এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/১৫) মোট ৯৯৫জন ছাত্র/ছাত্রীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২ (দুই) কোটি টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ,

১৩.২৩/০১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২৩তম বোর্ড সভায় বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত অবস্থায় আত্মহত্যাকারী প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে কল্যাণ বোর্ড হতে মৃতের লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদানের পাশাপাশি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ২০১৩ সালে অথবা এর পরবর্তী সময়ে মৃত্যু বরণকারী কর্মীর পরিবারকে ৩,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে ,

১৪.২৩/০১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২৩তম বোর্ড সভায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের নাম পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' এবং ইংরেজিতে ডধমব ঊধৎহবৎং ডবষভধৎব ইড়ধৎফ নামটি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় ,

১৫.এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/১৫) ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামস্থ শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সিলেটস্থ ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর দিয়ে সর্বমোট = ২৮,৮২৩ জন মৃত কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়। এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/১৫) ২৩,০৪৬ জনকে সর্বমোট ৫৭,৬৪,৭৩,০০০/- (সাতান্ন কোটি চৌষট্টি লক্ষ তিহাত্তর হাজার) টাকা লাশ পরিবহন ও দাফন খরচের অনুদান প্রদান করা হয়েছে ,

১৬.আহত, অসুস্থ ও পঙ্গু কর্মীর চিকিৎসার্থে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা প্রদানের বিষয়টি ০৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩১তম সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ,

১৭.ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদর দপ্তর আধুনিকায়ন ও কর্পোরেট আদলে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ১৯ ও ২০ তলায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ০৭/০৪/২০১৩ তারিখের ২৩১তম বোর্ড সভায় গৃহীত হয় ,

১৮.১৩/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩২তম সভায় ৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরের তারিখ ০১ এপ্রিল ২০১৩খ্রিঃ ,

১৯.০৭-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৪তম সভায় বৈধ/অবৈধ সকল মৃত কর্মীর পরিবারকে লাশ পরিবহন বাবদ আর্থিক অনুদান ৩৫,০০০/- টাকা প্রদান- কার্যকরের তারিখ ০১ জানুয়ারী ২০১৩খ্রিঃ ,

২০.এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/১৫) ১৪,৮৪৭ জনকে = ৩৮২,২৩,৬৩,৪১৪/- (তিনশত বিরাশি কোটি তেইশ লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকা বিদেশস্থ নিয়োগকর্তার নিকট হতে দূতাবাসের মাধ্যমে আদায় পূর্বক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, বকেয়া বেতন, ইন্স্যুরেন্স, সার্ভিস বেনিফিট, অন্যান্য বাবদ বিতরণ করা হয়েছে ,

২১.প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আসার সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের মধ্যে পরিবার কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করার বিষয়ে ০৬-০২-২০১৪ তারিখের ২৩৯তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ০১ জানুয়ারি, ২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয় ,

২২. মৃত প্রবাসী কর্মীর নাবালক সন্তানদের প্রাপ্য সাহায্য/অনুদান/ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন আদায় দ্রুত ও সহজীকরণে আদালতের অভিভাবক সনদ (গার্ডিয়ানশীপ) গ্রহণের পরিবর্তে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র/

২৩/০৩/২০১৪ তারিখে ২৪০তম বোর্ড সভায় গৃহীত হয়। সে মোতাবেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ,

২৩.প্রবাসে বৈধভাবে কর্মরত (যারা কল্যাণ তহবিলে "কল্যাণ ফি" বাবদ অর্থ জমা করেননি) বাংলাদেশী কর্মীদের নিকট হতে কল্যাণ ফি ২,৫০০/- টাকা জমা গ্রহণ পূর্বক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ (গবসনবৎংযরঢ়) হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত ১৩-০১-২০১৫ তারিখের ২৪৫ তম সভায় নেয়া হয় ,

২৪.১৮/০২/২০১৫ তারিখে ২৪৫তম বোর্ড সভায় (১) মৃত প্রবাসী কমীর পরিবারের সদস্য হিসেবে কেবলমাত্র পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীল সন্তান এর মধ্যে সীমবদ্ধ রাখার (২) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/ গ্র্যাচুইটি/ব্লাড মানি সহ অন্যান্য আর্থিক অনুদান সংশিষ্ট দেশের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে সে মোতাবেক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (৩) প্রবাসী মৃত কর্মীর নাবালক সন্তানের প্রাপ্য অংশ 'নাবালকের প্রাপ্য অংশ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রাপ্ত' অভিভাবক এর অনুকূলে এফডিআর করে প্রদানের (৪) 'নাবালকের প্রাপ্য অংশ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রাপ্ত' অভিভাবকের/ অভিভাবকদের নিকট হতে নাবালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত উক্ত এফডিআর ভাঙ্গানো হবেনা মর্মে অঙ্গীকারনামা (অভভরফধারঃ) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ,

২৫.০৭/০৪/২০১৫ তারিখের ২৪৭তম বোর্ড সভায় প্রবাসী কর্মীদের লাশ পরিবহন দাফন ব্যয়, আর্থিক অনুদান প্রদান ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কল্যাণ মূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে বর্তমানে আদায়কৃত কল্যাণ ফি বৃদ্ধি করে একক/দলীয়, সত্যায়িত/ অসত্যায়িত নির্বিশেষে ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা পুনঃনির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মিশনে প্রবাসী কর্মীদের নিকট হতে আদায়কৃত কন্স্যুলার ফি এর উপর আরোপিত সারচার্জ ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% এবং সত্যায়ন ফি গ্রুপ চাহিদা বা চাকুরী ভিসার দলিলের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ মার্কিন ডলার থেকে ২০ মার্কিন ডলার, ব্যক্তিগত চাহিদার মাথাপিছু সত্যায়ন ফি ১ মার্কিন ডলার থেকে ২ মার্কিন ডলার এবং এ ধরণের চাহিদায় সর্বনিম্ন সত্যায়ন ফি ২ মার্কিন ডলার থেকে ৪ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ,

২৬.৩১/০৫/২০১৫ তারিখে ২৪৮তম বোর্ড সভায় আহত, অসুস্থ ও পঙ্গু হয়ে প্রবাস হতে দেশে এসে চিকিৎসার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অসুস্থ কর্মীর আবেদন এবং চিকিৎসাজনিত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি কেস টু কেস ভিত্তিতে আহত, অসুস্থ ও পঙ্গু কর্মীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য বোর্ড সভায় সুপারিশ দাখিল করবে ,

২৭.লাশ পরিবহন ও দাফন ব্যয় প্রদানের নিমিত্ত সৃজিত নথির উপর ভিত্তি করে আর্থিক অনুদান/মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ গ্র্যাচুইটি/ ইন্স্যুরেন্স/ ব্লাডমানি ইত্যাদি প্রদান/আদায় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়- ০৭-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ২৪৭তম সভা হতে ,

২৮.প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মান ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুঃ বিদেশগামী ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য ১৫/০১/১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কল্যাণ বোর্ডের ৬২তম সিদ্ধান্তক্রমে ০৪/১০/২০০০ তারিখের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১০/০৮/২০০০ তারিখের স্মারক পত্রের মাধ্যমে জমি ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ০৪/১০/২০০০ তারিখের ৭৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত, ৭ম জাতীয় সংসদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ, ১৪/০৫/২০০১ তারিখের ৮০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ও ১৩/০৬/২০০১ তারিখের মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মোতাবেক বিদেশগমনকারী ও বিদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান এবং বিদেশ গমনাগমনে সকল কার্যক্রম ও সেবা একই স্থান বা একই ভবন হতে প্রদানের জন্য পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে বহুতল বিশিষ্ট 'প্রবাসী কল্যাণ ভবন' নির্মানের ও জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ ও নির্মান কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তৎকালীন মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব এম.এ মান্নান এর নির্দেশনায় তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এ ভবন নির্মানের শুরুতে আন্তরিক ও নিরলসভাবে কাজ করেন। নির্মান কাজের শুরুতেই এ ভবনের যাবতীয় নির্মাণকাজ ও ডিজাইন

তত্ত্বাবধান করেন ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ জনাব মোঃ ইসমাইল ও আর্কিটেক্ট-কাম-কনসালটেন্ট স্থপতি জনাব এম. আমির হোসেন।

পরবর্তীতে ৮ম জাতীয় সংসদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। অবশ্য তখন কিছু জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ভবন হস্তান্তরে বিলম্ব হয়।

অবশেষে নানা প্রতিকূল অবস্থা প্রেরিয়ে ১৮/১২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। এজন্য তৎকালীন মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ভূয়শী প্রসংসার দাবীদার। তাঁর আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৯ম জাতীয় সংসদের এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ, ০৪/০৪/২০১২ তারিখের ২২৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ও মন্ত্রণালয়ের ১০/০৪/২০১২ তারিখের অনুমোদন মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ে ১২/০৪/২০১২ তারিখে বেগম শামছুন নাহার, মহাপরিচালক, বিএমইটি এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নুর আলীর মধ্যে সম্পাদিত আপোষনামা মোতাবেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ভবন ২৬.৬১ কাঠা (অবিভক্ত ও অচিহ্নিত) জমিসহ সর্বমোট ৩,০১,৮৩৩.৪৫ বর্গফুট স্পেস আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ বোর্ডকে হস্তান্তর করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের বোরাক-রেডক্রিসেন্ট টাওয়ারের মধ্যে লেভেল-১১, ১২ ও ১৩ কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন এ কাজে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বিএমইটির মহাপরিচালক বেগম শামছুন নাহার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান) বেগম মাফরুহা সুলতানা, পরিচালক (কল্যাণ) জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী ও বিএমইটির পরিচালক (কর্মসংস্থান) জনাব মিজানুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (৩০টিটিসি) ইঞ্জিনিয়ার কুবলেশ্বর ত্রিপুরা, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, উপ-পরিচালক (কল্যাণ) জনাব মুকতাদির আজিজ, অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। প্রবাসী কল্যাণ ভবনের আপোষনামা সম্পাদন হতে শুরু করে ভবন বুঝে নেয়া পর্যন্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত, ইনভেন্ট্রি, বৈদ্যুতিক ও সকল কারিগরি দিক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন পূর্বক বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক (উপ-সচিব) খাঁন মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, উপ-সহকারী পরিচালক জনাব শওকত হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) স্নেহাসপদ ধীমান আবু শাহাদাৎ মোঃ শরীফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জনাব মোঃ আক্তারুল ইসলাম খাঁন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মাসুদ হাসান নিরলসভাবে কাজ করেছেন ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ১৪/১১/২০১২ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ৩০/১২/২০১২ তারিখের ২৩০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১২/০২/২০১৩ তারিখে কাকরাইলস্থ বিএমইটির ভবন হতে কল্যাণ বোর্ডের সদর দপ্তর ও যাবতীয় কার্যক্রম বহুতল বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবনে (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও বোয়েসেলের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনরোলমেন্ট, ডাটাবেজে নাম রেজিস্ট্রেশন, ব্রিফিং প্রদান, স্মার্টকার্ড প্রদান, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, মৃত প্রবাসী কর্মীদের লাশ আনায়ন, লাশ দাফন পরিবহনের সাহায্য/আর্থিক অনুদান/ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট ইত্যাদির অর্থ নিয়োগকর্তার নিকট হতে দূতাবাসের মাধ্যমে আদায়পূর্বক মৃত প্রবাসী কর্মীদের পরিবারকে প্রদান করে প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ ও সেবা একই স্থান হতে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ভবন সত্যিকার ও কার্যকরভাবে ওয়ান স্টপ সর্ভিস সেন্টার হিসাবে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ভবন বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের যাবতীয় সেবা প্রদান ও বহুমুখী কার্যক্রম সম্পাদনের একটি অনন্য মহতী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সর্বদা প্রবাসী কর্মীদের কলকাকলীতে এ ভবন মুখরিত থাকে ,

২৯.ঢাকাস্থ গুলশান ভাটারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবাসীদের কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ : ঢাকাস্থ গুলশান ভাটারায় প্রবাসীদের কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ মান্নান এর নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের ১০/০৮/২০০০ তারিখের স্মারকপত্রের ধারাবাহিকতায় ১১/০২/২০০১ তারিখের ৭৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে মন্ত্রণালয়ের ০৮/০২/২০০১ তারিখে স্মারক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৬৭.২৮ কাঠা ক্রয় করা হয়।

উক্ত জমিতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃ ও ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ হাউজিং এর কাজ শুরু করলেও নানা অজুহাতে কাজ বন্ধ থাকায় কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এর নির্দেশনায় ৯ম জাতীয় সংসদের এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন বৈঠকের সিদ্ধান্ত, বোর্ডের ২২৯, ২৩৩ ও ২৩৪তম সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় পূর্বের হাউজিং প্রকল্প বাতিল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবাসীদের কল্যাণে নতুন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৬/২০১৩ তারিখের স্মারকপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এ সংক্রান্ত গণ-বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত জমিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানদের সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসণকল্পে সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হযরত আলীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানদের সাথে বৈঠক করে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করে। গুলশান-ভাটারায় প্রবাসীদের কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে ১০ম জাতীয় সংসদের এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে ,

সম্প্রতি ৩১/০৮/২০১৫ তারিখ বর্তমান মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি একটি পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সার্বিক বিষয় অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করেন। মন্ত্রী এ বিষয়ে বিদ্যমান আইনী জটিলতা নিরসনের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রয়োজনে পুনরায় আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি এসব আইনী জটিলতা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপাতত অন্য কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় মন্ত্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃ এর সাথে কিছুটা সমঝোতা হওয়ায় প্রকল্প এলাকা নিজ তত্ত্বাবধানে নেয়ার নির্দেশ দেন। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। শীঘ্রই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনী জটিলতা নিরসন করে সংখ্যাগরিষ্ট প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ,

৩০. বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সার্বিক কল্যাণ, আইনগত সহায়তা ও সেবা প্রদানকল্পে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে ২৮টি শ্রম উইং চালু করা হয়েছে। এসব শ্রম উইংসহ এর বহির্ভূত ৮টি দূতাবাসে প্রবাসীদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বাজেট প্রদান হয় ,

৩১. বিদেশে স্থাপিত মিশন সমূহের সঙ্গে ই-যোগযোগ ,

৩২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অনুরোধক্রমে ২৪/০১/২০০৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসীদের কল্যাণার্থে 'প্রবাসী কল্যাণ শাখা' চালুর উদ্যোগ নেয়া হয় ,

৩৩. বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান ,

৩৪. প্রবাসে আটকে পড়া কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন ,

৩৫. প্রবাসে আহত, অসুস্থ ও পঙ্গু প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান ,

৩৬. প্রবাসী কর্মীদের সম্পদ রক্ষা এবং নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে/ দূতাবাসের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সহায়তা প্রদান ,

৩৭. প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারকে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান ,

৩৮. কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মেজর (অবঃ) মোঃ কামরুল ইসলাম ২১ অক্টোবর ২০০৩ সনে বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের কল্যাণে বিএমইটিতে অভ্যর্থনা ও তথ্যকেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন ,

৩৯. সরকার কর্তৃক কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ২০০৩-২০০৪ সন হতে বৈদেশিক চাকুরি প্রার্থী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে ডাটাবেজ নেটওয়ার্কে নাম রেজিস্ট্রেশন করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তৎকালীন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া ০৭ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ,

৪০.ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে স্মার্ট কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ,

৪১.কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিএমইটিতে ও কল্যাণ বোর্ডের একটি সমৃদ্ধ সার্ভার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে সকল তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে কল্যাণ বোর্ডের দক্ষ আইটি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিয়ে আইটি শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। আইটি শাখার তত্ত্বাবধানে সার্ভার, বিদেশগামীদের নাম রেজিস্ট্রেশন, ডাটাবেজে ডাটা এন্ট্রি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনরোলমেন্ট, বহির্গমনের জন্য স্মার্টকার্ড প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও মৃত প্রবাসীদের পরিবারকে প্রদেয় লাশ দাফন ও পরিবহন সাহায্য, আর্থিক অনুদান প্রদান, দূতাবাসের মাধ্যমে নিয়োগ কর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন ইত্যাদি তথ্য আইটি শাখার মাধ্যমে সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনে তথ্যাবলী ডাউনলোড করা হয় ,

৪২.কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে, যাতে সকল তথ্য আপগ্রেডেড করা হয়, যা কল্যাণ বোর্ড, বিএমইটি, বিমান বন্দর কল্যাণ ডেস্ক ও দূতাবাসসহ সর্ব সাধারণ অবলোকন করে কল্যাণ বোর্ড সম্পর্কে জানতে পারে ,

৪৩.মন্ত্রণালয়সহ প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বোর্ডের অর্থায়নে আনসার মোতায়েন, সিসিটিভি স্থাপন ও ভবনের দুটি প্রবেশমুখে ডিজিটাল আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে ,

৪৪.মন্ত্রণালয়সহ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে যেকোন অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দূর্যোগ মোকাবেলায় সর্তকতা অবলম্বনের জন্য কিছুদিন পূর্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তত্ত্বাবধানে ব্রিফিং সেন্টারে মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সর্তকর্তামূলক ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে। ভবনে স্থাপন করা হয়েছে অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধের যাবতীয় যন্ত্রপাতি। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধের আনুষ্ঠানিক মহড়া ও পুনরায় সর্তকতামূলক ব্রিফিং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪৫.কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ২০১০ সন হতে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঢাকা ডিইএমও'র মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনরোলমেন্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১২/০৮/২০১০ তারিখের ২১০ ও ২০/০৯/২০১০ তারিখে ২১১তম বোর্ড সভায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনের লেভেল-১ এর সম্পূর্ণ স্পেস ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনরোলমেন্ট কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ তে লেভেল-১ এ ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সিলেট ও কক্সবাজার ডিইএমওতে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ,

৪৬.২৩/১১/২০১০ তারিখের ২১৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন- ২০১০ মোতাবেক প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন বাবদ ৯৫% অর্থাৎ ৯৫ (পঁচানব্বই) কোটি টাকা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় হতে ৩০০ কোটি টাকা সংস্থানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ২৮/১০/২০১৫ তারিখের ২৫২তম বোর্ড সভায় তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য বাস্তবতার নিরিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা প্রদানের বিষয়টি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় ,

৪৭.লিবিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ক্রাইসিস শুরু হলে প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইতোপূর্বে লেবানন ও অন্যান্য দেশের ক্রাইসিস চলাকালে কল্যাণ বোর্ড হতে প্রত্যাগতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ,

৪৮.প্রবাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান ,

৪৯.প্রবাসে মিশন সমূহে মহিলা কর্মীদের জন্য সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা ,

৫০.কল সেন্টার স্থাপন ,

৫১.ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন ,

৫২.প্রবাসীদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন ,

৫৩.কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের লেভেল-১ এ প্রবেশমুখে তথ্য কেন্দ্র ও মন্ত্রণালয়ের চিঠিপত্র গ্রহণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ,

৫৪.গ্রন্থাগার স্থাপন ,

৫৫.প্রবাসী ইন্স্যুরেন্স (বীমা) কোম্পানী প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে, আইএলও, ঢাকা এ কাজে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

৫৬. হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন ,

৫৭.বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রবাসী কর্মীদের আবাসনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য হাউজিং প্রকল্প (প্রবাসী পল্লী) স্থাপন ,

৫৮.বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের ডাটাবেজ তৈরী ,

৫৯.প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ,

৬০.প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংরক্ষণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ও যোগ্য নেতা হিসেবে মাননীয় মন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ ও সেবার কাজে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নিরন্তর পথ চলা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কল্যাণে চলমান পথের পথিক হিসেবে কল্যাণ বোর্ডের কর্মতৎপরতার সাফল্যের কাফেলা ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আর এর পুরো ভাগে দাড়িয়ে মাননীয় মন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে ইনশাআল্লহ আমরা পৌঁছতে পারব সেবা ও কল্যাণের স্বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্ন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। অগণিত প্রবাসীর অভিভাবকহীন অসহায় পরিবারগুলোর মুখে ফুটবে হাসি আর আনন্দের ঝিলিক। কল্যাণ বোর্ড এসব অসহায় ও অভিভাবকহীন পরিবারের জন্য একটি আলোক বর্তিকা বা বাতিঘর হিসেবে তাদের আলোর পথ দেখাবে, দেখাবে আশার আলো। এভাবে বাংলাদেশ পরিণত হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সত্যিকার সোনার বাংলায়। কল্যাণের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, বহমান থাকুক তার অমিয় ধারা, চলতে থাকবে তার নিরন্তর পথ চলা। যার কোন শেষ নেই.....। কারণ সেবা ও কল্যাণ কাজে আমাদেরকে অবশ্যই মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে হবে। কল্যাণ বোর্ডের রজতজয়ন্তী সফল হোক। রজতজয়ন্তীর সোনালী আভায় আলোকিত হয়ে মানবতার সেবায় আমাদের এগিয়ে চলার গতি আরো বৃদ্ধি পাবে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মানব সেবা ও কল্যাণের একটি ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলো কল্যাণ আর মানব সেবার ইতিহাসের অগ্রগতিকে এক ঝলক দেখে নেয়ার জন্যে, যা হয়তো আমাদের চলার পথে ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিবে, আর আমাদের চলার পথকে করবে পরিশুদ্ধ, গতিশীল ও বেগবান। এ লেখনীতে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত দিয়ে অনেকেই আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। এ লেখায় অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুল, বিভ্রান্তি হয়েছে, আশাকরি সকলে তা ক্ষমাসুন্দর মানসিকতায় গ্রহণ করবেন। এ লেখনিতে যা কিছু সত্য ও সুন্দর তা আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো, আর যা কিছু অসুন্দর, দৃষ্টিকটু ও ত্রুটিপূর্ণ তা সবই আমার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তথ্যসূত্র-

সর্বজনাব (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) মঞ্জুর রহমান (প্রাক্তন পরিচালক,কল্যাণ), বিএমইটি, বেগম হালিমা আহমেদ (উপ-পরিচালক), শরিফুল ইসলাম (উপ-পরিচালক), জহিরুল হক ভূইয়া (নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা), সাইদুল ইসলাম (সিস্টেম এনালিষ্ট,ডিবিএ), জাহিদ আনোয়ার (সহকারী পরিচালক,তথ্য), পাপ্পু মজুমদার (প্রোগ্রমার, ওয়েব), স.এ.এম আব্দুল সবুর (সহকারী নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা), মোঃ খুরশিদ আলম (উপ-সহকারী পরিচালক), আব্দুল কাদের (উপ-সহকারী পরিচালক), আবু শাহাদাৎ মোঃ শরীফ (উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিভিল), মোঃ নাজমুল হক (প্রধান সহকারী), নির্মল চন্দ্র দাস (হিসাব সহকারী), বেগম ফারজানা ইসলাম সুমি (কল্যাণ সহকারী), ফারুক হোসেন (অফিস/কল্যান সহকারী), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (অফিস/কল্যান সহকারী), বিপুল চন্দ্র পাল (অফিস/কল্যান সহকারী), ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোঃ জনি (ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড), দিলীপ কুমার রায় (সহকারী পরিচালক), মোহাম্মদ মাহমুদ উল্ল্যাহ আকন্দ (সহকারী পরিচালক), মোঃ নিজামউদ্দিন পাটোয়ারী (সভাপতি নন-গেজেটেড কর্মচারী সমিতি বিএমইটি), মোঃ আজাহারুল ইসলাম (প্রধান সহকারী), মোঃ আছাদুল্লাহ (উপ-সহকারী পরিচালক, পিআরএল), লিটন কান্তি চৌধুরী (সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর), বিএমইটি প্রমুখ।

প্রবাসী ম্যানুয়েল (৩য় সংস্করণ, ২০১৫), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গেজেট, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী, বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকী।

অত:পর তুমি পারলে

শরিফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

মানুষের চিন্তা যদি হয় সৎ, ইচ্ছা যদি হয় প্রখর আর মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা যদি থাকে, তবে সুন্দর কিছু হবেই।

সঠিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনার অভাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড যখন লক্ষ্যহীন তরীর মত, এমনি সময় আশার আলোক বর্তিকা নিয়ে তুমি এলে দিশারি হয়ে নভেম্বর, ২০১১ সালে। সৃজনশীল মেধা আর দক্ষতা দিয়ে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে লক্ষ্যহীন দিশে হারা তরীকে তীরে তোলার জন্য তোমার অন্তর আত্মার শাশ্বত ভালবাসা দিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরলে। তুমি উড়ালে সাফল্যের বিজয় পতাকা। শৃংখল ভেঙ্গে শুভ্র পায়রাগুলোকে অবারিত দিগন্ত জুড়ে উড়ার স্বপ্ন দেখালে।

শুরুতেই তুমি বোর্ডের আয় বৃদ্ধি এবং প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণকে প্রদত্ত সেবা সহজীকরণসহ সেবাসমূহ বহুমুখীকরণের চিন্তা করতে লাগলে। ১৯৯০ সালে নির্ধারিত কল্যাণ ফি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরলে। সত্যায়িত/অসত্যায়িত, দক্ষ/অদক্ষ, একক/দলীয়, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশ ইত্যাদি ক্যাটাগরির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হারে কল্যাণ ফি গ্রহণ করা হত। কল্যাণ ফি আদায়ের জটিল সমীকরণকে সহজীকরণ করে একই হারে রূপান্তর করে কল্যাণ ফি বৃদ্ধি করে পুন:নির্ধারণ করা হলো। এতে কল্যাণ ফি গ্রহণে জটিলতা হ্রাসের সাথে সাথে হিসাব সংরক্ষণ সহজ হয়েছে। কল্যাণ ফি বৃদ্ধি করা না হলে বোর্ডের কার্যক্রম বর্তমানে অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ত। বিষয়টি স্পষ্ট হয় যখন ২০১০ সালে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ২২ কোটি টাকা আর ২০১৫ সালে তা প্রায় ১৭০ কোটি টাকা এর তুলনা করা হয়। তুমি দেখলে কল্যাণ বোর্ডের কাজের যে ভলিউম তা একজন পরিচালকের পক্ষে সম্পাদন করা বেশ দুরুহ ব্যাপার। এছাড়া কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান জনবল নিয়ে প্রায় ১ কোটি প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে কাঙ্খিত সেবা দেয়া সম্ভব নয়। তাই তুমি নতুন করে অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছ।

আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতাগুলোকে সহজীকরণ করে কিভাবে মৃতের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়া যায় তা ছিল তোমার স্বপ্ন। তুমি সারা রাত জেগে স্বপ্ন দেখতে আর সকালে এসে সে স্বপ্নের কথা আমাদের শুনাতে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে কি করা উচিত,কিভাবে করা উচিত এটাই ছিল তোমার সারাক্ষণ ভাবনা।

আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে যে জটিলতা ছিল তা হল: (ক) শুধুমাত্র স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র থাকলে অথবা বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত ছিল মর্মে দূতাবাসের প্রত্যয়ন পত্র থাকলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র থাকত না। ফলে বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত ছিল মর্মে দূতাবাসের প্রত্যয়নের জন্য বছরের পর বছর দূতাবাসের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হত। সবচেয়ে হতাশার বিষয় ছিল দীর্ঘ সময় পর যখন দূতাবাস জানাত মৃত কর্মী বৈধভাবে কর্মরত ছিল না এবং আর্থিক অনুদান পাবে না। (খ) দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ পেলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত না। ক্ষতিপূরণ না পেলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক অনুদান পেত না। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হতে সাধারণত ৫ হতে ১০ বছর সময় লাগে। ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত নথি নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। (গ) আত্মহত্যা হলে মৃতের ওয়ারিশগণ কোন আর্থিক অনুদান পেত না। মৃত্যু যেভাবেই হোক মৃতের ওয়ারিশগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন বিষয়টি মানবিক বিবেচনা করে নিয়মের এই ভিন্নতাকে সমতায় নিয়ে আসলে। বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে অথবা দুর্ঘটনায় অথবা আত্মহত্যা করে মৃত্যু হলে সকল ক্ষেত্রেই মৃতের ওয়ারিশগণ আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।

ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান মুসলিম ফারায়েজ অনুসারে মৃতের পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হত। তুমি দেখলে ৮০ বছরের ভাই কিংবা ৭৫ বছরের বোনের হিস্যার কারণে ২০-৩০ বছর বয়সী স্বামী হারা স্ত্রী অথবা পিতৃহারা নাবালক শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। ইহার বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত বিকল্প কি করা যায় তা নিয়ে তুমি আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত শেয়ার করতে। বিষয়টিকে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরার জন্য তুমি কয়েকশত নথির তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছ। যে পরিমাণ তথ্য কম্পাইল করা হয়েছে তা দিয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব। আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে তোমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং আদালতের অভিভাবক সনদ ব্যতিত আর্থিক অনুদান ও বকেয়া বেতন/ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ করা। আদালত হতে অভিভাবক সনদ গ্রহণ করতে বছরের পর বছর সময় ক্ষেপণসহ অনেক অর্থ ব্যয় করতে হত। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের উন্নয়নে তোমার অবদান তুলনাহীন।

তোমার মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত:পর তুমি যা পারলে :

ক) কল্যাণ ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আয় বৃদ্ধি;

খ) বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে যারা বিদেশগমন করেনি তাদেরকে বিকল্প পদ্ধতিতে কল্যাণ ফি গ্রহণের মাধ্যমে বোর্ডের সেবার আওতায় নিয়ে আসা;

গ) কল্যাণ ফি'র ভিন্ন ভিন্ন হারের জটিলতাকে সহজীকরণ করে একই হারে রুপান্তর করা;

ঘ) পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ;

ঙ) আদালতের অভিভাবক সনদ ব্যতিত আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ;

চ) প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ সহজীকরণসহ বহুমুখীকরণ করা;

ছ) নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন;

জ) স্বাভাবিকভাবে/দুর্ঘটনায় অথবা আত্মহত্যা সকল ক্ষেত্রেই মৃতের ওয়ারিশগণকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা;

ঝ) অভিবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা চালু;

ঞ) প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে সেবা প্রদানের সময় কমিয়ে আনা;

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের পেছনে যার স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ও অনুপ্রেরণার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম শামছুন নাহার মহোদয়। তিনি সবসময় এ ধরণের কাজকে উৎসাহিত করেছেন। যে কোন বিষয়ে তার সাথে আলোচনায় করা হলে তিনি উদারভাবে বলেন আর কি কি করা যায় অথবা যা যা করা প্রয়োজন করে নিয়ে এসো। যে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এমন ইতিবাচক উদার মানসিকতা একান্ত আবশ্যক।

তাছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমেদ খান এবং বর্তমান সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার মহোদয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

তোমার চিন্তা, চেতনা, অনুভব আর স্বপ্ন যাই বলি না কেন সবই তোমার হৃদয় ও মননে আজন্ম লালিত মানবতাবোধ। মানবতার কল্যাণে তোমার যে অবদান তাঁরই মাঝে তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা তোমাকে আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখব। তোমার অবদানের স্মৃতিটুকু ধরে রাখার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমি যার কথা বলছি তিনি হলেন সবার প্রিয় সাবেক পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী। আমার এ লেখায় কোন ভুলত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রেখে শেষ করছি।

স্বপ্নের দিগন্তে পথ চলা

মোঃ জাহিদ আনোয়ার
সহকারী পরিচালক (তথ্য ও জনসংযোগ)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। কোটি মানুষের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের ঠিকানা। দীর্ঘ ২৫ বছর প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আজ ১৫ নভেম্বর ২০১৫ প্রতিষ্ঠানটি ২৫ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ২৬ এ পদার্পন করছে, যাত্রা শুরু করছে সুবর্ণ জয়ন্তীর দিকে । রজতজয়ন্তীর এ শুভক্ষণে সকল প্রবাসী কর্মী, তাদের পরিবার ও ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন।

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯০ সালে সৃষ্টি করা হয় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল। যা আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কে কাজ করতে হয়েছে। যে লক্ষ্য নিয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছিল দীর্ঘ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেনি। এর একমাত্র কারণ প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি অর্থাৎ প্রবাসী কর্মীদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়নি।

একটি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা, সেবামূলক কার্যক্রম ও উজ্জল ভাবমূর্তি জনসমাজে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ২৫ বছর সময় কম নয়। কিন্তু এক অর্থে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ২১ বছর পর প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করতে উদ্যোগী হয়। গত ২০১২ সাল হতে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ করে কর্মীদের কল্যাণ মূলক সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ সময় হতে প্রবাসী কর্মীদের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের দরজা উন্মোচিত হয়। তাদের কল্যাণে নেয়া হয় অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এসব পদক্ষেপ শুধু সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। শত বাধা ও প্রতিকূলতাকে কে পিছনে ফেলে ২০১২ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদর দপ্তর তার স্বপ্নের নিজস্ব ভবন "প্রবাসী কল্যাণ ভবন' এ স্থানান্তরিত হওয়ার পর হতে মূলত প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কাজ শুরু হয়।

২০১২-২০১৫ সাল। দীর্ঘ ৪ বছর। এ সময়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদর দপ্তর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে স্থানান্তর, কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান ও তাদের জন্য বোর্ডের দরজা উন্মুক্তকরণ, বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে নানামূখী প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ, আধুনিকমানের অফিস স্থাপনসহ দেশ-বিদেশে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যাপক পরিচিতি ঘটে । এ মহৎ কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি তৎকালীন পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) সরকারের উপ-সচিব (বর্তমানে মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর একান্ত সচিব) আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী। যিনি তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আজ এ পর্যায়ে আনতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করবে। দু-একটি উদাহরন দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে প্রবাসী কর্মীদের প্রতি তার হৃদয়ের আকুলতা, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও তার মহত্ত্ব। বিমানবন্দর হতে প্রবাসে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় দেখা যায় তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। আবার বিমানের রানওয়েতে উপস্থিত থেকে অসুস্থ কর্মীর স্ট্রেচার হাতে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠাতে সহযোগিতা। অন্যদিকে পরিচয়হীন প্রবাসী কর্মীর দাফন ও জানাযায় আজিমপুর কবরস্থানে সরব উপস্থিতি। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে এসকল মহৎ কাজ করতে যেয়ে বিভিন্ন মহল থেকে তাকে অসহযোগিতা করা হয়েছে। বিতর্কিত করারও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তার সততা ও মহৎ উদ্যোগের কাছে হার মানতে হয়েছে কুচক্রীদের।

এছাড়া এ কাজে তাঁকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, জনাব ড. জাফর আহমেদ খান ও বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বেগম শামছুন নাহার। আমরা শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করি। মূলত প্রবাসী কল্যাণ ভবনে বোর্ডের সদর দপ্তর স্থান্তরের পর থেকে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে বহুমূখী সেবা প্রদানের বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ৩ জন পরিচালক ও ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ সৃষ্টি হয় এবং একটি অর্গানোগ্রাম চুড়ান্ত হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সাথে যাদের কথা স্মরণ করতে হয় তারা হলেন এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক পরিচালক জনাব ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন (উপ-সচিব), জনাব মোঃ হাসান মারুফ (উপ-সচিব) ও উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনাব মুকতাদির আজিজ। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩ জন পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ নুরুজ্জামান এবং নুরুন আখতার অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের মেধা, যোগ্যতা ও শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিতে আপ্রান চেষ্টা করছেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দও নব উদ্যোমে কাজ শুরু করেছেন স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটিকে বাস্তবে রুপদান করতে।

প্রবাসী কর্মীরা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাদের অবদানের কারণে বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে ১৩%। অথচ স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৪ বছরে তাদের কল্যাণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এত বছরেও তাদের জন্য আইনগত ভাবে কোন বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ গঠন না করাই মূলত তাদের অবদানকেই অস্বীকার করা।

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার কল্যাণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকারাবদ্ধ। আশার কথা দীর্ঘ ২৫ বছর পর হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবে রুপদানে বর্তমান সরকারের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি দায়িত্ব গ্রহণের খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং এ বিষয়ে কার্যকরি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তীর দিকে যাত্রা করা প্রতিষ্ঠানটি স্বপ্নের দিগন্তে পথ চলতে শুরু করবে বলে আশা করা যায়। আমরা মাননীয় মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই।

প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন

বিশ্ব আজ প্রবাসী কর্মীদের অধিকার, কল্যাণ ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আমাদেরকেও বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এটি তাদের অধিকার। যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রবাসী কর্মীর অধিকার কে সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হবে, তা নিম্নরুপঃ

প্রথমত ঃ প্রতিষ্ঠানটির একটি অর্থবহ নামকরণসহ আইনগতভাবে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বোর্ড আইন প্রণয়ন করে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। এর ফলে প্রবাসী কর্মীদের একদিকে যেমন আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হবে, অন্যদিকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠনের ফলে তাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান নানামূখী প্রকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রবাসে কর্মরত ১ কোটি কর্মীর অধিকাংশেরই পরিবার অস্বচ্ছল। দেশে রয়েছে পরিবারের আরও ৪ কোটি সদস্য। অস্বচ্ছল পরিবারের এ বিপুল সংখ্যক কর্মী ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি অবহেলা করা যায় না। এদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সহযোগিতা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য ঢাকায় একটি আধুনিক মানের হাসপাতাল স্থাপন করা অতিব জরুরি। যাতে করে তারা স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ প্রবাসী কর্মীরা পরিবার পরিজন ফেলে দূর প্রবাসে পড়ে আছে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং উন্নত জীবন যাপনের জন্য। সন্তানদের সুন্দরভাবে মানুষ করার জন্য। তাদের আকাঙ্খা থাকে শহরে একটি স্বপ্নের নীড়/বাড়ী তৈরীর। অথচ সামর্থ্য থাকলেও তারা অর্থ বিনিয়োগ করতে সাহস পান না প্রতারণার ভয়ে। তাদের এ স্বপ্ন কে বাস্তবে রুপদান করতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যণ বোর্ড কে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের জন্য বিভাগ/জেলা পর্যায়ে "প্রবাসী পল্লী" প্রকল্প গ্রহণ করা অতিব জরুরি । এ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন বোর্ড আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবে, অন্যদিকে কর্মীরা প্রতারণা হতে রক্ষা পাবে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে।

চতুর্থ ঃ প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোটা সংরক্ষণ, হাসপাতালে শয্যা (বেড) সংরক্ষণ, প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য Re-integration এর ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অথবা জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমীর ন্যায় আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণধর্মী প্রকল্প যেমন-টেইলারিং, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চম ঃ এছাড়া প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে দ্রুত ও হয়রাণি মুক্তভাবে সেবা প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর কার্যক্রমকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এটি করা হলে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে নিরাপত্তাসহ সকল প্রকার আইনগত সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হবে।

বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি কর্মী ও তাদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যসহ মোট ৫ কোটি সদস্যের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে। সরকারের একটি বিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের সরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারের অন্যান্য বোর্ডের ন্যায় কোন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না। অথচ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই বিপুল সংখ্যক অসহায় ও বিপদগ্রস্ত কর্মীর কল্যাণের গুরুদায়িত্ব সরাসরি পালন করছে। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে রয়েছে। সেবা প্রদানে বাংলাদেশে এ ধরণের দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। এজন্য বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের চাকুরিগত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এটা রাষ্ট্রের কাছে বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অধিকার। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং পেনশন সরকারের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেয়ার ব্যবস্থা ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার তথা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রবাসী কর্মীরা স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

আমরা বিশ্বাস করি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি প্রবাসী কর্মীদের অধিকার, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন নতুন ভোরে সেই স্বপ্নের দিগন্তে পথ চলতে শুরু করবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১

মোঃ মামুন অর রশিদ
সিস্টেম এনালিষ্ট (এস এ)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১” লক্ষকে সামনে রেখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদাশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দক্ষতার সাথে এগিয়ে চলছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আই.টি বিভাগ এই ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের ধারক ও বাহক। বিএমইটির কাকরাইলস্থ পুরাতন ডাটা সেন্টার থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আধুনিক নতুন ডাটা সেন্টারে স্থাপনের পর আই.টি বিভাগের সামগ্রীক কাজের গতি ব্যপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের আই.টি বিভাগ বিএমইটির বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের রেজিষ্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট, ডিজিটাল ক্লিয়ারেন্স, ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের সেবা দিয়ে আসছে। তাছাড়া বিএমটিকে আরো আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি কল্যাণ বোর্ডের আই.টি বিভাগ বর্তমানে আরো নতুন নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ফাইল ট্রেকিং সিস্টেম, সফ্টওয়ার একাউন্স সিস্টেম, বিভিন্ন ফাইলের অনুদান সংক্রান্ত ফাইলের তথ্য সমৃদ্ধ সফ্টওয়ারের কাজ এগিয়ে চলছে। বর্তমান আই.টি সিস্টেমে অতি দ্রুত ক্রস চেকিং সহ ফাইল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সফ্টওয়ারের মাধ্যমে প্রতিটি প্রবাসী কর্মীদের অনুদানের চেক প্রদানে স্বচ্ছতা আনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি চেক প্রদানের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যের নিকট এসএমএস এর মাধ্যমে জানানোর জন্য আই.টি বিভাগ কাজ করছে ফলে প্রবাসী কর্মীর পরিবার তা দ্রুততার সহিত তাদের অনুদানের চেক সংগ্রহ করতে পারবে। প্রতিদিন বিমান বন্দর থেকে প্রবাসী মৃত ব্যাক্তিদের তথ্য ডাটাবেজে সংযোগ হওয়ায় ভবিস্থ্যতে ফাইলের তথ্য নিয়ে প্রবাসী কর্মীদের পরিবারকে আর হয়রানীর শিকার হতে হবে না। এছাড়া ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের জন্য একটি ERP Software তৈরীর কার্যক্রম চলমান যা অচিরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের একটি পরিপূর্ণ ডিজিটালাইজেশন অফিসে গড়ে তুলবে। যেখানে এক প্রবাসী কর্মীর পরিবার ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে আবেদন করবে। ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে তার ফাইলের অবস্থান, তথ্য এবং ব্যাংক একউন্টের মাধ্যমে সহজে তার অনুদানের চেক পেয়ে যাবে।

www.wewb.gov.bd এর মাধ্যমে সকল তথ্যসমূহ প্রতিনিয়ত আপলোড করা হয় এবং প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের যে কোন ধরনের কল্যাণ মূলক সেবা পেতে সমস্যা হলে wewbcomplain.wewb.gov.bd এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন এবং অভিযোগ দাখিলের পর প্রাপ্ত ট্রেকিং নাম্বারের মাধ্যমে তার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন।

প্রবাসীদের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী কার্য্যলয়ের অ২র উদ্যোগে চারটি মন্ত্রনালয়ের সমন্নয়ে “Expatriated E-Services” স্থাপনের যে বিশাল কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে, তার প্রধান অংশীদার হচ্ছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। যার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সমন্নয়ে প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমধান সহ একটি পুনাঙ্গ কল সেন্টার স্থাপন করা হবে।

বর্তমানে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড স্মাট কার্ড প্রিন্টিং কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরনের অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম সহ অন্যন্য জেলায় তা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে বিদেশ গমনেচ্ছুকদের আর ঢাকায় না এসে নিজ জেলায় অথবা নিকটবর্তী স্থান হতে স্মাট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। তাছাড়া প্রবাসে বৈধ কর্মীদের ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশীপ প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। যার ফলে বিদেশে বৈধ কমীরা ওয়েজ আনার্স কল্যাণবোর্ডের মেম্বার হয়ে ভবস্থ্যিতে কল্যাণ বোর্ড থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সহ আর্থিক ভাবে সহযোগিতা পেয়ে থাকবে। আই.টি বিভাগ প্রবাসী কর্মীদের পরিবারকে এই ডিজিটাল যুগের সকল সেবা দেয়ার জন্য নিরালস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কল্যাণ

The Wage Earners' Welfare Board (WEWB) of Bangladesh and The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) of Philippines:

A Comparative Scenario & A few Recommendations

Md. Mahmud Ullah Akand
Assistant Director, DEMO, Comilla

Globally, more people than ever seek better lives outside their home countries. 10 million Filipinos live abroad and more than one million Filipino leave the country each year to work abroad. Remittances to the Philippines from around the world continue to grow.A long history of migration is deeply ingrained in the Social, economic, and cultural climate of the Philippines. As one of the largest origin country for migrants, migration has greatly affected the Philippines. Since the 1970s, the Philippines — a country of about 7,000 islands peopled by diverse ethno-linguistic groups — has supplied all kinds of skilled and less-skilled workers to the world's more developed regions. To protect and promote the welfare of migrants worker some core government organization are established, The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)is the one; that leading through the way.

Other hand, each year, more than 400,000 workers leave the Bangladesh for overseas employment. Overseas employment is now considered as major development tools for Bangladesh. By sending remittances the Overseas Bangladeshi worker are putting Bangladesh one step ahead in the Economic stage. Remittances earned from overseas Bangladeshi migrants have played an important role from the perspective of replenishing the foreign exchange reserves of Bangladesh. Remittances in Bangladesh increased to 1137.54 USD Million in November from 1098.46 USD Million in October of 2015. Remittances in Bangladesh averaged 1211.18 USD Million from 2012 until 2015, reaching an all-time high of 1491.36 USD Million in July of 2014 and a record low of 1005.80 USD Million in August of 2013. The welfare of this Overseas Bangladeshi worker and their family at home are provided by the sole government body- under Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment–named Wage Earners' Welfare Board.

Here, we discuss the activities of Wage Earners' Welfare Board (WEWB) and compare it with The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) of the Philippines which is the pioneer country of Sending workers to foreign in Asia region.

"Wages Earners' Welfare Fundestablished is byGovernment in 1990 to extend welfare services to the migrant workers. Currently, the "Wage Earners' Welfare Board" has been established in the name under Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment. Migrant workers and their family members are being assisted through this fund. As per provision no. 19(Ka) of Emigration Ordinance-1982, the fund called "Wage Earners' Welfare Board"(WEWB) has been formed under a promulgation of the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh.

WEWB works on Pre-Departure Briefing, Scholarship program for the children of Expatriates, Welfare Desk at International Airport, Safe Home in abroad, Legal Assistance, Disabled /Sick assistances, Distressed Migrants Worker, Burial of Dead-body Carrying & Burial Cost, Death Compensation, Financial Grant.

WEWB`s fund is a unique fund that created by Migrants workers themselves. Main source of fund is fee for Job seeker`s Registration-200BDT and Clearance-2500/3000BDTwhen they go to abroad.

WEWB is administered by the Board chaired by Secretary,Ministryof Expatriates' Welfare & Overseas Employment. It is headed by the Managing Director.

WEWB is a body of member like all overseas Bangladeshi workers who are going through the process of Enrollment in BMET clearance. It`s mandatory process by law. After that mentioned workers are entitled to various benefit, service and Privilege offered by WEWB.

Benefits & Services of WEWB-

Financial Assistance:This coverage includes BDT 300,000 for death due to natural cause/accidental death by the family member of deceased worker.

Disability and Sickness Benefit: Overseas Bangladeshi workers (OBW) are entitled to disability/Sickness benefits of BDT100,000.

Burial Benefit:Along Side Financial Assistance,BDT 35,000 will be received by legal heirs for burial cost at the time of dead body receiving at airport. Welfare Desk at International`s airport is doing a crucial role to provide this service.

Educational Scholarship Program: Scholarship Programs is an Educational assistance provided to qualified children of Overseas Bangladeshi workers (OBW). The scholarship consists of a maximum BDT 27000 to 9000, which varies in different educational stage.

Repatriation Program:Repatriation is bringing distressed workers back to the Bangladesh. This includes airport assistance and travel back to their own districts. In medical case –hospitalized them to ensure Proper treatment.

The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)is an attached agency of the Department of Labor and Employment (DOLE) and a membership institution. It protects and promotes the welfare of Overseas Filipino Workers (OFWs) and their dependents. It was formerly known as Welfare and Training Fund for Overseas Workers and was organized in 1977. OWWA, as it is commonly known, is present in 31 overseas posts in 27 countries. It also has its regional presence in all the seventeen regions.

OWWA focuses on the welfare of the OFWs and their families. It is present in all three stages of migration: Pre-departure, on-site and upon arrival. Before the first-time workers leave, OWWA educates them on the realities of overseas work. They also undergo basic language training. Abroad, OWWA assists the OFWs whenever they encounter concerns with their employers. Finally, when the OFW is back, OWWA is ready with its livelihood trainings and programs for the OFWs' reintegration.

WWA's fund is a single trust fund pooled from the US$25.00 membership contributions of foreign employers, land-based and sea-based workers, investment and interest income, and income from other sources.

OWWA is administered by the Board of Trustees through the Secretariat. It is headed by the Administrator and Deputy Administrator.

The OWWA is a membership institution. For a US$25.00 membership contribution, an OWWA member is entitled to various benefits and services. Enrollment upon processing of contract at the POEAVoluntary registration of a would-be member at job sites overseas. OWWA membership, either through the compulsory or voluntary coverage's, shall be effective upon payment of membership contribution up until expiration of the employment contract. The member is covered for a maximum of two years after which the membership has to be renewed.

Benefits & Services of OWWA-

Death Benefit:An active member is covered for the duration of his employment contract. The coverage includes PhP(Philippine Peso) 100,000for death due to natural cause and PhP 200,000for death due to accident.

Disability and Dismemberment Benefit: A member is entitled to disability/dismemberment benefits of PhP 50,000 for partial disability and Php 100,000 in case of total permanent disability.

Burial Benefit :On top of death benefit, a rider of PhP 20,000will be received by legal heirs for the funeral expenses.

Educational Program : An OWWA member may avail for himself/herself or his/her duly designated beneficiary any of the following scholarship programs, subject to a selection process and accreditation of participating institutions:

Education for Development Scholarship Program (EDSP) : The Education for Development Scholarship Program is an educational assistance offered to qualified dependents/beneficiaries of member-OFWs. The scholarship consists of a maximum of PhP 60,000 per school year leading to a four-to-five year baccalaureate course in any college or university.

OFW Dependents Scholarship Program (OFW DSP): Educational assistance consisting of a maximum of PhP 20,000 per school year leading to a baccalaureate or associate degree in a state college or university for dependents whose active OFW-member parents receive a monthly salary of not more than USD 400.

Skills-for-Employment Scholarship Program (SESP) : The Skills for Employment Scholarship Program is an educational training assistance where OFWs or their dependents can enhance their vocational and technical skills. It consists of a maximum of PhP 14,500 per course in any TESDA (Technical Education and Skill Development Authority)-accredited school.

Seafarer's Upgrading Program (SUP) : The Seafarers' Upgrading Program is designed to upgrade the skills and develop the expertise of Filipino seafarers. First availment consists of a maximum of Php7, 500 training assistance. Availment in another training course is every after three (3) recorded membership.

Education and Livelihood Assistance Program (ELAP) : Education assistance for survivors of a deceased OFW consisting of PhP5,000 for elementary, PhP 8,000for high school and Php10,000 for college per school year and livelihood assistance amounting to Php 15,000 is given to the surviving spouse.

Repatriation Program: Repatriation is bringing distressed workers back to the Philippines. This includes airport assistance, temporary shelter at the OWWA Halfway House, and provision for their travel back to their provinces.

Reintegration Program: The Reintegration covers two (2) major components – economic and psycho-social components.

The economic component includes social preparation programs for livelihood projects or community-based income generating projects, skills training and credit facilitation and lending.

The Psycho-social components includes community organizing program or organizing of OFW family circles and services like social counseling, family counseling, stress debriefing, and training on capacity building, value formation, etc.

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সৃষ্টি ও তার অগ্রযাত্রা

খুরশীদ আলম
উপ-সহকারী পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

পটভূমি ঃ

সেবার মহান ব্রত নিয়ে সৃষ্ট ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। সৃষ্টির সাথে জড়িয়ে আছে হাজারও মাইল দূরে পরিবার-পরিজন ছেড়ে পড়ে থাকা কোটি মানুষের স্বপ্ন। সুখের স্বপ্নীল প্রত্যাশায় অচিনপুরে যাদের গন্তব্য। জীবিকার প্রয়োজনে বিশ্বের ১৬০টি দেশে কর্মসংস্থানের সন্ধানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি কর্মী। তাদের সাথে জড়িয়ে আছে পরিবারের আরও প্রায় ৪ কোটি সদস্য। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, একনিষ্ঠতার জন্য বিশ্বে বাংলাদেশি শ্রমিকদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। প্রবাসী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বৈদেশিক রেমিটেন্স হিসেবে প্রায় ১৫ (পনের) বিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে। যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

পরিবার-পরিজনকে নিয়ে স্বচ্ছলতার সাথে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার আশায় আপনজনকে ছেড়ে দূর প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে দেশের অর্থনৈতির চাকাকে বিশ্বের দরবারে গৌরব উজ্জ্বল আসনে সমুন্নত করছেন যারা, তাঁর ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণেই সৃষ্টি হয়েছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। প্রবাসী কর্মীদের সুখে-দুঃখে পাশে থেকে আগামীর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের দীর্ঘ ২৫ বছরের নিরন্তন পথচলা।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অগ্রগতি

প্রবাসে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং, মৃতদেহ আনয়ন, আর্থিক অনুদান, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ প্রদানসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালের ১৫ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল (বর্তমানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড) নামে একটি তহবিল গঠন করেন। প্রবাসী কর্মীদের সেবামূলক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তীতে "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা- ২০০২" নামে একটি বিধিমালা জারী করা হয়। প্রবাসী কর্মীদের জন্য বহুমূখী সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জারী হয়েছে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা-২০০৪ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১০। এ অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম ডিজিটাল করণের লক্ষ্যে অটোমেশন পদ্ধতি অতি শীঘ্রইচালু হচ্ছে।

বোর্ড প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান অনস্বীকার্য

যাদের অবদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আওতাধীন ঢাকাস্থ ইস্কাটনে বহুতল বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবন ও গুলশান- ভাটারায় প্রবাসীদের জন্য নির্মিতব্য হাউজিং প্রকল্প গ্রহণসহ এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাবেক সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সচিব, জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন মন্ডল ও সচিব, ড. জাফর আহমেদ খান (বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব)। এছাড়া কল্যাণ বোর্ডের অগ্রগতির পেছনে যাদের অবদান অপরিসীম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা সাবেক মহা-পরিচালক জনাব এস, এম ওয়াহিদুজ্জামান ও জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সাবেক পরিচালক সর্বজনাব মোঃ আজিজুল হক, মোঃ সফিকুর রহমান চৌধুরী, মোঃ মনজুর রহমান ও মোঃ মঞ্জুরুল হক। পরবর্তীতে সরকারের প্রশাসন ক্যাডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালক (কল্যাণ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন ড. মোঃ কাওসার, বেগম মাফরূহা সুলতানা (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) ও মুঃ মোহসিন চৌধুরী (বর্তমানে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব) তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, প্রজ্ঞা ও দিক নির্দেশনায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে সুপরিচিত একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আজ ২৫ বছর অন্তে "রজত জয়ন্তী" উপলক্ষে এ সকল কর্মকর্তাগণ কল্যাণ বোর্ডের স্মৃতিতে অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য সাবেক মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে স্থানীয় সরকার, মন্ত্রী)-মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-কে বিএমইটির স্বল্প পরিসর হতে ঢাকাস্থ ইস্কাটনে গার্ডেনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তরিত করে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়ন, কল্যাণ বোর্ডের আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক কার্যক্রমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এসকল কাজে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বেগম শামছুন নাহার ও সাবেক পরিচালক জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

কর্মপরিকল্পনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, বিএসসি মহোদয়ের নির্দেশে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে একটি আধুনিক যুগোপযোগী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। প্রবাসী কর্মীদের গৃহীত সেবামূলক কার্যক্রম দ্রুত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম ডিজিটাল অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে প্রবাসীদের জন্য গৃহীত সেবাসমূহ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এবং দীর্ঘসূত্রিতা, হয়রানী ও প্রতারণা থেকে সেবা গ্রহীতারা রক্ষা পাবেন। এছাড়া প্রবাসীদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অধীন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে-

- হাসপাতাল/ডায়গনস্টিক সেন্টার স্থাপন;
- বিভাগ/জেলা পর্যায়ে প্রবাসী কর্মীদের জন্য হাউজিং প্রকল্প (প্রবাসী পল্লী) স্থাপন;
- কর্মীদের জন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা;
- প্রত্যাগত কর্মীদের কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা;
- কর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে কোটা সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- কর্মী এবং তাদের পরিবারের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কোটা সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের a2i এর সহযোগিতায় "কল সেন্টার" স্থাপন;

"প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন" প্রণয়ন

যাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের অর্থনীতির চাকাকে সদা সচল রাখছেন সে সকল প্রবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারকে বহুমূখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল সেবাধর্মী কার্যক্রমকে আইনগতভাবে শক্ত ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিক-নির্দেশনায় "প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করি।

উপসংহার ঃ

প্রবাসী কর্মী ও তার পরিবারের কল্যাণে সৃষ্ট ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অধীনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সেবাধর্মী গৌরবময় কাজের আত্মনিয়োগ করে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছে। আপনজনকে ছেড়ে যারা প্রবাসে কর্মরত এবং প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ''রজত জয়ন্তী'' উপলক্ষে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও কৃতজ্ঞতা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের "রজত জয়ন্তী" উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক প্রবাসীদের কল্যাণে যে সকল কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে তাঁদের প্রতি সঠিক সম্মান দেখানো হবে। এর ফলে প্রবাসী কর্মীগণও আরও উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখবেন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

হৃদয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

মোঃ আব্দুল কাদের
উপ-সহকারী পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির সূচক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে যখন সমগ্র বিশ্ববাজারে মন্দা ভাব বিরাজ করছিলো তখনো বাংলাদেশের অর্থনীতি নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে। শুধুমাত্র প্রবাসী ভাই-বোনদের প্রেরিত রেমিটেন্সে। আজ সকলে গর্ব করে বলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক বেশী।কিন্তু তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে এই রিজার্ভের পিছনের চালিকা শক্তি কারা? আর তাদের জন্য আমাদের কি করণীয়? তাদের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধার কথা মাথায় রেখে ১৯৯০ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল, যা আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

সেবার মহান ব্রত নিয়ে যার সৃষ্টি হয়েছিল। দূর প্রবাসে পড়ে থাকা বাংলাদেশি, যারা তাদের পরিবার-পরিজনদের দেশে রেখে হাজার-হাজার মাইল দূরে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের মাঝে সামান্যতম হলেও এতটুকু আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে এই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। প্রবাসী ভাই-বোন এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে ২৫ বছর ধরে কাজ করছে যে প্রতিষ্ঠানটি আজ তার রজত জয়ন্তী।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কাজ করে থাকে। যেমন, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রবাসে আহত বা পঙ্গু কর্মীদের দেশে বা বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, মৃত কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন সহ পরিবারকে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান, আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট থেকে বকেয়া বেতন ও ইন্স্যুরেন্সের টাকা আদায়, দুর্ঘটনায় মৃত কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্বক তার পরিবারের নিকট বিতরণ ব্যবস্থা করা।

এছাড়া বিদেশগামী কর্মীগণ যে দেশে যাবেন সে দেশের রীতি-নীতি, ভাষা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে যেন কিছুটা অবগত হয় এজন্য তাদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। প্রবাসে যে সকল কর্মী তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের আশ্রয়ের জন্য সেফই হোম প্রতিষ্ঠা, আটক কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা, বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের সহায়তার জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, প্রবাসী কর্মীগণ যারা অর্থিক ভাবে অসচ্ছল তাদের সহায়তার লক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তহবিলে ৯৫ কোটি টাকা প্রদান। দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান সহ কর্মীর কল্যাণে নানাবিধ কাজ করেছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা, প্রত্যাগত কর্মীদের ডাটাবেজ তৈরীপূর্বক পূনর্বাসনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

অভিবাসীদের কল্যাণে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৮৪৫/১৫৮/১৯৯০ নম্বর প্রস্তাবে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার নিয়ে আর্ন্তজাতিক কনভেনশনে গৃহীত যে ৯৩টি ধারা রয়েছে, তার প্রায় সব কটি অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার কে সুরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে অভিবাসীদের কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে কর্মীর কল্যাণে ফিলিপাইন এবং শ্রীলংকা এ দু'টি দেশের নাম জানা যায়।

ফিলিপাইনে অভিবাসীদের কল্যাণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে Overseas Workers Welfare Administration নামে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর এর অধীনেই Overseas Workers Welfare Administration Board এটি সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি বোর্ড। যার অর্থ সরবরাহ করে থাকে অভিবাসী কর্মীগণ। শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনের অনুকরণে প্রবাসী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে Srilanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) প্রতিষ্ঠায় ১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশ জারি করে এবং ১৯৯৪ সালে তা আইনে পরিনত হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডও ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার মতো অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে সদা নিবেদিত রয়েছে।

প্রায় এক কোটি প্রবাসী এবং এদেশে তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের আরো পাঁচ কোটি সহ মোট প্রায় ছয় কোটি মানুষের কল্যাণের গুরুদায়িত্ব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। স্বল্প জনবল নিয়ে গত ২৫ বছর যাবত নিরন্তর ভাবে কাজ করে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। আজ সময় এসেছে এই কল্যাণ বোর্ডকে ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার ন্যায় গতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো। কারণ কল্যাণ বোর্ড যত বেশী গতিশীল হবে প্রবাসীদের কল্যাণও ততবেশী তরান্বিত হবে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রবাসী কর্মীদের যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এবং যারা এই প্রবাসীদের কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করে রেখেছেন তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য "প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন প্রণয়ন" করে এটিকে যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো একান্ত অপরিহার্য। আর এটি বাস্তবায়িত হবে প্রবাসী ভাই-বোনেরা দেশের সুনাম বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

শত প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে যারা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

ভালোবাসার এক ফালি চাঁদ

মোঃ আবু সাঈদ
উপ-সহকারী পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার একটি গ্রামের নাম নওপাড়া। আমাদের নওপাড়া যেতে হবে। ঐ গ্রামে আব্দুল করিম নামে জনৈক ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সিঙ্গাপুরের শ্রম আইন অনুযায়ী এ ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃতের পরিবারকে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। সিঙ্গাপুরের কোম্পানীগুলো FAS ফরম নামে কতগুলো কাগজ প্রেরণ করে। কাগজগুলো পূরণ করে উক্ত দেশে পাঠাতে হয়। এই FAS ফরম এর সঠিকতার উপর মৃতের প্রকৃত ওয়ারিশদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি জড়িত। অর্থাৎ কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে অথবা তথ্য গোপন করা হলে অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে কিংবা বেহাত হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট লোকাল অফিসকে FAS ফরম এর সঠিকতা যাচাই করার জন্য সরেজমিনে গমন করতে হয়। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমাদের নওপাড়া গমন।

পথ জানা নেই। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা পাওয়া গেল। সেই মোতাবেক সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল মালিক এবং আমি মুন্সিগঞ্জের ডিসি অফিসের সামনে এসে নওপাড়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিএনজিতে উঠলাম। ডিসি অফিসের সামনে থেকে মুন্সিগঞ্জের সব স্থানে যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের মত। পিছনের সীট বুক্ড হওয়ায় সহকারী পরিচালক মহোদয় এবং আমি সিএনজি চালকের পাশে বসলাম। এডি মহোদয় চালকের বামপাশে আর আমি ডানপাশে। লিচুতলা হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দিয়ে সিএনজি মুক্তারপুর ব্রীজের দিকে যাচ্ছে। লিচুতলার বিষয়ে স্থানীয় একজনকে জিঙ্গাসা করেছিলাম। এক সময় নাকি স্থানটিতে দৈত্যাকার লিচু গাছ ছিল। ঐ গাছের নাম অনুসারে স্থানটির নাম লিচুতলা হয়েছে। আর মুন্সিগঞ্জের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মুক্তারপুর ব্রীজ অন্যতম।

চালককে বললাম ইছাপুর যেতে কত সময় লাগবে। নওপাড়া সরাসরি যাওয়ার রাস্তা নেই। ইছাপুর হয়ে শ্রীনগর তারপর নওপাড়া । চালক বলল ঘন্টাখানেক লাগে। তবে রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তাই সময় কিছুটা বেশি লাগে। মনে মনে ভাবলাম খবর আছে। একেতো চাপাচাপি তার উপর রাস্তা ভাঙ্গা। কিছুদূর যাওয়ার পরই শুরু হলো ঝাঁকুনি আর ধুলা উড়া। আমি পকেট থেকে চায়না মাস্ক বের করে পরলাম। ধুলায় আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই পকেটে সব সময় একটা চায়না মাস্ক রাখি।

সিএনজি ইছাপুরের দিকে চলছে। কি সুন্দর! অপরূপ দৃশ্য। রাস্তার দুপাশে গাছ-গাছালি, লতা-গুল্মে ভরপুর। পুরো রাস্তা ছায়া ঢাকা। রোদ্রের খরতাপ থাকলেও বুঝতে পারছিনা। ফসলের মাঠ, ঘরবাড়ি, কিছুদূর পরপর ছোট ছোট খাল, খালের উপর কালভার্ট, বেইলী ব্রীজ, বাড়ির সামনে কচুরীপানায় পূর্ণ ডোবা- সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। গ্রামের নর-নারীরা কচুরীপানা সরিয়ে ডোবার পানিতে গোসল করছে। নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, কেনো সংকোচ নেই, কোনো কৃত্রিমতা নেই। কি আন্তরিকতা! কি চমৎকার! ঢাকার চার দেয়ালে বসে সত্যিই উপলব্ধি করা যায় না।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর আমরা ইছাপুর পৌঁছিলাম। ইছাপুর হতে ব্যাটারিচালিত থ্রি হুইলারে চড়ে আমরা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ইছাপুর হতে শ্রীনগরের রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভালো। দুপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছি। এডি মহোদয় বললেন মুন্সিগঞ্জ পোস্টিং না হলে এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেয়া হতো না। আমি বললাম ঠিক তাই, তবে বিড়াল কম ঠেলায় তুলা গাছে ওঠেনা। উনি হাসলেন। আমিও হাসলাম। তারপর বলালাম দেখেন না এমবিবিএস ডাক্তাররা কেউ গ্রামে আসতে চায় না। আসলে আমরা কেউই ফিল্ডে কাজ করতে চাইনা। অথচ আমাদের সবারই মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থাকা উচিৎ। কারণ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের উপর টেকসই উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল।

শ্রীনগর পৌঁছিতে আমাদের এক ঘন্টা লাগল। শ্রীনগর হতে ব্যাটারিচালিত রিক্সায় চড়ে আমরা নওপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অসম্ভব ভালো লাগা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল, হালকা ঠান্ডা বাতাস, শীতের আমেজ, দুপাশের ধানকাটা ক্ষেত, প্রকৃতির নিরবতা- এ যেন অন্যরকম অনুভূতি। কখন যে নওপাড়া পৌঁছে গেছি টেরই পায়নি। রিক্সা হতে নেমে আমরা পায়ে হেঁটে গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে মিনিট পাঁচেক পর মৃতের বাড়িতে পৌঁছিলাম।

মৃতের বড় ভাই আমাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলন। সবজি দিয়ে ডাল রান্না আর ফার্মের মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খারাপ লাগেনি। তবে খারাপ লেগেছে মৃতের স্ত্রীকে দেখে। বয়স বিশ-পঁচিশ হবে। দু সন্তানের জননী। একজন ছেলে অন্যজন মেয়ে। জীবনের বেশিরভাগ সময় পড়ে আছে। কি করবে সে? কি করা উচিৎ তার? বৃদ্ধ মায়ের অপলক নেত্র। চোখের কোনে পানি। হয়তো মনে মনে আল্লাহকে বলছেন এই পৃথিবী ছেড়ে কার আগে চলে যাওয়ার কথা আর কে আগে যায়। নাবালক সন্তানদের দেখে মনে মনে ভাবলাম ওরা আর কোনদিন বাবাকে ডাকতে পারবে না, বাবার কথা শুনবে না, বাবার আদর পাবেনা। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। "মানুষের যত আশা বৃথা হয়ে যায় আল্লাহর যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হয়"।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমরা অফিসিয়াল কাজ সম্পাদন করে নওপাড়া হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রথমে নওপাড়া হতে রিক্সায় শ্রীনগর এলাম। তারপর শ্রীনগর হতে ঢাকাগামী একটি সীটিং বাসে উঠলাম। সিএনজির মতো বাসেও আশানুরূপ সীট না পাওয়ায় একেবারে পিছনের সীটে বসতে হলো। আমার পাশে একটি সীট ফাঁকা আছে। একজন মেয়ে গাড়িতে উঠলো। সীট নেই ভেবে নেমে যেতে চাইল। হেলপার বলল, আপা, পিছনে একটি সীট ফাঁকা আছে। আপনি চাইলে বসতে পারেন। মেয়েটি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। পরে কি যেন ভেবে বসে পড়ল।

মেয়েটি আমার বাম পাশে বসেছে। ফর্সা, সুন্দরী, হালকা-পাতলা গড়ন। ঠিক যেন জীবনান্দদাশের বনলতা সেন। গাড়ি চলছে। বাতাসে ওড়া চুলগুলো ওর সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। মাঝে মধ্যে ওর এলোমেলো লম্বা চুলের দু একটি আমার গায়ে-মুখে পড়ছে। আমি বিব্রত হচ্ছি আবার কিসের যেন অনুভূতি মনে শিহরণ জাগাচ্ছে। রাস্তা মসৃণ নয়। গাড়ি মাঝে মধ্যেই ঝাঁকুনি খাচ্ছে। পিছনে বসার এই একটি সমস্যা। ইচ্ছা না থাকলেও নাগর দোলার মতো দুলতে হয়। সামনে স্পীড ব্রেকার। চালক হয়তো একটু আনমনা ছিল। বর্তমানের চালকগণ একটু আনমনাই থাকে। কারণ ওদের শিক্ষিত হওয়ার দরকার নেই, প্রশিক্ষণ নেয়ারও দরকার নেই। শুধুমাত্র গরু, ছাগল, ভেড়া চিনলেই হয়। হাত বাড়ালেই ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাওয়া যায়। চালক তাই স্পীড ব্রেকার দেখে নাই। গাড়িটা একটু বেশি জোরে ঝাঁকুনি খেল। মেয়েটি আও! বলে চিৎকার দিল। এটা দোষের কিছু নয়। মেয়েদের স্বভাবজাত। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। ওরা একটু বেশিই অভিনয় করে। মেয়েটি বলল এভাবে যাওয়া যায়! আমি বললাম মানুষের জীবনে সব ধরনের অভিজ্ঞতাই থাকা প্রয়োজন। মেয়েটি মুচকি হাসলো। তারপর বলল কোথায় যাবেন? আমি বললাম শ্যামলী। এভাবে আমাদের মধ্যে কথোপোকথন শুরু হলো। মেয়েটি বলল আপনাদের পেয়ে ভালোই হলো, আমিও শ্যামলী যাবো, আপনাদের সাথে যাওয়া যাবে।

ঃ এতটা বিশ্বাস করছেন কেন?

ঃ আপনাকে দেখে খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না- মেয়েটি বলল।

ঃ আপনি কি করেন?

ঃ মাস্টার্সে পড়ি, ইডেন কলেজে।

এভাবে কথা এগুতে থাকল। আস্তে আস্তে পরিচয় তারপর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে অনে কথা হলো। কারো কথাই যেন শেষ হতে চায় না। গাড়ী কখন যে শ্যামলী পৌছে গেছে বোঝা যায় নাই। আমি বললাম শ্যামলী এসে গেছি, চলেন নেমে পড়ি। মেয়েটি বলল, এতো তাড়াতাড়ি! আমি বললাম দেড় ঘন্ট পার হয়ে গেছে। মেয়েটি বলল আপনার সাথে কথা বলতে বলতে এতটাই মজে গিয়েছিলাম যে, বুঝতেই পারি নাই এতটা সময় চলে গেছে। আমি বললাম ঠিক তাই। আবার কবে দেখা হবে- মেয়েটি বলল। আমি বললাম দেখা হয়তো হবে না তবে কথা হতে পারে। মেয়েটি বলল কি ভাবে। আমি বললাম মোবাইল ফোনে। মেয়েটি সম্বিত ফিরে পেল। মুচকি হেসে বলল, ও, আচ্ছা। এরপর উভয়ের ফোন নম্বর বিনিময়ের পর আমি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

গান গাইতে ইচ্ছা করছে। মানুষ প্রেমে পড়লে নাকি গান গায়। তবে কি আমি মেয়েটির প্রেমে পড়েছি! না, প্রেম তো দীর্ঘ মেয়াদী একটি বিষয়। হঠাৎ দেখায় কী কারো প্রেমে পড়া যায়! তাহলে আজ এতো ভাল লাগছে কেন, গান গাইতে ইচ্ছা করছে কেন? নিশ্চয়ই মেয়েটিকে ভালবেসেছি। হ্যা, আমিতো স্নিগ্ধাকেও ভালবাসি। বিবেক না থাকলে নাকি মানুষ হওয়া যায় না। যাত্রা দলের বিবেকের মত আমার বিবেকও বলছে- একা কতজনকে ভালবাসবে, হে বৎস! আমি বলি ভালবাসার কি কোন শেষ আছে। যদি বলা হয় মানুষকে ভালবাস তাহলে কি পৃথিবীর ছয়শো কোটি মানুষকে ভালবাসা বোঝায় না? তাই যদি হয় তাহলে দু একজন ভাল লাগার মানুষকে ভালবাসলে বড় বেশি অন্যায় হবে? হঠাৎ বৃষ্টির মত হঠাৎ দেখা মেয়েটিকে ভালবাসি, যেমনটি ভালবাসি স্নিগ্ধাকে (কোন একজনকে আমার দেয়া নাম)।

মুন্নী,

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে তোমার সাথে আমার পরিচয়। তারপর অনেক কথা, ভাললাগা এরপর ভালবাসা। তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি জানোনা, জানবে না কোনদিন। স্নিগ্ধাও জানেনা, ওকে কত ভালবাসি।

আমার হৃদয়াকাশে তোমাদের প্রতি আমার পবিত্র ভালবাসা এক ফালি চাঁদ হয়ে রইবে আজীবন।

বিএমইটি'র কল্যাণ শাখা থেকে আজকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

মোঃ নিজামউদ্দিন পাটোয়ারী
সভাপতি
নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারি সমিতি
বিএমইটি, ঢাকা।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাহত, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও যুদ্ধফেরৎ লোকদের বেসামরিক পেশায় পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সরকার 'রিসেটেলমেন্ট এন্ড এমপ্লয়েমেন্ট' নামে একটি স্বল্প মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্র বা এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং বর্তমানে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) হিসেবে পরিচিত। ৫টি ডিইএমও এবং ৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) Ministry of Labour, Social Welfare, Cultural affairs & Sports এর অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে ৪২টি জেলায় একটি করে মোট ৪২টি ডিইএমও সৃষ্টি করা হয়।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠন জাতির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হয়। তখন ঘনবসতিপূর্ণ বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। চাকরি প্রার্থী বেকার যুবকদের বায়োডাটা সংগ্রহপূর্বক তা দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন এবং চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জগুলো কাজ করছিল। কিন্তু বেকার জনসংখ্যার তুলনায় দেশে কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ না থাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে বাধ্যতামূলকভাবে ডিইএমওসমূহকে অবহিত করার জন্য পরিপত্র জারী করা হয়। বেকার যুবশক্তিকে এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জে মাত্র ১০/- (দশ) টাকায় নাম নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়। তখন চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রের রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত রেলওয়ে বা এজিবি অফিসে চাকুরির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হতো না। ফলে এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জগুলো আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

শুরুতে বৈদেশিক চাকরিতে গমনের জন্য তেমন আগ্রহী প্রার্থী পাওয়া যায়নি। ফলে এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জগুলো বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা, হাট-বাজার-গঞ্জে মাইকিং করে বিদেশগামী কর্মী সংগ্রহ করে। যারা সাহস করে বিদেশে চাকুরি করতে গেছেন তারা নিজ নিজ আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদেরকে অনুসরণ করে দেশের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যেতে আগ্রহী হয়েছেন। এক্ষেত্রে কর্মী নিজে যেমন আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছেন একইভাবে কর্মীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক রেমিটেন্সও আজ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের আইএলও কনভেনশনের ৮৮ নং ধারা মোতাবেক দক্ষ কর্মী তৈরি, বিদেশে কর্মী প্রেরণ ও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ সাধনে ৬ এপ্রিল, ১৯৭৬ সনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে বিএমইটি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় এবং ১৯৯৭ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ২০০১ সন হতে নতুন সৃষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হচ্ছে।

জনশক্তি প্রেরণে বিএমইটি'র পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে রিক্রুটিং এজেন্সীকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয়, যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বিএমইটি'র হাতে ন্যস্ত করা হয়। বিদেশগামী

কর্মীদের নাম নিবন্ধন, বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণকালে কর্মীদের প্রদত্ত কল্যাণ ফি (সরকার নির্ধারিত) ইত্যাদি অর্থ বিএমইটি'র মহাপরিচালক মহোদয়ের নামে প্রশাসন ও অর্থ শাখার সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হয়। উক্ত অর্থ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে কল্যাণ শাখা নামে আলাদা একটি শাখা চালু করা হয়। একজন সহকারী পরিচালকের অধীনে একজন প্রধান সহকারী ও একজন অফিস সহকারী কল্যাণ শাখায় কাজ শুরু করেন। রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স প্রদানকালে যে নগদ জামানত গ্রহণ করা হয় এর সুদ হিসেবে প্রাপ্ত টাকা, যে সকল রিক্রুটিং লাইসেন্স বাতিল হয়, সে সকল রিক্রুটিং এজেন্সীর জামানতের আইনগত কোন পাওনাদার না থাকলে উক্ত অর্থ, প্রত্যেক বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে কল্যাণ ও ব্রিফিং ফি, বাংলাদেশ মিশনে গৃহীত কনস্যুলার ফি'র উপর ১০% হারে সারচার্জ, দূতাবাস কর্তৃক চাকুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র সত্যায়ন ফি এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে প্রাপ্য অনুদান কল্যাণ শাখায় জমা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮/০৩/১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত কল্যাণ শাখায় জমাকৃত টাকার পরিমান দাড়ায় ১,৩৭,৯৩,৯৫৩/- (এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ তিরানব্বাই হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা। এ তহবিল হতে প্রবাসীদের কল্যাণে খরচ করার আর্থিক ক্ষমতা বিএমইটি'র মহাপরিচালকের উপর ন্যাস্ত করা হয়। ২১/১২/১৯৯৪ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে জনপ্রতি ১০০/- (একশত) টাকা এবং তৎপরবর্তীতে কল্যাণ ফি জনপ্রতি ৩০০/- টাকা ও ব্রিফিং বাবদ জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে ধার্য করা হয়। বৃদ্ধি পেতে থাকে তহবিল।

মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে জনশক্তি প্রেরণ প্রক্রিয়া ১৯৭৬ সালে শুরু হয়ে তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের অসময়ে চাকুরিচ্যুতি, নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাকুরির শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থতা, কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে সুচিকিৎসার অভাব, নিয়োগ সংক্রান্ত দলিলাদি সঠিক না থাকার দরুন চাকুরী না পেয়ে বিদেশে নিরাশ্রয় হওয়ার ও কপর্দক শূন্য অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও স্বগৃহে গমনের মত কোন অর্থই তাদের হাতে থাকে না। ফলে প্রবাসে কর্মরত এ সকল কর্মীদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি সরকারের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫/০৩/১৯৯০ হতে ০৭/০৩/১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী বাহরাইনে অনুষ্ঠিত "মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ও শ্রম এ্যাটাচীদের সম্মেলন" এ প্রবাসীদের কল্যাণের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রবাসীদের কল্যাণে একটি তহবিল গঠনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে একমত পোষন করেন। মাননীয় মন্ত্রী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরই নির্দেশনামতে ২৩/০৪/১৯৯০ তারিখে তৎকালীন সচিব জনাব কাজী সামসুল আলম মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করেন। সারসংক্ষেপে একইদিনে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্বাক্ষরপূর্বক তা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ২৬/০৪/১৯৯০ তারিখে সারসংক্ষেপটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঐদিনই "আমার অনুমোদন আছে" মর্মে স্বাক্ষরপূর্বক অনুমোদন করেন।

সারসংক্ষেপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং নিয়ে বহির্গমন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ১৯(ক) নং ধারার আওতায় "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৫/১১/১৯৯০ তারিখে তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে এ তহবিলের যাত্রা শুরু হয়। প্রজ্ঞাপনটি ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। যদিও প্রজ্ঞাপনটিতে ০১/১১/১৯৯২, ২১/১২/১৯৯৪, ১৭/০২/১৯৯৯ তারিখে এবং পরবর্তীতে আরো সংশোধনী আনয়নসহ বর্তমানে 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' নামে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে।

যাদের শ্রম ও ঘামে বিএমইটি'র কল্যাণ শাখা আজকের 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' সে সকল সৃষ্টিশীল মানুষদেরকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা। বর্তমানে যারা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে কর্মরত আছেন তাদেরকেও আমার উষ্ণ অভিনন্দন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ২৫ বছর পদার্পন উপলক্ষ্যে কর্মকতা-কর্মচারি সমিতির উদ্যোগে আজ Silver jubilee উদ্‌যাপন করছে।প্রবাসীদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ভবিষ্যতে আরও গতিশীল ও টেকসই হবে এবং সগৌরবে ৫০ বছর পর Golden Jubilee, ৬০ বছর পর Diamond Jubilee, ৭০ বছর পর Platinum Jubilee, ১০০ বছর পর Centennial Jubilee উদ্‌যাপন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আলোকিত করে নিজেকে আলোকিত করুন পৃথিবী

মোঃ আল-আমিন
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

আলোকিত একজন মানুষ দেশ ও জাতির জন্য সম্পদ স্বরূপ। তারা শুধু নিজেকেই আলোকিত করে না তারা তাদের কাজ ও কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকেও আলোকিত করে। নৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র আপনাকেই আলোকিত করবে না, এমনকি আপনার পরিবার পরিজনের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনের মধ্যেও একটি ভালো ধারণার সৃষ্টি করবে। তবে আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য এবং একজন সুস্থ মনের মানুষ হওয়ার জন্য দেশের একজন সম্পদ হওয়ার জন্য আপনাকে সবসময় আত্মউন্নয়ন (Self Development) এর চর্চার উপর থাকতে হবে। মনে মনে এভাবে সিদ্ধান্ত নিন, যতদিন বাঁচবো অবশ্যই ভাল কিছুর জন্য বাঁচবো। আপনি যদি প্রতিনিয়ত আত্মন্নোয়ন বা সমৃদ্ধির ওপর অনুপ্রেরণামূলক নিবন্ধ পাঠ এবং এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পড়েন, তবে আপনার সে চর্চার অনেকাংশই পূরণ হবে। কারণ আত্মন্নোয়নমূলক বা অনুপ্রেরণামূলক নিবন্ধ যদি আমরা পড়ি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাই তাহলে নিজেকে অবশ্যই একজন ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। শুধু তাই নয় এ শিক্ষার আলো অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে, তাকেও বিশেষ নৈপূণ্যের অধিকারী করা সম্ভব। কারুরই এটা ভাবা ঠিক নয় যে, এসব নিবন্ধ পড়ে শুধু তা পালন করলেই বুঝি দীর্ঘস্থায়ী সুখ করায়ত্ব হয়ে যাবে। নিজেকে সঠিকভাবে তৈরী করার চেষ্টা করলেই তা যে সুখী হওয়ার নিশ্চয়তা দেবে তা ঠিক নয়, কেননা সুখী হতে শুধু একটি বিষয়ই নয় বরং অনেকগুলি বিষয় কাজ করে। কেউ যদি ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘ দিনযাবৎ মনোনিবেশ সহকারে এসব নিবন্ধ পড়ে, তবে অবচেতনভাবেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রভাবিত ফল এনে দিতে পারে। বিভিন্ন ধরণের আত্মউন্নয়ন সম্পর্কিত নিবন্ধ পড়লে সেগুলি আমাদের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে। আপনি যদি নিজেকে অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে সবসময় একটা সম্ভাবনা ও সুযোগ থেকেই যায় এবং আপনার যদি তীব্র ইচ্ছা থাকে তবে সেই তীব্র ইচ্ছেটাই আপনাকে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।

শুধুমাত্র পড়ার জন্য পড়লে হবে না বরং সেইসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা বা অন্তরায় দূর হয়ে যায়। ঐসব বিষয় খুঁজে বের করে তা নিরসন করতে হবে। যদি একটি চেতনা বা আগ্রহ সবসময় আমাদের মনে থাকে তাহলে এ সম্পর্কিত নিবন্ধ বা বইপত্র পড়ি আর না পড়ি জীবনের সমৃদ্ধির সম্ভাবনার পথে আমরা অবশ্যই ধাবিত হতে পারবো। এগুলো প্রয়োজন এজন্য যে আমাদের অবচেতন মনে এ প্রক্রিয়া সরাসরি একটা গভীর প্রভাব ফেলে আমাদের চেতনাবোধ এবং আত্নপোলব্ধিকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে ফেলে। অর্থাৎ আপনার মধ্যে যে সুপ্ত ক্ষমতা আছে তাকে বিকশিত করার জন্য বই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আত্মন্নোয়নমূলক বই মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। আমরা কেউ জন্মগতভাবে একশতভাগ বা পরিপূর্ণরুপে সঠিক নয়। তাই ভুল করা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলেই বিভিন্নভাবে আরও তীক্ষ্ণ ও নৈতিকতার অধিকারী হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের কোনো না কোনো দিককে সমৃদ্ধ করার সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়। এই তাগিদ বা আগ্রহ কতটুকু বাড়াতে পারি তার ওপর নিজের জীবনের বা ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন নির্ভর করে। যখন আমাদের সামনে একটা পরিস্কার চিত্র থাকে যে আমরা কারা, তাহলে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকবো যে, আমাদের কি করা উচিৎ এবং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি হবে। আমাদের অবচেতন মনের গতিধারা পরিবর্তনের জন্য আমরা তৈরী হতে পারলে সহজেই আমরা সেইসব কলাকৌশলও শিখে ফেলতে পারবো যা আমাদের স্বভাব পরিবর্তনেও দারুণভাবে কাজ করবে।

নিজের চাহিদা এবং আগ্রহকে না হারিয়ে সফল হওয়ার লক্ষ্যে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবসময় জয়ী হতে চেষ্টা করুন, আর যদি মাঝে মাঝে ব্যর্থ হন তাহলে হতাশ হবেন না, মন ভেঙ্গে ফেলবেন না। যে রকমভাবে আমরা উন্নয়নের চেষ্টাই করি না কেন, তা কোনোভাবেই জীবনের সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে না। এজন্য প্রাচ্য দেশীয় ধর্মে আছে–"জীবনে

সবদিক থেকে সম্পূর্ণ হতে হলে, এক জীবনে তা সম্ভব নয়, বরং এজন্য বার বার জন্ম নিতে হবে"। নিজের উন্নয়নের সম্ভাবনা অফুরন্ত, সুতরাং উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। এই সাধনা সবসময় আপনাকে একজন অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষ বানাবার চেষ্টা করবে। যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য ভেতরের মানবিক গুণাবলীগুলোকে কাজে লাগাবেন এবং জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য নিজের কার্যক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করবেন তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবেন।

আত্মন্নোয়ন আপনাকে শুধুমাত্র সমৃদ্ধ জীবন ও পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদই এনে দিবে না বরং এটা আপনাকে মানসিক, ধর্মীয় এবং বস্তুগত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনি সফল, এটা নির্ভর করবে আপনার নিজের চলার পথ এবং বিশ্বাসের ওপর। আবার এই বিশ্বাস এবং পথের উপরই নির্ভর করবে আপনার জীবনের শেষ চাওয়া-পাওয়া। তখন আপনি জীবনে যাই পেয়ে থাকুন না কেন, আপনার অর্জনেই থাকবে বিজয়ের গর্জন। মানুষ যদি তার অন্তর থেকে শুকর স্বভাব, শয়তানি স্বভাব বিসর্জন না দেয় তাহলে সে কখনও সৎ স্বভাবের অধিকারী হতে পারবে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীবের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। অন্যদিকে সৎ স্বভাবের ফলে অন্তরে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মায়া-মমতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেবে। যার জ্যোতিতে আলেকিত হবে অন্তর। মানব সমাজের ভালো মানুষের এ দুর্দিনে পৃথিবী চায় সৎ ভালো মানুষ। যার জ্ঞান আছে, স্বভাব চরিত্র সুন্দর, সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করে, সেই-আলোকিত মানুষ। আলোকিত মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন আলোকিত মানুষ সুন্দর সংসার, সুস্থ সমাজ এবং সুন্দর পৃথিবী গড়তে পারে। অজ্ঞকে জ্ঞান দিতে, অবুঝকে বোঝাতে, অসৎ মানুষকে সৎ পথে আনতে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সুন্দর মার্জিত ভাষা ও উত্তম আচরনের। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আচার ব্যবহার থেকে আমরা এমন আলোকিত শিক্ষাই পেয়ে থাকি।

জীবন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সুখ-দুঃখের ছন্দে গাঁথা, অভাব অনটনের আলো আঁধারে ঘেরা। আমাদের চলার পথ বড় বন্ধুর। কর্মে সৎগতি নেই অথচ আমাদের চলায় এবং কথায় প্রগতির ঝড় বইছে। কথার চেয়ে কাজে আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি। ভালোর চেয়ে মন্দে বেশি এগিয়ে আছি। সততা, মানবতা, বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিন দিন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানীরা বোকাদের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাচ্ছে। ধোঁকাবাজ, ধূর্তদের প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব জাতিকে হিংস্র জন্তুর মতো হানাহানি ও পাশবিক কাজে লিপ্ত হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মহান স্রষ্টা পৃথিবীতে পাঠাননি। যদি তাই হতো, তবে মানুষকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি না করে শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক, সিংহরূপেই সৃষ্টি করা হতো। আবার কেবল আহার, নিদ্রা, যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেও মানুষ সৃষ্টি হয়নি। পানাহার ও কামভাবই যদি মানব জীবনের একান্ত লক্ষ্য হতো, তবে মানুষকে উট বা চড়ুই পাখি করে সৃষ্টি করা হতো। কিন্তু আল্লাহপাক মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" করে সৃষ্টি করছেন। মানুষ যদি তার অন্তর থেকে শূকর স্বভাব, কুকুর স্বভাব, শয়তানি স্বভাব বিসর্জন না দেয়, তাহলে সে কখনও সৎ স্বভাবের অধিকারী হতে পারবে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। অন্যদিকে সৎ স্বভাবের ফলে অন্তরে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মায়া-মমতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সত্য-ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, মিথ্যা ও মন্দের প্রতি বিরাগ জন্ম নেয়। যার জ্যোতিতে আলোকিত হয় অন্তর।

অন্ধের মত দু'টি চক্ষু আমাদের কাম্য নয়। পঙ্গুর মত দু'টি হাত-পা কাম্য নয়। আমাদের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, বুদ্ধি, বিবেক সবই বিদ্যমান। শুধু ধৈর্যের অভাবে, সাধনার অভাবে, বুদ্ধির দোষে আমরা যন্ত্রণায় হাহাকার করছি। ধ্বংসস্তুপে পা বাড়াচ্ছি। আসুন, এবার মনোবলকে পূঁজি করে, সুঠাম দেহকে পুঁজি করে, বুদ্ধি বিবেককে বীর সৈনিক ভেবে, জীবন যুদ্ধে নেমে পড়ি। আগামীকাল নয়, আজই। আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করে করে জীবনের অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর নয়। অর্জিত শিক্ষার জ্যোাতিতে ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র পৃথিবীকে করতে হবে আলোকিত এবং মানবিক জ্ঞানের পরিধিকে সর্বব্যাপী ও সার্বজনীন করে গড়ে তুলতে হবে, তবেই পৃথিবী হবে সুখ ও শান্তিময়। সুতরাং নিজেকে আলোকিত করে সংসার, সমাজ ও দেশকে আলোকিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ুন জীবন যুদ্ধে, জয় আপনার হবেই। সব শেষে একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করছি- "We cannot change the past to rewrite a better begining, but we can work for the future and strive for a better ending".

অনলাইন অভিযোগ দাখিলের নিয়ম ও তথ্যচিত্র

পাপ্পু মজুমদার (প্রোগ্রামার, ওয়েব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কোন ফাইলের সম্পর্কে অভিযোগ বা সর্বশেষ অবস্থা জানতে অভিযোগ সাবমিট করুন

অভিযোগ সাবমিট করার জন্য www.wewb.gov.bd ওয়েব সাইটে ভিজিট করতে হবে...

অতঃপর ডানপাশের অভ্যন্তরীণ ই-সেবার লিষ্ট থেকে অনলাইন অভিযোগ (ওয়েজ আর্নার্স) এ ক্লিক করতে হবে.....
ক্লিক করার পর নিচের চিত্রের মত একটা ওয়েব ভিত্তিক software ওপেন হবে.....

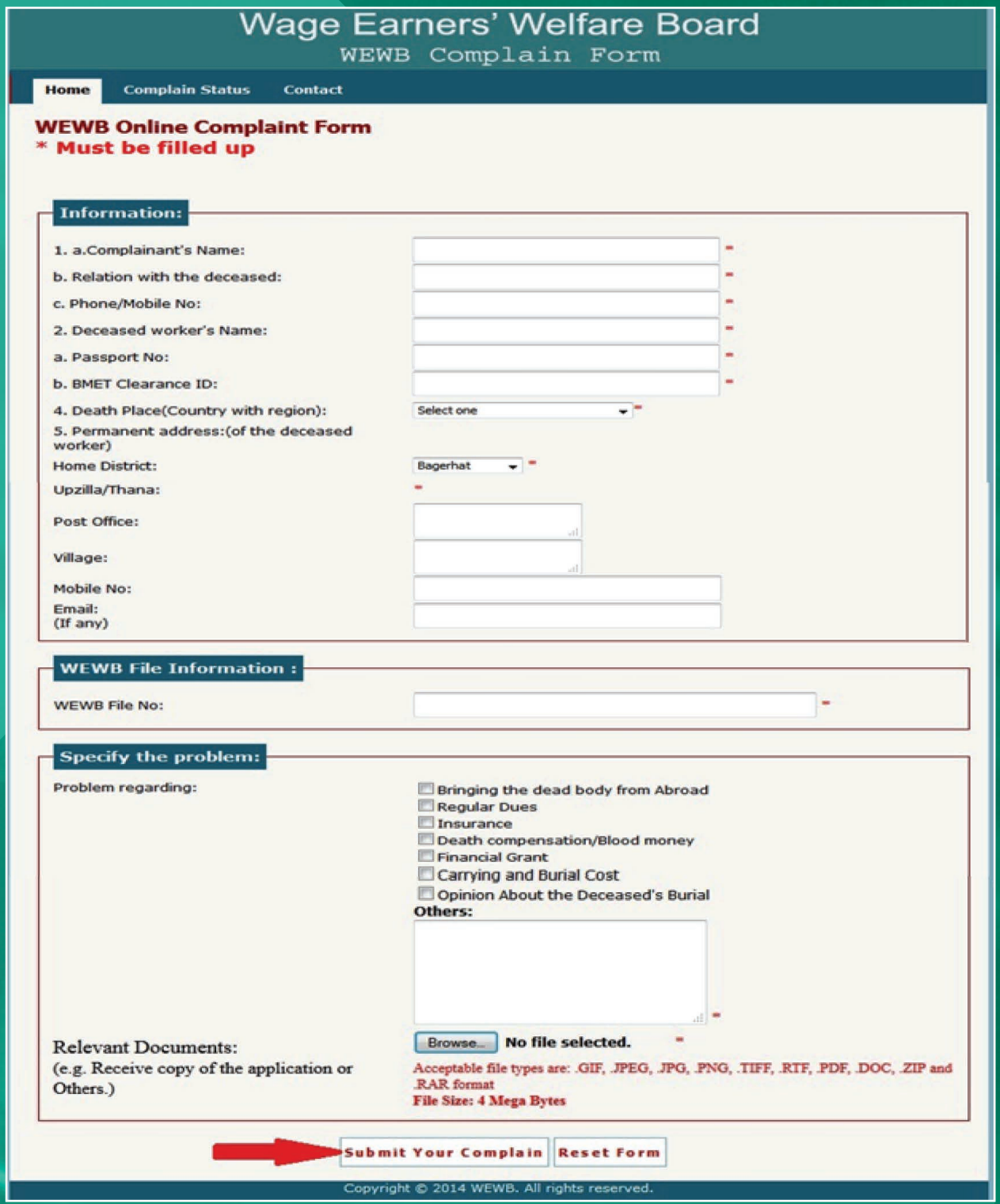

Wage Earners' Welfare Board

WEWB Complain Form

Home | Complain Status | Contact

WEWB Online Complaint Form

* Must be filled up

Information:

1. a.Complainant's Name:
b. Relation with the deceased:
c. Phone/Mobile No:
2. Deceased worker's Name:
a. Passport No:
b. BMET Clearance ID:
4. Death Place(Country with region): Select one
5. Permanent address:(of the deceased worker)
Home District: Bagerhat
Upzilla/Thana:
Post Office:
Village:
Mobile No:
Email: (If any)

WEWB File Information :

WEWB File No:

Specify the problem:

Problem regarding:

- Bringing the dead body from Abroad
- Regular Dues
- Insurance
- Death compensation/Blood money
- Financial Grant
- Carrying and Burial Cost
- Opinion About the Deceased's Burial

Others:

Relevant Documents: (e.g. Receive copy of the application or Others.)

Browse... No file selected.

Acceptable file types are: .GIF, .JPEG, .JPG, .PNG, .TIFF, .RTF, .PDF, .DOC, .ZIP and .RAR format

File Size: 4 Mega Bytes

Submit Your Complain | Reset Form

Copyright © 2014 WEWB. All rights reserved.

এই ওয়েব ভিত্তিক software এ (*) মার্ক করা সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণের পর Submit Your Complain বাটনে ক্লিক করতে হবে.....

অভিযোগ সাবমিট করার পর আপনি একটি ট্রেকিং নাম্বার পাবেন তা দিয়ে পরবর্তীতে আপনার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন।

তথ্যচিত্র

Statistics of Pre-departure briefing		
SL/No	Years	Total Participant
1	1992 (Oct.)	16,341
2	1993	44,232
3	1994	70,504
4	1995	97,252
5	1996	35,301
6	1997	22,410
7	1998	21,785
8	1999	11,799
9	2000	9,143
10	2001	6,310
11	2002	45,688
12	2003	102,914
13	2004	71,745
14	2005	66,149
15	2006	66,677
16	2007	246,617
17	2008	146,367
18	2008	40,343
19	2010	25,462
20	2011	25,740
21	2012	18,383
22	2013	15,969
23	2014	19,188
24	2015	28,081
	Total	1,254,400

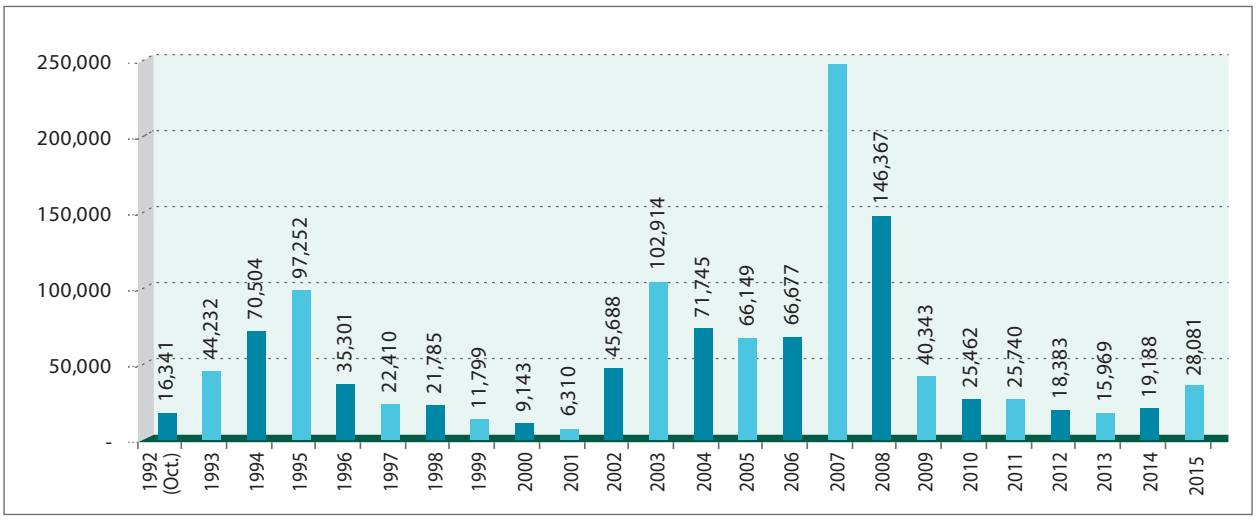

Year Wise Number & Money(BDT) of Deceased Migrant Families Received Carrying & Burial Cost (From 1993-2015)

Years	Dead Body	Taka
1993	53	530,000
1994	128	1,280,000
1995	241	2,410,000
1996	199	1,990,000
1997	274	3,750,000
1998	248	4,105,000
1999	288	5,760,000
2000	412	8,240,000
2001	385	7,720,000
2002	597	12,106,000
2003	519	10,380,000
2004	716	14,320,000
2005	691	13,799,000
2006	718	14,360,000
2007	966	19,320,000
2008	1133	22,660,000
2008	1364	27,535,000
2010	2212	68,804,000
2011	1869	65,065,000
2012	2201	75,249,000
2013	2419	84,635,000
2014	2718	95,130,000
2015	2695	94,325,000
Total	23,046	653,473,000

Year Wise Number of Deceased Migrant Families Received Carrying & Burial Cost (From 1993-2015)

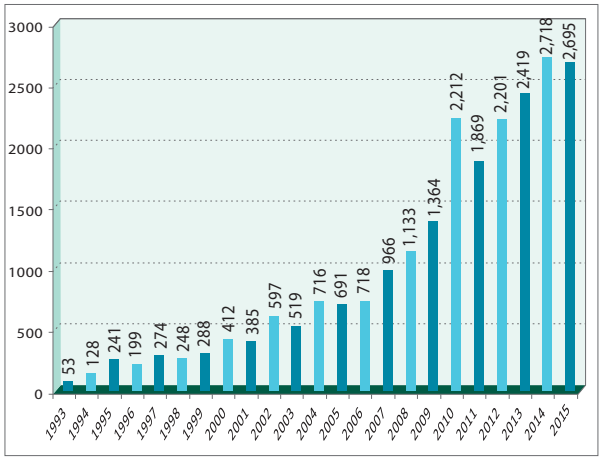

Year Wise Money(BDT) of Deceased Migrant Families Received Carrying & Burial Cost (From 1993-2015)

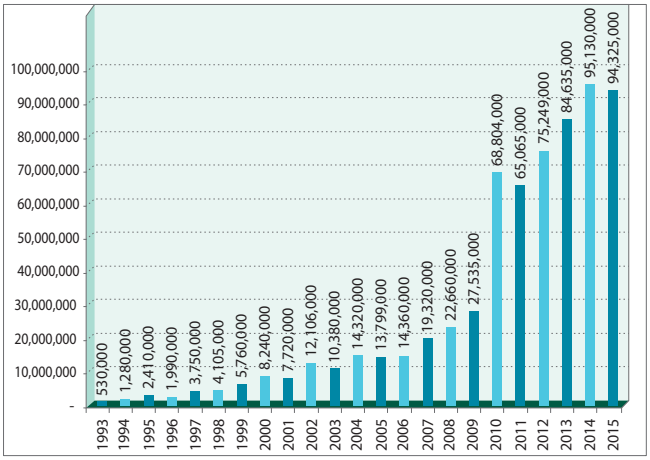

Year Wise Received Deceased Workers (Dead Bodies) at the Three(03) International Airport (From 2005-2015)

Years	Hozrot Shahjalal International Airport, Dhaka	Shah Amanot International Airport, Chittagong.	Osmani International Airport,Sylhet	Total Received Dead Body
2005	1248			1248
2006	1402			1402
2007	1673			1673
2008	2098			2098
2009	2315			2315
2010	2300	260		2560
2011	2235	305	45	2585
2012	2383	442	53	2878
2013	2542	436	98	3076
2014	2872	411	52	3335
2015	2831	407	69	3307
Total=	23,899	2,261	317	26,477

Year wise dead bodies received from 2005-2015

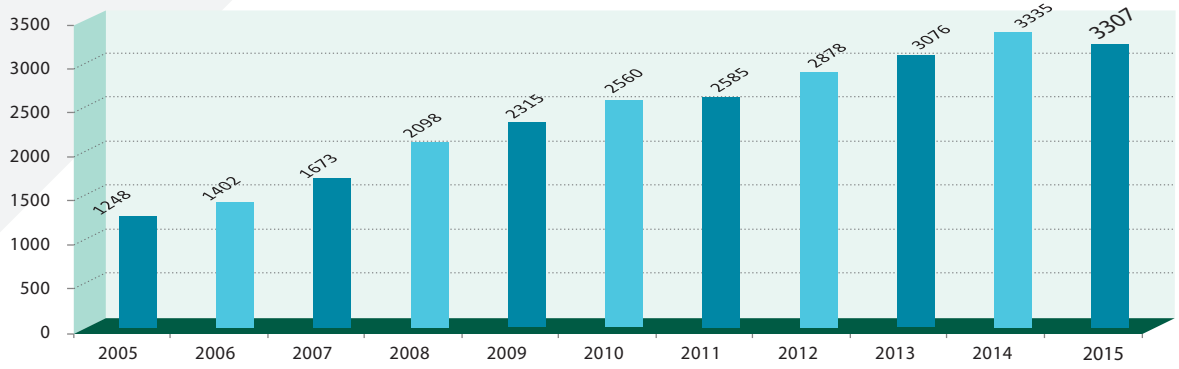

Year Wise(03 Airport) Deceased Workers (Dead Bodies) Received
(From 2005-2015)

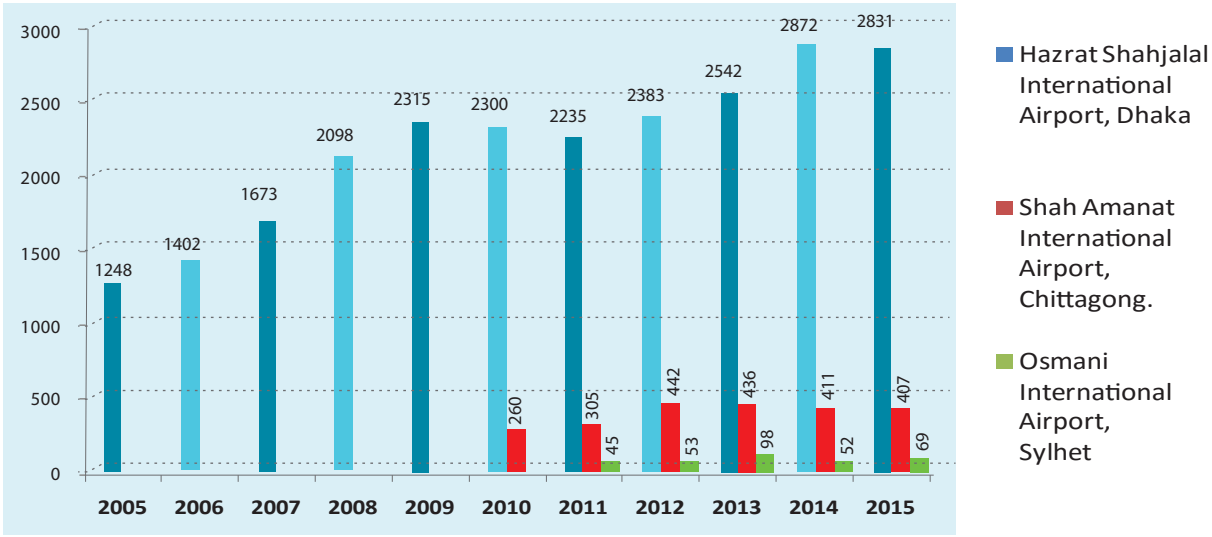

Year Wise Number & Money(BDT) of Deceased Migrant Families Received Financial Grant (From 1996 to 2015)

Years	Deceased worker	Total (taka)
1996	4	40,000.00
1997	2	205,000.00
1998	1	50,000.00
1999	2	205,000.00
2000	5	180,000.00
2001	23	2,725,000.00
2002	62	6,448,262.00
2003	79	7,935,418.00
2004	141	14,049,878.00
2005	298	29,413,453.00
2006	267	26,479,165.00
2007	299	29,552,404.00
2008	420	40,778,151.00
2009	481	47,935,469.00
2010	526	77,996,520.00
2011	681	110,061,127.00
2012	1314	231,095,525.00
2013	1393	273,270,412.00
2014	3047	722,869,600.00
2015	4250	1,222,531,953.00
Total=	13,295	2,843,822,337.00

Year Wise Number of Deceased Migrant Families Received Financial Grant (From 1996 to 2015)

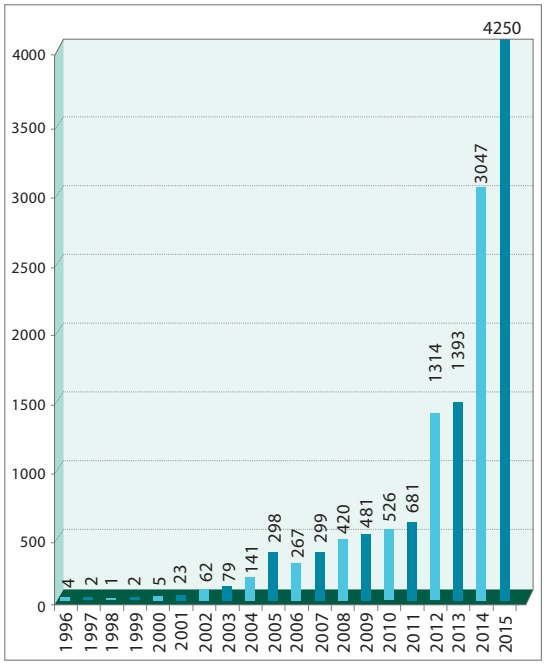

Year Wise Money(BDT) of Deceased Migrant Families Received Financial Grant (From 1996 to 2015)

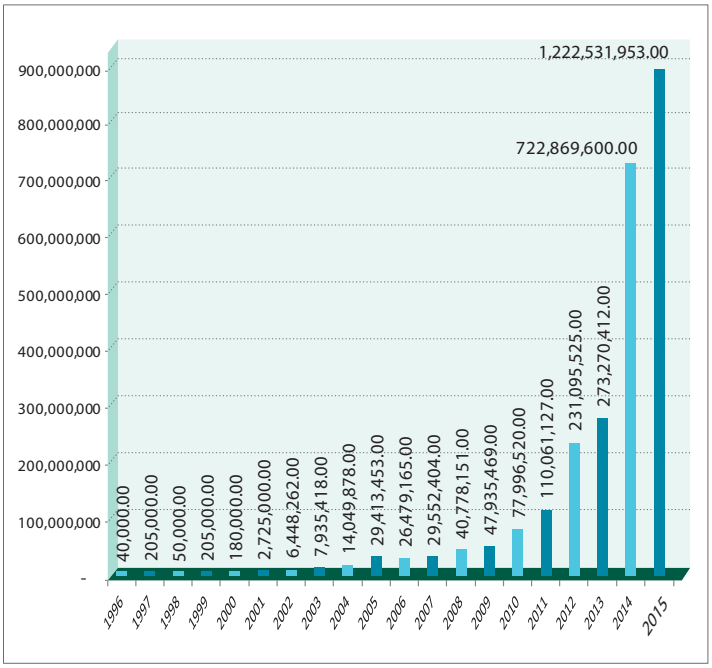

Year Wise Number & Money (BDT) of Deceased Migrant Families Received as Death Compensation/Regular Dues/Insurance/Service Benefit (From 1977 to 2015)

Years	Amount of realization	Compensation/Due Salary of Dead Body Received	Amount of disburse	Number of deceased Wage Earners
1989	25,086,777.00	228	22,710,095.00	195
1990	41,086,536.00	239	36,764,925.00	217
1991	18,944,454.00	285	27,193,720.00	256
1992	28,898,784.00	312	30,650,042.00	302
1993	29,937,435.00	528	14,674,466.00	486
1994	37,309,412.00	473	36,987,386.00	407
1995	41,670,640.00	952	44,703,682.00	863
1996	39,776,744.00	819	38,347,109.00	784
1997	33,943,388.00	919	35,708,125.00	867
1998	50,662,395.00	576	50,756,851.00	493
1999	67,090,250.00	1100	52,059,573.00	1068
2000	74,418,504.00	289	73,611,735.00	276
2001	61,136,341.00	347	59,612,537.00	467
2002	91,404,599.00	448	86,336,609.00	555
2003	154,698,078.00	414	139,633,009.00	537
2004	145,285,543.00	564	129,138,180.00	513
2005	140,668,884.00	508	143,176,669.00	468
2006	164,221,546.00	603	129,886,481.00	417
2007	128,273,231.00	447	115,037,963.00	334
2008	174,980,485.00	609	154,279,373.00	475
2009	185,677,932.00	513	184,212,298.00	499
2010	305,194,796.00	522	249,924,007.00	549
2011	383,352,156.00	573	273,526,312.00	479
2012	340,663,302.00	531	312,551,400.00	522
2013	429,763,800.00	212	218,568,462.00	231
2014	387,303,721.00	212	331,405,682.00	326
2015	644,326,104 .00	482	718,741,409.00	752
Total=	4,362,811,312.00	15,877	3,822,363,414.00	14,847

Year Wise Number of Deceased Migrant Families Received as Death Compensation/Regular Dues/Insurance/Service Benefit (From 1977 to 2015)

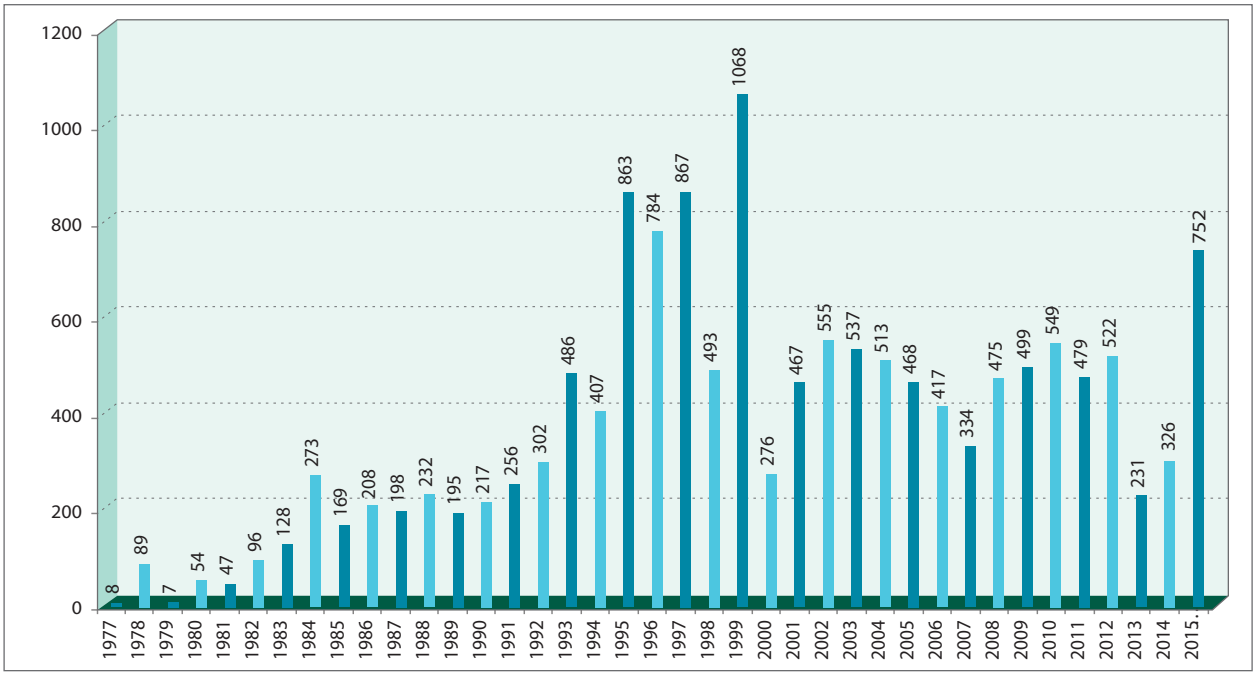

Year Wise Money(BDT) of Deceased Migrant Families Received as Death Compensation/Regular Dues/Insurance/Service Benefit (From 1977 to 2015)

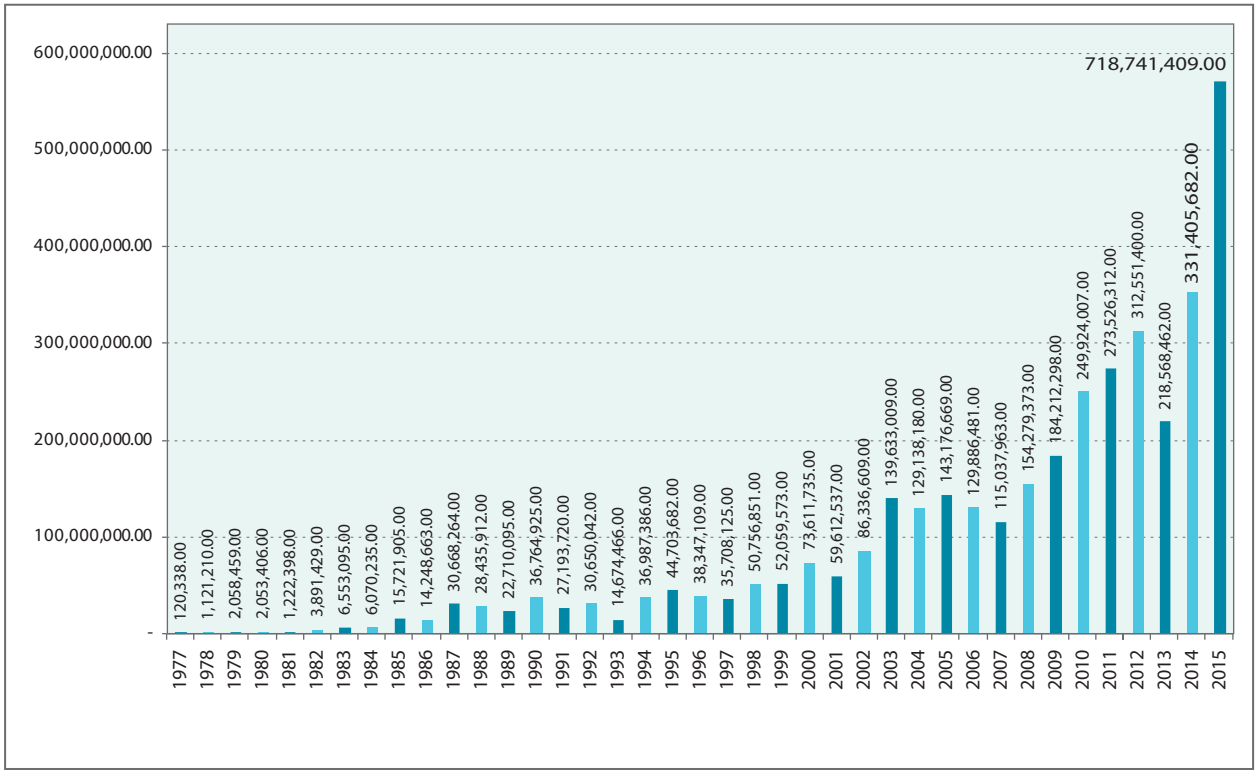

Year Wise Scholarship (From 2012 to 2015)

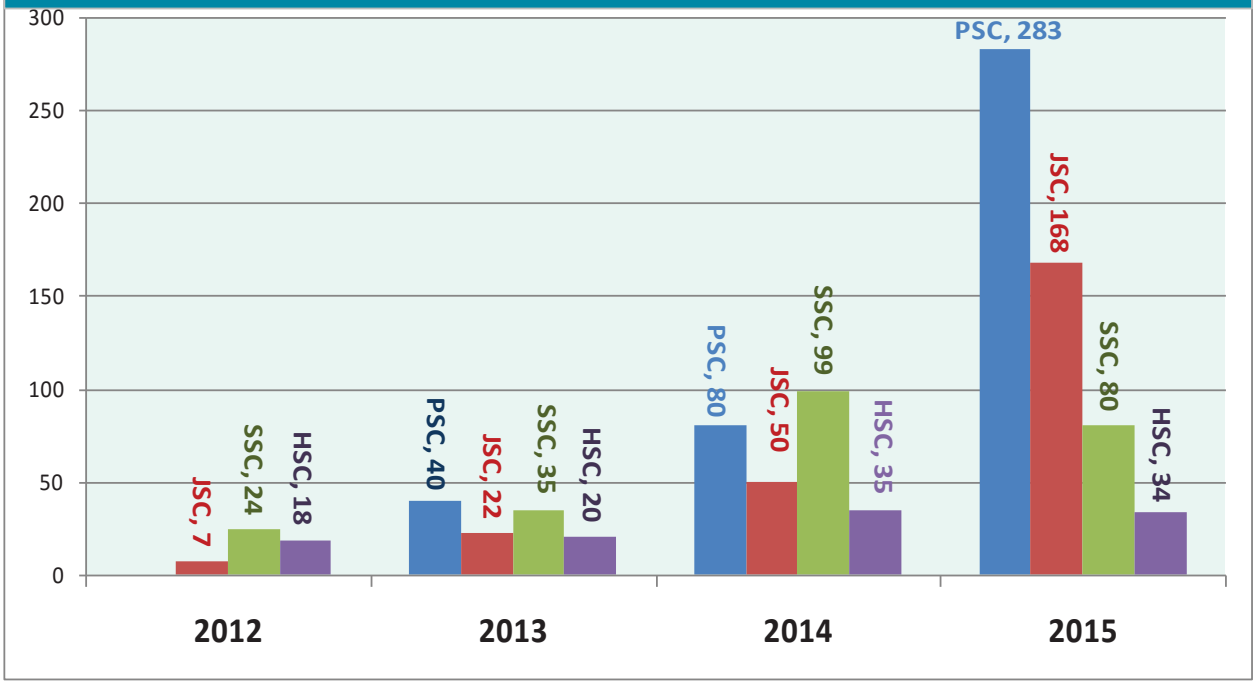

গাঁয়ে ফেরা

মোঃ তাজউদ্দীন
অফিস সহকারী
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

আবার আমি যাব ফিরে আমার ছোট্ট গাঁয়ে,
যেথায় ধেনু উড়ায় ধূলি ছন্দ পায়ে পায়ে।
জীবন রাঙায় ঊষার আলোয় পুব নীলিমা লাল,
সবুজ ছায়ায় লতা পাতায় কেটেছে শিশুকা।
নদীর জলে সাঁতরিয়েছি মাছ ধরেছি বিলে,
ঐ যে দেখো তুফান এলো মুরগি নিল চিলে।
গরুর পালে মাঠ ভরেছে গোলা ভরা ধান,
কৃষাণ বধূ ধান ভানিছে বরজেতে পান।
পালকি চড়ে নববধূ যাচ্ছে শশুর বাড়ি,
ছোট্ট ছেলে উড়ায় ঘুড়ি মাঠ দিচ্ছে পাড়ি।
স্মৃতির উঠান বৃষ্টি ভেজা শুধুই কল্পনাতে,
এখন জীবন যন্ত্রচালক সূয্যি ডোবে প্রাতে।
ফিরে আবার যাব আমি যাব ছোট্ট গাঁয়ে,
শিশির ভেজা দূর্বা ঘাস দোলবো মৃদু পায়ে।

মোহাম্মদ মাসুদ হাছান
অফিস সহকারী
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কর্মী ও কল্যাণ বোর্ড

অনেক আশা বুকে নিয়ে
পরিবার-পরিজন ও স্বজন ফেলে-
বিদেশ দাও পাড়ি, পরিবার-পরিজনের লাগি।
জানতে না ভাষা রীতি-নীতি, জান শুধু কাজ
স্বচ্ছলতার জন্য বিদেশ যাত্রা তোমার আজ।

প্রবাসী কর্মীর সেবায় সদা ব্রত
কল্যাণ বোর্ডের কর্মী অবিরত।
দেশ-বিদেশে তোমার পাশে
দিচ্ছে সেবা তোমায় মমতা ভরে।

পথহারা পথিক ছিলে তুমি
জানতে না কোন নিয়ম-নীতি।
তোমারে দীক্ষা দিল ব্রিফিং
কিভাবে থাকিবে ভালো, নিয়ে তোমার অধিকার।

বিমানবন্দরে ছিলে তুমি বিমর্ষ যখন
বোডিং গ্রহণ, লাগেজ চেকিং ইত্যাদি জানতে না তখন,
তোমায় সাহায্য করল যারা কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী তারা
নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান
এসবে যার অবদান, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড তার নাম।

তোমার অবর্তমানে তোমার পরিবারের পাশে
বিপদে-আপদে আর সন্তানের শিক্ষাতে
প্রবাসে অসুস্থতা বা মৃত্যুতে,
আর্থিক অনুদান, ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া বেতন আদায়ে।

প্রবাসী তুমি, তুমিই দেশের গর্ব
তোমার অবদান হবে না কখনো খর্ব।
তোমার ঘামে আজ সচল দেশের অর্থনীতির চাকা,
প্রবাসী কর্মী ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড যেন একই সুতোয় গাঁথা।

কল্যাণী

মোঃ হাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী পরিচালক
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

জন্ম তোমার ১৯৯০ সালে,
২৫ বছর পথ পেরিয়ে,
স্বরণ করছি সকলে মিলে।

নাম শুনে অনেকে চিনে না,
তোমার সেবা পেলে আর কভু ভুলে না,
এইটা তুমি জানো না।

বিশ্বে রয়েছে তব কোটি সন্তান
করিতেছে কাজ মানুষের কল্যাণে
রাখিতে তোমার সম্মান, চির অম্লান।

যাবার বেলায় দু-হাত বাড়িয়ে,
সাবাশ বলেছ বিমানবন্দরে,
বীর দর্পে থেকো দেশের বাহিরে।

যখন আসে কেহ হয়ে নিস্প্রান,
কোলে তুলে নাও পরম মমতায়,
জননী তুমি, তোমারী গর্বিত সন্তান।

জাতির পিতা

ইসমাইল হোসেন শামীম
ডাটাএন্ট্রি/কম্পিউটার অপরেটর
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বঙ্গভূমির বঙ্গমাতা, বঙ্গ স্বাধীনতা
এই ভূমিতে জন্ম নিয়ে পেলাম জাতির পিতা।

ঘুমিয়ে আছে স্বদেশ নেতা বঙ্গভূমির তরে
আজকে তোমার স্মরণ করে সব বাঙ্গালীর ঘরে।
বিজয় দিনের বিজয় বাণী সারা বাংলা জুড়ে
এসব দেখে স্বর্গে তুমি আছো কতো সুখে।

বঙ্গ মায়ের কোলে শুয়ে মেলে আছো আঁখি
রেখেছি যে তোমার ছবি বুকের মাঝে আঁকি।

ছায়ার মত চুপিসারে এসো মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বঙ্গ জাতির পিতা।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

নাম ও পদবী	ফোন	ই-মেইল
খন্দকার মোঃ ইফতখোর হায়দার সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	+৮৮০-২-৮৩৩৩৬০৪	secretary@probashi.gov.bd
গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব)মহাপরিচালক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।	+৮৮০-২-৮৩২২২৭১	dg@wewb.gov.bd
বেগম শামছুন নাহার অতিরিক্ত সচিব মহাপরচিালক জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	+৮৮০-২-৯৩৪৯৯২৫	shamsunnahar85@gmail.com
জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	+৮৮০২-৯৫১২২৫১	rafiq021259@yahoo.com
জনাব মোঃ আজহারুল হক যুগ্ম-সচিব (কল্যাণ ও মিশন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	+৮৮০-২-৯৩৪৯১৫৩	ayharhuq@gmail.com
জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	+৮৮০-২-৯৫১৫২২০	adsimmig@mha.gov.bd
বেগম সালমা বিনতে কাদির যুগ্ম সচিব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	+৮৮০২-৯৫৪০৯৭৮	salmabenthekadir@gmail.com
জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মহা-পরিচালক (কন্স্যুলার ও কল্যাণ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	+৮৮০-২-৯৫৫১৮৫২	dgcnw@mofa.gov.bd
জনাব আহসান উল্লাহ নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা	+৮৮০-২-৯৫৩০৪১৭	ahsan.ullah@bb.org.bd
জনাব মোঃ আবুল বাসার সভাপতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা)	+৮৮০২-৯৩৪৫৫৮৭	baira1984@gmail.com
বেগম কামরুন নাহার আহমেদ অতিরিক্ত সচিব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	+৮৮০২-৯৩৪৫৫৮৭	baira1984@gmail.com
মোঃ শফিকুল ইসলাম পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) সদস্য সচিব, ওয়জে আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	+৮৮০-২-৮৩১৩৪৩৭	d.fw@wewb.gov.bd

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

SL No.	Name & Address	Phone No.	e-mail address
1	DEMO, Barisal, Kalibari Road, Barisal	0431-63643	demobarisal@bmet.org.bd
2	DEMO, Bogra, Gohail, Sutrapur, Bogra	0521-66962	demobogra@bmet.org.bd
3	DEMO, Bandarbon, Timber Trade Bhaban Gorosthan Maszid Road, Bandarbon	0361/62387	demobandarban@bmet.org.bd
4	DEMO, Chittagong, CGO, Building No-2 Agrabad, Chittagong	031/720881 721639	demochittagong@bmet.org.bd
5	DEMO, Comilla, Jawtola, Comilla	081/65487	democomilla@bmet.org.bd
6	DEMO, Dhaka, Probashi Khallan Bhaban, 71-72 Elephant Road, Eskaton Garden, Dhaka.	02/8351643 8350534	demodhaka@bmet.org.bd
7	DEMO, Dinajpur, Galaxy Bhaban (1st floor) Ganastola, Modern Road, Dinajpur	0531/65059	demodinajpur@bmet.org.bd
8	DEMO, Faridpur, Jamuna Bhaban Mollahbari Road, Faridpur	0631/62620	faridpur@bmet.org.bd
9	DEMO, Jamalpur, Vocational More, Bozrapur, Jamalpur	0981/63160	demojamalpur@bmet.org.bd
10	DEMO, Jessore, Plot No:64, Sector No:2 Holding No : 5, Newmarket, Dhaka Road, Jessore	0421/66916	demojessore@bmet.org.bd
11	DEMO, Khulna, 46, Palitechnique Road Kalishpur, Khulna	041/860325	demokhulna@bmet.org.bd
12	DEMO, Kustia, 10, P.T.I. Road, Kustia	071/73386	demokustia@bmet.org.bd
13	DEMO, Mymensingh, 31, J.C. Guho Road, Mymensingh	091/52296	demomymensingh@bmet.org.bd
14	DEMO, Noakhali, Laki Mansion, Maijdi Bazar, Noakhali	0321/61312	demonoakhali@bmet.org.bd
15	DEMO, Pabna, Coffil Uddin Para, Chartala Mor, Pabna	0731/65408	demopabna@bmet.org.bd
16	DEMO, Patuakhali, College Road, Banani Lan, Patuakhali	0441/62140	demopotuakhali@bmet.org.bd
17	DEMO, Rajshahi, TTC Campus, Sopura, Rajshahi	0721/773376	demorajshahi@bmet.org.bd
18	DEMO, Rangamati, Bijoy Sharani, Kalindipur, Rangamati	0351/62252	demorangamatibmet@yahoo.com
19	DEMO, Rangpur, Road-5, House-295, Mulatola, Rangpur	0521/65429	demorangpur@bmet.org.bd
20	DEMO, Sylhet, Mirja Villa, Pathantola, Sylhet	0821/717534	demosylhet@bmet.org.bd
21	DEMO, Tangail, 26 Zilla Porishad Road Akur Takur Para, Tangail	0921/53395	demotangail@bmet.org.bd

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

SL No.	Name & Address	Phone No.	e-mail address
22	DEMO, Manikganj, Zilla Porishad, Bhaban Manikgonj	0277-10230	demomanikganj@bmet.org.bd
23	DEMO, Munshiganj, 14/1, East Dewvog, Munshigonj	0691-63113	demomunshiganj@bmet.org.bd
24	DEMO, Narshingdi, Building-283, West Brahmandi Near Town Hall, Narshingdi	01713365805	demonarshingdi@bmet.org.bd
25	DEMO, Gopalganj, In front of DC Office, Gopalgonj	02-06685288	demogopalganj@bmet.org.bd
26	DEMO, Kishoreganj, Gaital (nearby cercuit house) Kishorgonj	01713575631	demokishoreganj@bmet.org.bd
27	DEMO, Netrokona, Nagra (near officers quarter) Natrokona	01710576619	demonetrokona@bmet.org.bd
28	DEMO, Chandpur, Aslam Mansion (2nd Floor) J.N.Sen Gupta Road, Chandpur	0841-63731	demochandpur@bmet.org.bd
29	DEMO, Feni, North Daktar Para, Feni	0331-74146	demofeni@bmet.org.bd
30	DEMO, Cox's Bazar, In Front of DC Office Cox's Bazar	0341-52208	democoxsbazar@bmet.org.bd
31	DEMO, Khagrachari, Halima Monjil, Shantinogar Khagrachari	0371-63959	demokhagrachari@bmet.org.bd
32	DEMO, Serajgong, New Bogra Road M.A. Motin Road. Serajgong	0751-64015	demosirajganj@bmet.org.bd
33	DEMO, Chapai Nawabganj, Neamat Nagar Chapai Nawabganj	0781-56091	demochapainawabganj@bmet.org.bd
34	DEMO, Gaibandha, D.B. Road (Near fire service), Gaibandha	0541-61841	demogaibandha@bmet.org.bd
35	DEMO, Joypurhat, Sadar Road, Amtoli, Joypurhat	0571-62131	demojoypurhat@bmet.org.bd
36	DEMO, Chuadanga, Nijum Dip, Sadar Hospital Road Thana Council Para, Chuadanga	0761-62651	demochuadanga@bmet.org.bd
37	DEMO, Shatkhira, In front of Main Post Office Sahid Najmul Huq Sarani, Shatkhira	0471-63240	demoshatkhira@bmet.org.bd
38	DEMO, Bhola, Kalinath Bazar, Talukdar Road, Bhola	0491-62832	demobhola@bmet.org.bd
39	DEMO, Borguna, College Branch Road, Borguna	0441-62140	demoborguna@bmet.org.bd
40	DEMO, Jhenaidah, Circuit House Road, Choklapara	0451-62919	demojhenaidah@bmet.org.bd
41	DEMO, Panchagar, Sadar Road Masjeet Para, Panchagar	0568-61377	demopanchagar@bmet.org.bd
42	DEMO, Maulovibazar, Raj Complex Dhaka-Sylhet Road Maulovibazar	0861-52199	demomaulovibazar@bmet.org.bd

শ্রম উইং

Sl	Labour Wings	Phone & Mobile No	Email & Website
01	KSA(Riyadh) (-3.00 hours)	Counselor (Labor) 00966-1-2152-094(O 00966-5371-43600(M)	Email : sarwar13@yahoo.com mission.riyad@mofa.gov.bd
		First Secretary (Labor) 00966-1-419 3944(o) 00966-5361-69813(M)	nmuhammadm@yahoo.com
		Second Secretary(Labor) 00966-1-2152-091(O) 00966-5080-81899(M) 00966-5368-79848(Fax)	mizanpmo@yahoo.com Web: www.bangladeshembassy.org.sa
02	KSA(Jeddah)(-3.00 hours)	Counselor(Labor) 00966-2-6896-276(O) 00966-5027-64627(M) 00966-2-6875-924(Fax)	Email:shofin21@yahoo.com
		First Secretary(Labor) 00966-2-6802-048Ext-150(O) 00966-5380-56228(M)	altaf.6820@gmail.com
		Second Secretary(Labor) 00966-2-6335-082(Direct) 00966-5093-60082(M) 00966-2-6875-924(Fax)	lw@begjeddah.com
03	UAE (Abu Dhabi) (-2.00 hours)	Counselor(Labor) 00971-2-4462-745(O) 0097150-8119-219(M) 009712-4452-433(Fax)	Email:lhkazmi@yahoo.com [Counselor(Labor)] moksedbd@yahoo.com [First Secretary(Labor)] Web:www.bdembassyuae.org
04	UAE (Dubai) (-2.00 hours)	First Secretary(Labor) 00971-4-2651-115(O) 0071-5-0650-4266(M)	Email:labourwingdubai@gmail.com hossainasm@yahoo.com [Counselor(Labor)] mizan_tetulia@yahoo.com [First Secretary(Labor)] Web:www.cgbdubai.org
05	Malaysia (+2.00 hours)	Counselor(Labor) 006-03-2141-9528(O) 006-0122-9032-52(M) 00603-2145-7376(Fax)	Email:aditya_suditya@yahoo.com bddoot@streamyx.com [Counselor(Labor)]
		First Secretary(Labor) 006-03-2141-7720(O) 006-0102-9343(M)	shahida_sultana@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
		Second Secretary(Labor) 006-03-2141-7720(O) 006-60-1665-00017(M)	mj_erd@yahoo.com [Second Secretary(Labor)] Web:www.bangladesh-highcomkl.com

Sl	Labour Wings	Phone & Mobile No	Email & Website
06	Oman (-2.00 hours)	Counselor(Labor) 00968-2469-8440(O) 00968-9941-3132(M) 00968-2469-8789(Fax)	Email:rabiul3531@yahoo.com mission.muscat@mofa.gov.bd bangla@omantel.net.om
		Second Secretary(Labor) 00968-2469-4798(O) 00968-9524-1859(M) 00968-2469-8257(Fax)	anwaruddin71@gmail.com
07	Kuwait (-3.30 hours)	First Secretary(Labor) 00965-2491-3220-Ext-105(O) 00965-2491-3205(Fax)	Email:latifshilpil@yahoo.com bdoot@ncc.moc.km
08	Qatar (-3.00 hours)	First Secretary(Labor) 00974-4671-499(O) 00974-5581-8214(M) 00974-4467-1190(Fax)	maqsud_2006@yahoo.com bdootqat@qatar.net.qa [First Secretary(Labor)] Web:www.bdembassydoha.com
09	Bahrain (-3.00 hours)	First Secretary(Labor) 00973-1774-1976(O) 00973-1782-2504(D) 00973-3382-9050(M)	Email:bdoot@live.com ali.akbar.manama@gmail.com Web:www.banglaembassy.com.bh
10	Korea (+3.00 hours)	First Secretary(Labor) 0082-2-7969-010(O) 0082-1091-8840-56(M) 00254-2038-74133(Fax)	Email:bhuiyan6725@gmail.com bdootseoul@kornet.net
11	Singapore(+2.00 hours)	First Secretary(Labor) 0065-6255-1579(O) 0065-6235-7032(R) 0065-9670-4080(M) 0065-6255-1824(Fax)	Email:sabbir.ahmed52@yahoo.com bdoot@singnet.com.sg
12	Libya (-4.00 hours)	First Secretary(Labor) 00218-21-4900-619(O) 00218-9137-76914(M) 00218-2149-06616(Fax)	Email:ahsan.bangladesh@yahoo.com
13	Iraq (-3.00 hours)	First Secretary(Labor) 00964-7814-570085(M)	Email:bd.bag.lw1971@gmail.com mkmuhammadkamaluddin@gmail.com
14	Italy (Rome)(-5.00 hours)	First Secretary(Labor) 00390-6808-4853(O) 0393-2713-82152(M)	Email:firstsecretary.labour.it@gmail.com
15	Italy (Milan)(-5.00 hours)	First Secretary(Labor) Tel: +39-02-87068580 Fax: + 39-02-48950035	Email:rafiqul75@yahoo.com Web: www.bcgmilan.com
16	Japan (+3.00 hours)	First Secretary(Labor) 00813-5704-9552(O) 00813-5704-0216/800813-5704-1696	Email: bdembjp@yahoo.com karmakarbaby1stsecretary@gmail.com babypreyakary@gmail.com
17	Jordan(-3.00 hours)	First Secretary(Labor) 00-96626-5529-192-3(O) 009-62-7952-54138(M)	Email:yasmin_lubna@yahoo.co.uk embangl@wanadoo.jo

Sl	Labour Wings	Phone & Mobile No	Email & Website
18	Egypt (-4.00 hours)	First Secretary(Labor) 00202-37613167(O) 00202-37481796(O) 202-37481782(Fax)	Email: limahossain07@yahoo.com bdoot.cairo@gmail.com
19	Mauritius (-5.00 hours)	First Secretary(Labor) 0023-0499-0090(M)	Email: mission.portlouis@yahoo.com
20	Maldives (-1.00 hours)	First Secretary(Labor) 00960-7615168 (M)	Email: mushfiq0510@yahoo.com
21	Brunei Darussalam (+2.00 hours)	First Secretary (Labor) 00673 2342460	Email: shafiulazim71@gmail.com
22	Australia (+6.00 hours)	First Secretary(Labor) 00261469880635 (M)	Email: nahid15056@gmail
23	Thailand (+1.00 hours)	First Secretary(Labor) Cel: +66-094-336-4667 Fax: +66-02-3905106	Email:monir_du04@yahoo.com
24	Spain (+5.00 hours)	First Secretary(Labor) (+34) 91 401 9932, 91 309 2736, 34914019932	Email:bdembm01@gmail.com
25	Hong Kong(+2.00 hours)	Phone: +852-28274278-9 Fax:+852-28271916	Email: labourwinghkg@gmail.com
26	Russia (-3.00 hours)		
27	Greece (-4.00 hours)	First Secretary (Labor) 306951618918	
28	South Africa (-4.00 hours)	First Secretary (Labor) 306951618918	

স্মরণিকা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতি

উপদেষ্টা মন্ডলী

- বেগম হালিমা আহম্মেদ
- জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার

কার্যনির্বাহী পরিষদ

ক্রমিক নং	পদবী	নাম
০১	সভাপতি	জনাব শরিফুল ইসলাম
০২	সহ সভাপতি	জনাব মোঃ জাহিদ আনোয়ার
০৩	সহ সভাপতি	মোঃ আব্দুল কাদের
০৪	সহ সভাপতি	জনাব মোঃ আবু সাঈদ
০৫	সহ সভাপতি	শ্রীমতি সীমা রানী হালদার
০৬	সাধারণ সম্পাদক	জনাব মোঃ নাজমুল হক
০৭	সহ সাধারণ সম্পাদক	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম
০৮	সাংগঠনিক সম্পাদক	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
০৯	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	জনাব মোঃ নুর হোসেন
১০	কোষাধ্যক্ষ	জনাব খন্দকার ইকবাল হোসেন
১১	সহ কোষাধ্যক্ষ	জনাব মোঃ আলতাব হোসেন
১২	ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	জনাব সুমন আল মামুন
১৩	দপ্তর সম্পাদক	জনাব মোঃ শওকত আলী
১৪	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
১৫	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	মিসেস মালেকা বেগম
১৬	সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	বেগম ইসরাত জাহান
১৭	প্রচার সম্পাদক	জনাব মোঃ শাহ আলম
১৮	সদস্য	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান
১৯	সদস্য	জনাব মোঃ মাসুদ হাছান
২০	সদস্য	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
২১	সদস্য	জনাব নির্মল চন্দ্র দাস
২২	সদস্য	জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন
২৩	সদস্য	জনাব মোঃ আব্দুল করিম মোহন
২৪	সদস্য	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
২৫	সদস্য	জনাব মোঃ আয়নাল সিকদার

ফটো গ্যালারী (ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড)

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কর্তৃক প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তির চেক হস্তান্তর

অভিবাসন মেলায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের স্টল পরিদর্শনের সময় মাননীয় প্রধান অতিথি ও সচিব মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ব্রিফিং সেন্টারে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান

প্রবাসে দুর্ঘটনায় নিহত কর্মীর পরিবারকে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর

বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে মৃতের স্বজনদের মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্যের চেক হস্তান্তর

বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র যাচাইসহ অন্যান্য সেবা প্রদান

ফটো গ্যালারী

বিদেশে প্রতারিত হয়ে ফেরত আসা কর্মীদের আর্থিক সাহায্যের চেক হস্তান্তর

বিমান বন্দরে বিদেশ প্রত্যাগতদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

অভিবাসী দিবসে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তির চেক হস্তান্তর

প্রবাসে অগ্নি দুর্ঘটনায় নিহত প্রবাসী কর্মীর স্বজনদের নিকট লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ এবং আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর

বিদেশে অসুস্থ হয়ে ফেরত আসা কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

প্রবাসে জন্ম নেয়া মহিলা কর্মীর সন্তানকে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ছোঁট মনি নিবাসে হস্তান্তর

ফটো গ্যালারী (ওয়েজ আর্নার্স কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতি)

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-কে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারি সমিতি কর্তৃক ফুল দিয়ে বরণ

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মহোদয়-কে বিদায়ী সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

সচিব ড. জাফর আহমেদ মহোদয়ের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (সাবেক পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড)

ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সমিতির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

অভিবাসন মেলায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের স্টলে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সাবেক ব্যবস্থপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

Employees of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : Gazi Mohammad Julhash ndc
Designation : Director General (Additional Secretary)
Blood Group:
Mobile No. : 01715 241998

Name : MD. MATIUR RAHMAN
Designation : Joint Secretary
Blood Group : O+
Mobile No. : 01819 283721

Name : MD. SHAFIQUL ISLAM
Designation : Director (Finance & Welfare) Deputy Secretary
Blood Group: A+
Mobile No. : 01819 249781

Name : MD. NURUZZAMAN
Designation : Director (IRP) Deputy Secretary
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01819 243145

Name : NURUN AKHTAR
Designation : Director (Admin & Development) Deputy Secretary
Blood Group: A+
Mobile No. : 01819 262172

Name : HALIMA AHMED
Designation : Deputy Director
Blood Group: B+ve
Mobile No. : 01752 800900

Name : MOHAMMAD HABIBULLAH BAHAR
Designation : Deputy Director
Blood Group: A+
Mobile No. : 01914 863390

Name : SHARIFUL ISLAM
Designation : Deputy Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01670 276047

Name : MD. JAHIRUL HOQUE BHUIYAN
Designation : Audit of Accounts Officer
Blood Group: B+
Mobile No. : 01712 820620

Name : MD. ZAHID ANWAR
Designation : Assistant Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01716 869222

Name : MOHAMMAD AZIZUL ISLAM BHUIYAN
Designation : Assistant Director
Blood Group: A+
Mobile No. : 01942 220052

Name : TASMIN AFROZ
Designation : Assistant Director (Additional Charge)
Blood Group: B+ve
Mobile No. : 01916 823341

Name : MD. ABU BAKAR SIDDIQUE
Designation : Asst. Accounts Officer
Blood Group: B+
Mobile No. : 01199 170271

Name : MOHAMMAD FASIUL ALAM
Designation : Arabic Translator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01921 680248

Name : KAMRUL HASSAN
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: -
Mobile No. : 01792 025384

Name : RAZIA BEGUM
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: A+ve
Mobile No. : 01816 341551

Name : MOHAMMAD AMINUL HAQUE
Designation : Deputy Asst. Director
Blood Group: B+
Mobile No. : 01670 102540

Name : MD. HAFIZUR RAHMAN
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: B+
Mobile No. : 01716 883852

Name : MD. ABU SAYEED
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01716 263593

Name : NAZMIN MITA
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01552 326126

Name : SOWKAT HOSSAIN
Designation : Deputy Asst. Director
Blood Group:
Mobile No. :

Name : KHORSHED ALAM
Designation : Deputy Asst. Director
Blood Group: B+
Mobile No. : 01685 918255

Name : MD. SHAHJALAL
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01711 005407

Name : SHIMA RANI HALDER
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: O+
Mobile No. : 01914 876614

Name : MD. ABDUL KADER
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: A+
Mobile No. : 01913 183030

Name : MD. AHOSAN HABIB
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group:
Mobile No. :

Name : KAZI FARUK AHAMMAD
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: B+
Mobile No. : 01731 502070

Employees of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : MD. ASHIK SIDDIKEE
Designation : Deputy Assistant Director
Blood Group: A+
Mobile No. : 01716 576283

Name : MUHAMMAD S.A.M. ABDUS SABUR
Designation : Assistant Accounts Officer
Blood Group: A+
Mobile No. : 01818 212735

Name : MD. NOBIR HOSSAIN
Designation : Computer Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01819 904725

Name : MD. ANAYAT ULLAH
Designation : Computer Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01712 602856

Name : MYIN UDDIN
Designation : Computer Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Name : ALI HOSSAIN
Designation : Computer Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Name : MD. ANIS UZ JAMAN
Designation : Computer Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01718 256558

Name : MOHAMMAD SHAWKAT ALI
Designation : Computer Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01711 149052

Name : MD. MOSARAF HOSSAIN
Designation : Computer Operator
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01915 797051

Name : GALPO TAWHID
Designation : Computer Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01771 103220

Name : CHOWDURY KHALAD
Designation : Head Assistant
Blood Group:
Mobile No. :

Name : MALEKA BEGUM CHOWDHURY
Designation : Head Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01817606003

Name : MD. ANISUR RAHMAN
Designation : Head Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01710 045038

Name : MASUD PARVEZ
Designation : Head Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01718 532473

Name : MD. NAZMUL HOQUE
Designation : Head Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01556 326772

Name : MOST. AFROZA
Designation : Head Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01731 301128

Name : SUMON AL-MAMUN
Designation : Head Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01766 958277

Name : MD. ASHRAFUL ISLAM
Designation : Head Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01732 837321

Name : MUHAMMAD KAMRUZZAMAN
Designation : Head Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01914 232926

Name : SISIR MONDAL
Designation : Accounts Assistant
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01721 946053

Name : NIRMAL CHANDRA DAS
Designation : Accounts Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01679 488695

Name : MD. ABDUL HALIM
Designation : Office Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01726 460727

Name : MD. NAZRUL ISLAM
Designation : Office Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01715 662314

Name : RASHIDA AKTER
Designation : Office Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01718 291001

Name : KHONDOKER IKBAL HOSSAIN
Designation : Office Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01964 232972

Name : MD. ALTAB HOSSAIN
Designation : Office Assistant
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01715 196867

Name : MD. MASUD HASAN
Designation : Office Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01715 113187

Employees of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Wage Earners' Welfare Board

Name : AMINUL ISLAM
Designation : Office Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01921 694116

Name : SAIMA AKTER
Designation : Office Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01989 814773

Name : FARZANA ISLAM
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01752 154163

Name : MOHAMMAD MAHBUBUL ISLAM
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: O-
Mobile No. : 01920 304837

Name : MD. SHAHIDUL ISLAM
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01728 570097

Name : MD. TAJUDDIN
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01716 638706

Name : ISRAT JAHAN
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: A+
Mobile No. : 01712 107301

Name : ZONY KORNLEUS SHARMA
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: B+
Mobile No. : 01913 517792

Name : MAHFUZUR RAHMAN
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01818 917054

Name : MD. SALAHUDDIN
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: A-
Mobile No. : 01816 401903

Name : A. B. M. SHAHRIAR ALAM
Designation : Welfare Assistant
Blood Group: O+
Mobile No. : 01824 888381

Name : ATAUR RAHMAN
Designation : Personal Asst.
Blood Group:
Mobile No. :

Name : MD. MOSHARAF H. CHOWDHURY
Designation : Caretaker
Blood Group: B+
Mobile No. : 01815 701358

Name : PRADIP KUMER SARKER
Designation : Store Kipper
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01723 184508

Name : MD. KERAMAT ALI
Designation : Electrician
Blood Group: A+
Mobile No. : 01710 529401

Name : MD. ABUL KASHEM
Designation : Driver
Blood Group: O+
Mobile No. : 01712 221787

Name : MD. MAKBUL AHMED
Designation : Driver
Blood Group: O+
Mobile No. : 01750 182750

Name : MD. NUR HOSSAIN
Designation : Driver
Blood Group: B+
Mobile No. : 01712 213520

Name : MD. JANE ALOM
Designation : Driver
Blood Group: A+
Mobile No. : 01920 074562

Name : HEMAYET HOSSAIN
Designation : Driver
Blood Group: B+
Mobile No. : 01923 102857

Name : NASRIN BEGUM
Designation : Office Shohayok
Blood Group: A-
Mobile No. : 01796 410122

Name : MD. SAFIQUL ISLAM (SHAHEEN)
Designation : Office Shohayok
Blood Group: B+
Mobile No. : 01929 767545

Name : MD. ABDUL KARIM MOHAN
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01715 819631

Name : BEGUM MORZIA SULTANA
Designation : Office Shohayok
Blood Group: B+
Mobile No. : 01766 240440

Name : MD. BELAL UDDIN
Designation : Office Shohayok
Blood Group: B+
Mobile No. : 01780 997111

Name : SHA ALAM
Designation : Office Shohayok
Blood Group: A+
Mobile No. : 01721 470022

Name : MD. SHAHIDULLAH
Designation : Office Shohayok
Blood Group: 0+
Mobile No. : 01732 714308

Employees of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : MD. ASHADUZZAMAN
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01724 188912

Name : PALASH CHANDRA ROY
Designation : Office Shohayok
Blood Group: A+
Mobile No. : 01790 166647

Name : MD. ALAM SHAKE
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01749 066310

Name : MD. NURUL ISLAM
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01940 624633

Name : MD. AKLIMA AKTER
Designation : Office Shohayok
Blood Group: B+
Mobile No. :

Name : MD. JOYNAL ABEDIN
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01822 000404

Name : MD. FARID UDDIN
Designation : Office Shohayok
Blood Group: O+
Mobile No. : 01718 845415

Name : MD. SHAFIUDDIN
Designation : Security Guard
Blood Group: A+
Mobile No. : 01731 313304

Name : MD. EARSAD ALI
Designation : Security Guard
Blood Group: A-
Mobile No. : 01688 375211

Name : MD. AYNAL SIKDER
Designation : Security Guard
Blood Group: B+
Mobile No. : 01720 487912

Name : MD. BABUL
Designation : Security Guard
Blood Group: O+
Mobile No. : 01931 405277

Name : SWAPON CHANDRA DAS
Designation : Security Guard
Blood Group: A+
Mobile No. : 01552 318220

Name : ARJUN CHANDRO DAS
Designation : Cleaner
Blood Group: B+
Mobile No. : 01675 988623

Name : MST. ROHIMA KHATUN
Designation : Cleaner
Blood Group: B+
Mobile No. : 01932 787441

Employees (IT & Engineering Dept.) of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : MD. SAIDUL ISLAM
Designation : System Analyst (DBA)
Blood Group:
Mobile No. : 01735 000333

Name : M. MAMUN OR RASHID
Designation : System Analyst (SA)
Blood Group: B-
Mobile No. : 01711 959734

Name : SK. MD. SHAFIUZZMAN
Designation : Maintenance Engineer
Blood Group: O+
Mobile No. : 01911 399865

Name : PAPPU MAJUMDER
Designation : Programmer (web)
Blood Group: O-
Mobile No. : 01715 242357

Name : MEHEDI HASAN
Designation : Programmer
Blood Group: O+
Mobile No. : 01712 405062

Name : SHEJAN AHMAD
Designation : Maintenance Engineer
Blood Group: B+
Mobile No. : 01717 234106

Name : MD. MASUD PARVEJ
Designation : Asst. Maintenance Engineer
Blood Group: B+
Mobile No. : 01722 652424

Name : SHEKH MST. ALHAMRA PARVIN
Designation : Asst. Maintenance Engineer
Blood Group: A+
Mobile No. : 01552 651035

Name : ABU SHAHADAT MD. SHARIF
Designation : Sub Asst. Engineer (Civil)
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01816 273267

Name : MD. AKTARUL ISLAM KHAN
Designation : Sub-Asst. Engineer (Electrical)
Blood Group: B+
Mobile No. : 01917 339556

Name : SHAMSUL HOQUE MIAH
Designation : Sub-Assistant Engineer (Vehicle)
Blood Group:
Mobile No. : 01817 604741

Employees (Data Entry/Computer Operator) of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : MOHAMMAD NURUL ISLAM
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01712 719538

Name : MD. ZAHIDUL ISLAM KHAN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group:
Mobile No. : 01720 374334

Name : MOHAMMAD ZAHEDUR RAHMAN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01670 711868

Name : MOH.KAZI JAHID UDDIN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01816 594203

Name : NASRIN AKTER (SHILA)
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01726 130540

Name : MD. SAIFUL ISLAM
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01818 415349

Name : BILKIS BEGUM
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01916 746735

Name : MOH. MASUDUL HAQUQ
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01911 952459

Name : ABDUL AL MIZAN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Name : GM MOSLEH UDDIN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01916 151926

Name : ABDUL AL MAMUN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01835 865557

Name : JATIN BAIRAGI
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01923 635380

Name : MD. ANAMUL HAQUE
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: B+
Mobile No. : 01716 882585

Name : JONY CHOWDHURY
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Name : SHAHANA HAQUE
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01714 219737

Name : JULIANA MONALISA SHIRIN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: O+
Mobile No. : 01711 309504

Name : MOH AZIZUR RAHMAN
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01819 963135

Name : NURJAHAN AKTER
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group:
Mobile No. : 01913 984300

Name : ABDUR RAZZAK
Designation : Computer/Data Entry Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Name : ISMAIL HOSSAIN
Designation : Data Entry/Computer Operator
Blood Group: A+
Mobile No. : 01711 064279

Name : MD. NURUL ISLAM
Designation : Data Entry/Computer Operator
Blood Group:
Mobile No. :

Employees (Contractual Welfare Asst./Office Asst.) of Wage Earners' Welfare Board (It is not based on seniority)

Name : MD. AL-AMIN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01911 643816

Name : MD. ISRAFIL
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: A+
Mobile No. : 01745 301405

Name : NIPUL CHANDRA GAIN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group:
Mobile No. :

Name : SHADIA ISLAM JARNA
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: AB+
Mobile No. : 01675 784370

Name : MD. ASADUL ISLAM
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01966 819307

Name : FARUQUE HOSSAIN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01722 072474

Name : MUHAMMAD MAHBUB KAMAL
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group:
Mobile No. : 01718 781692

Name : MOHAMMAD MONIRUZZAMAN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: A+
Mobile No. : 01760 217853

Name : KAMRUL ISLAM
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01675 665873

Name : MD. KHAIRUL KABIR
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: A+
Mobile No. : 01718 007058

Name : Md. BODIUZZAMAN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group:
Mobile No. :

Name : MD. MOMINUL ISLAM
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: A+
Mobile No. : 01967 812912

Name : MD. SAIFUR RAHMAN
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01818 036556

Name : MD. ARIFUL ISLAM
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: A+
Mobile No. : 01959 180030

Name : MD. RAFIUL ISLAM
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01743 585413

Name : MOHAMMAD RASEL AHAD
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: B+
Mobile No. : 01557 570057

Name : BIPUL CHANDRA PAUL
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: O-
Mobile No. : 01917 907439

Name : MD. SHARIFUZZAMAN KHANDKAR
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: O+
Mobile No. : 01734 781650

Name : MD. BADRUL HAIDER
Designation : Welfare Asst./Office Asst.
Blood Group: O+
Mobile No. : 01839 393935

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সেবা কার্যক্রম

- বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন আইন-কানুন ও রীতিনীতি, ভাষা, আবহাওয়া-পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান।
- বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
- প্রবাসে কর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- দূতাবাস/হাইকমিশন-এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসে আটকেপড়া কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন।
- পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আনয়ন।
- বিমানবন্দর হতে মৃতের স্বজনদের নিকট লাশ হস্তান্তরের সময় লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- বৈধভাবে বিদেশ গমনকারী মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।
- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায় এবং ওয়ারিশদের নিকট বিতরণ।
- প্রবাসী কর্মীদের সম্পদ রক্ষা এবং নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারকে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান।

প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
ফোন-০২-৯৩৫২৬১৯
(www.wewb.gov.bd)